

বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওপর একটি পর্যালোচনা

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

সৈয়দা মাহফুজা কাওসার
রেজি নং-২৬০, সেশন ২০০৪-০৫
লোকপ্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে-২০১২

GIFT

509006

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওপর একটি পর্যালোচনা

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

MARC

তত্ত্বাবধায়ক

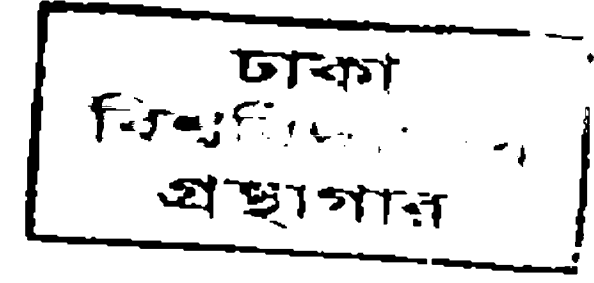
ড. মোসলেহ উদ্দীন আহমদ

অধ্যাপক

লোকপ্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।



509006

Dhaka University Library



509006

গবেষক

সৈয়দা মাহফুজা কাওসার

রেজি নং-২৬০, সেশন ২০০৪-০৫

লোকপ্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে-২০১২

১৭

KAB

৩৫২, ১৭।

RB

B

১৭

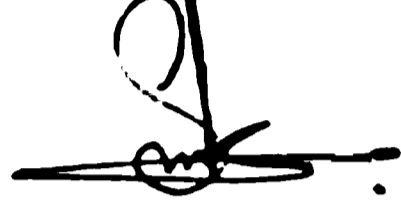
১৭

১৭

১৭

ঘোষণাপত্র

এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, 'বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওপর একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোন যুগ্ম কার্য নয়; বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণা।



সৈয়দা মাহফুজা কাওসার

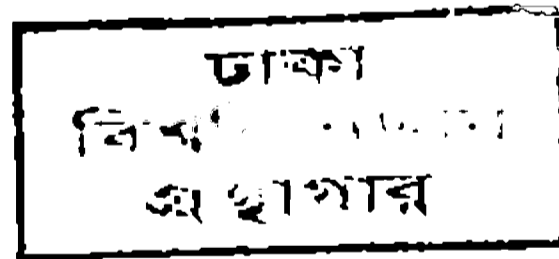
এম.ফিল গবেষক

রেজি নং-২৬০, সেশন ২০০৪-০৫

লোকপ্রশাসন বিভাগ

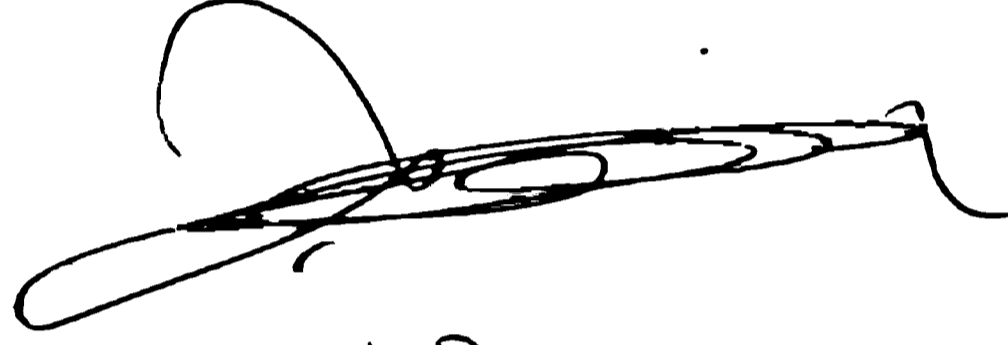
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

509006



প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের এম.ফিল গবেষক সৈয়দা মাহফুজা কাওসার কর্তৃক দাখিলকৃত 'বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওপর একটি পর্যালোচনা' গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, ইতিপূর্বে এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ইহা দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।



ড. মোসলেহ উদ্দীন আহমদ

অধ্যাপক

লোকপ্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যার অশেষ রহমতে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি এমফিল ডিগ্রির জন্য পূর্ণাঙ্গ অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ স্যারের প্রতি, যার আন্তরিকতা, দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা ছাড়া গবেষণাকর্ম সম্পাদন অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

সিলেট আইডিয়াল কলেজের সম্মানিত প্রিন্সিপাল আবুল হাসেম স্যারের দোয়া, অনুপ্রেরণা ও সর্বোপরি বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণাকর্ম সম্পাদন অনেকটা সহজ হয়েছে। তাছাড়া ও কলেজের সমস্ত শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিক আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা; বিশেষত কম্পোজের ক্ষেত্রে আকলিমা ম্যাডামের সহযোগিতা চিরস্মরণীয়। আমি তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দিলারা রহমান, সহকারী অধ্যাপক সৈয়দা ইছমত আরা জাহানসহ অন্যান্য শিক্ষকের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, যারা এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আ. কা. ফিরোজ আহমদ স্যার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম স্যার, শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের প্রভাষক সাইফুদ্দিন আহমদ স্যারসহ আমার অন্য সহকর্মীদের প্রতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের হাকিম ভাই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে আমাকে সর্বোত্তমভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি, আমার পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া ছাড়া বিশেষত, আমার স্বামী, মা-বাবা, ভাই-ভাইয়ের স্ত্রী ও আমার সন্তানদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের ত্যাগ, দোয়া ও আন্তরিকতা ছাড়া গবেষণাকর্ম সম্পাদন সহসাই সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। এছাড়া যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার ঋণ স্বীকারসহ অসংখ্য ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সৃষ্টির অন্যতম প্রেক্ষাপট ছিল পাকিস্তান সরকারের অতিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রচিত আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর স্থানীয় শাসনের ভার প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ অঙ্গীকার সত্ত্বেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ক্রমাগতভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। সময়মত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য আরো বহুবিধ কারণে বর্তমানে আমাদের স্থানীয় সরকার বহুলাংশে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নগর স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তথাপি, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সুফল জনগনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো একই ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে আলোচ্য গবেষণায় স্থানীয় সরকারের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশমালা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রকৃত সমস্যা কি (বিশেষত নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার) তা অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে।

সূচীপত্র

সারণী সমূহের তালিকা		পৃষ্ঠা I-IX
অধ্যায়সমূহ	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১-৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	গবেষণা পদ্ধতি	৭-১০
তৃতীয় অধ্যায়	তাত্ত্বিক কাঠামো ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	১১-১৬
চতুর্থ অধ্যায়	সরকার ও স্থানীয় সরকার	১৭-২৭
পঞ্চম অধ্যায়	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ	২৮-৪১
ষষ্ঠ অধ্যায়	স্থানীয় সরকার কাঠামো	৪২-৪৫
সপ্তম অধ্যায়	স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ	৪৬-৫২
অষ্টম অধ্যায়	সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৫৩-৬২
নবম অধ্যায়	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ	৬৩-৯১
দশম অধ্যায়	অনুকল্প যাচাই ও ফলাফল এবং সুপারিশ	৯২-৯৬
উপসংহার		৯৭
সংযুক্তি		৯৮-১৩৮
পরিশিষ্ট		১৩৯-১৪২
গ্রন্থপঞ্জি		১৪৩-১৪৯

সারণীসমূহের তালিকা

সারণী	বিষয়
সারণী-১	নগর উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করে কিনা।
সারণী-১.১	নগর উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
সারণী-১.২	নগর উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে কেন ব্যর্থ।
সারণী-২	নগর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম পরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা হয় কিনা।
সারণী-২.১	সিলেট সিটি কর্পোরেশন-এর কার্যক্রম পরিকল্পিত নয়।
সারণী-৩	নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া।
সারণী-৪	নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা পর্যাণ্ড কিনা।
সারণী-৫	নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ কিনা।
সারণী-৫.১	নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অদক্ষতার সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ।
সারণী-৬	নগর উন্নয়নে বাজেট সংগ্রহের উপায়।
সারণী-৭	স্থানীয় পর্যায়ে হতে সংগৃহীত বাজেট পর্যাণ্ড কিনা।
সারণী-৭.১	স্থানীয় বাজেট বৃদ্ধিতে কি করা উচিত।
সারণী-৮	সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত হয় কিনা।
সারণী-৮.১	সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।
সারণী-৯	টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দলীয়করণ হয় কিনা।
সারণী-১০	নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আছে কিনা।
সারণী-১০.১	নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেভাবে নিশ্চিত হয়।
সারণী-১০.২	জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিকরণে প্রতিবন্ধকতা।
সারণী-১১	নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ করা হয় কিনা।
সারণী-১১.১	কিভাবে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নাগরিকদের অংশগ্রহণ করা হয়।
সারণী-১২	সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয় কিনা।
সারণী-১৩	নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পিত বলে মনে করেন কিনা।
সারণী-১৪	নগর প্রশাসন হতে নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রসমূহ।

সারণী-১৫ নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা।

সারণী-১৬ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ কেমন।

সারণী-১৭ নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগনের সেবক বলে মনে করেন কিনা।

সারণী-১৭.১ নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগনের সেবক মনে না করার কারণ।

সারণী-১৮ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণে সন্তুষ্ট কিনা।

সারণী-১৯ নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে যেয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে কিনা।

সারণী-২০ নগর প্রশাসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা দক্ষ কিনা।

সারণী-২১ নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উপায়।

সারণী-২২ নগর উন্নয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় কিনা।

সারণী-২২.১ নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায়।

সারণী-২৩ নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ কিনা।

সারণী-২৩.১ নগর উন্নয়নে বাজেট সংগ্রহের উপায়।

ভূমিকা

পটভূমি

প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের দায়িত্ব হলো দেশে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, যাতে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও কলহ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা এমন পর্যায়ে না যায়, যেখানে সুযোগ আসে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা যার মাধ্যমে লুপ্ত হয় গণতন্ত্র তথা জনগণের ইচ্ছা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকরীতার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই জনগণ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। স্থানীয় সরকারের মূল বিষয় হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে এবং এ কর্ম সম্পাদনে কর্পোরেশন কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা একাধারে কর্পোরেশনের জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় অধিবাসীদের মতামতের আলোকে জানার চেষ্টা করবো।

১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলে বর্তমান কাঠামোর স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন হলেও বাংলায় স্থানীয় শাসনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রায় ২৩০০ বছর পূর্বে এ অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল।

২৩০০ বছর পূর্বে বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগে স্থানীয় সরকারের ইউনিট হিসেবে 'ভুক্তি' 'বিষয়' 'মন্ডল' 'গ্রাম' প্রভৃতি নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এসব ইউনিট সমূহের প্রশাসক হিসেবে 'উপরিক' 'বিষয়পতি' 'কুমার মাত্য' 'গ্রামপতি' প্রভৃতি পদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।^১ গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান কাজ করতো। (১) হেডম্যান ও (২) পঞ্চায়েত। হেডম্যান গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবার থেকে মনোনীত হতেন এবং পঞ্চায়েত ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা। তথাপি, কর আদায়, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাজে হেডম্যান পঞ্চায়েতের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।^২

এছাড়া, গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় শাসকের অস্তিত্ব আমরা ভিডিও আমলেও দেখতে পাই। উক্ত সময়ের (১৫০০-১০০০ বি.সি) ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রামীণ সংগঠন সভা বা মহাসভা গ্রামের বিষয়াদি দেখাশোনা করত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও স্থানীয় সরকারের ইংগিত রয়েছে। স্বাধীন সুলতানী ও আমলে সুলতানরা প্রশাসনে সুষ্ঠু গতি রক্ষার উদ্দেশ্যে 'উজির' সর-ই লস্কর কোতোয়াল এবং অন্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাদের আমলে প্রশাসনিক এলাকা ব্যবস্থাপনার 'ইকলিম' 'আরশ' 'শহর' 'কসবা' এবং খিজা দ্বারা যথাক্রমে বিভাগ, জেলা, শহর, নগর এবং দুর্গের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিরূপণ করত।

১. Kamal Siddiqui : Local government in Bangladesh, Dkhaka UPL 2003

২. Kamal, Siddiqui: প্রাগুক্ত

ফলে গ্রাম ও পৌরএলাকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সঠিকভাবে গড়ে উঠেনি। ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ও পরিচালনা নীতিগুলো ইংরেজ আমলের নিয়মে অব্যাহত রেখেছিল।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সময় 'মৌলিক গণতন্ত্রের' মাধ্যমে প্রথম স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সূচনা হয় যা ব্রিটিশ প্রবর্তিত স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ব্যতিক্রম। তথাপি, তা স্থানীয় জনগণের জন্য কতটুকু উপকৃত ছিল তা প্রশ্নসাপেক্ষ। মূলত, ক্ষমতা ও সম্পদের অতি কেন্দ্রীকরণ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এ উদ্দেশ্যে বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত আমাদের সংবিধানে। সুস্পষ্টভাবে আমাদের সংবিধান প্রশাসনের প্রত্যক্ষ একাংশ বা স্তরে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর স্থানীয় শাসনের ভার প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যক্রম পরিচালনা, জনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ সরকারি সেবা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

তথাপি, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ক্রমাগতভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে সংসদ সদস্যদের অবাচিত হস্তক্ষেপ এবং সর্বোপরি সম্পদের অপ্রতুলতা। এজন্য অনেকাংশে দায়ী স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহ করার কথা থাকলে ও গণঅসন্তোষের ভয়ে মেয়র, চেয়ারম্যান বা কমিশনাররা এ ব্যাপারে ততটা উৎসাহী হননা। বাংলাদেশে এ ব্যয় নির্বাহের অধিকাংশ বরাদ্দই আসে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হতে। ফলে এগুলোতে জন অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় না। কারণ দেখা গেছে সম্পদ, ক্ষমতা ও দায় দায়িত্ব যত বেশি জনগণের কাছাকাছি যায়, ততবেশি তা জনগণের কল্যাণ সাধন করে। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় লোকবল ও নিয়োগ করতে পারে না, যা তাদের কার্যক্রমকে অত্যন্ত সীমিত করে।

তাছাড়া, সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা নিজেরাই কর্মকর্তাদের খবরদারির আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে প্রশাসনে জন অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গভীরতা অর্জন করতে এবং একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারেনি।

তথাপি, নাগরিক সমাজের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমলাতন্ত্র ও মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার সাথে সাথে সম্পদের সুষমবন্টন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের অনাকাঙ্খিত হয়রানি রোধের লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠনও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্বাচিত সরকারের সময় জনকল্যাণে গৃহীত এসব সংস্কার কর্মসূচীর অনেক দিকই আইনে উপেক্ষিত থেকেছে।^৩

৩. বদিউল আলম মজুমদার : স্থানীয় সরকারের অতীত, বর্তমান ভবিষ্যত; আগামী প্রকাশী : ঢাকা-২০০৯

স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে যেমন সময়মত নির্বাচন দরকার, তেমনিভাবে সং, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া আবশ্যিক। এজন্য একদিকে যেমন প্রার্থী হওয়ার মাপকাঠি আরো কঠোর করা আবশ্যিক, আরো আবশ্যিক তথ্য দিয়ে নাগরিকদের সচেতন করা।

ভোটাররা যেন নগদ প্রাপ্তির কাছে বিলীন না হয়ে জেনে, শুনে, বুঝে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।^৪

সমস্যার বিবরণ

জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সরকারি প্রক্রিয়ায় সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের মাধ্যমেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকহারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সম্ভব। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অন্যতম স্তর সিটি কর্পোরেশন। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনকে শক্তিশালী করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক চর্চা ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা। কিন্তু জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এক্ষেত্রে অন্তরায়। জনপ্রতিনিধিগণ চান নিজেদের মতামতকে কার্যকরী করতে কিন্তু সরকারী কর্মকর্তাগণ তাদের প্রাধান্য মানতে রাজি হননা। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের ধারণা সকল কাজের সিদ্ধান্ত তারাই নেবেন। কিন্তু কর্মকর্তাবৃন্দ মনে করেন তারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাই প্রতিনিধিদের উচিত তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া।

এছাড়াও রয়েছে স্থানীয় রাজনীতির ওপর জাতীয় রাজনীতির প্রাধান্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা।

ব্রায়ান চ্যাপম্যানের ভাষায়, আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে লোকাল কাউন্সিলগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্টে পরিণত হতে বাধ্য।^৫ প্রকৃত অর্থে, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশনসমূহ বর্তমানে কিরূপ ক্ষমতা চর্চা করছে, কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণার যৌক্তিকতা

নগরকেন্দ্রীক স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে নগর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্ব দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার মাধ্যমেই স্থানীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। তারপরও, স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সুবিধা থেকে জনগণ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে এবং স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহের কারণ পর্যালোচনার জন্য গবেষণা যৌক্তিক বলে বিবেচনা করছি।

৪. বদিউল আলম মুজমদার : প্রাগুক্ত

৫. Brian Chapman : Introduction to france local government (London; George Allen & Unwin Ltd. 1995)

স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের জনগণের সেবা প্রদানের নিমিত্তে প্রশাসনিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর এজন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রাজনীতিবিদদেরও প্রশাসনিক উন্নয়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বলেছিলেন, বৃটেনের রাজনীতিবিদগণ পেশায় রাজনীতিবিদ হলেও তারা একজন দক্ষ প্রশাসকও বটে। তাছাড়া, স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে যেমন সুবিধা হবে তেমনি গবেষণালব্ধ ফলাফল সাধারণ জনগণ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

গবেষণা প্রশ্ন

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অঙ্গ হিসেবে সিটি কর্পোরেশন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কি কি সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছে (নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে, জনসাধারণের সহযোগিতা ও অন্যান্য চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কোনো প্রভাব রয়েছে কি-না) প্রভৃতি ব্যাপারে উত্তর খুঁজে বের করা ও সমাধানের উপায় নির্ধারণই এ গবেষণা কাজটির মূল প্রতিপাদ্য।

যেহেতু, সিটি কর্পোরেশনের কাজ মাঠপর্যায়ের কাজ ও চলমান প্রক্রিয়া সেহেতু অন্যান্য সাধারণ প্রশ্নসমূহ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অন্যান্য প্রশ্নসমূহ

১. জনগণ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব পোষণ করে?
২. স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন উন্নয়নের জন্য সহায়ক কি-না।
৩. এতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ রয়েছে কি-না।

গবেষণার উদ্দেশ্য

‘বাংলাদেশের স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওপর একটি পর্যালোচনা’- গবেষণা কার্যটি পরিচালনার পেছনে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য রয়েছে।

১. স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ।
২. স্থানীয় শাসনের ঐতিহাসিক ক্রমধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করা।
৩. স্থানীয় সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ।
৪. সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ।
৫. জনসাধারণ কিভাবে স্থানীয় সরকারের সুশাসনের সুফল ভোগ করতে পারে তা চিহ্নিতকরণ।
৬. প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় শাসনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

গবেষণায় গৃহীত অনুকল্প

প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কমিশনার, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাধারণ নাগরিকদের সাথে আলোচনা এবং এতদসংক্রান্ত এযাবত প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে আলোচ্য গবেষণায় গৃহীত প্রাথমিক অনুকল্পগুলো হলো :

- ক) উন্নয়ন পরিকল্পনায় দক্ষতার অভাব।
- খ) সম্পদের অপচয় ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুস্পষ্ট।
- গ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবাধ ক্ষমতা চর্চা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও জবাব দিহিতার অভাব।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি এম.ফিল কার্যক্রমের আংশিক চাহিদা পূরণার্থে পরিচালিত হওয়ায় এর পরিধিও সীমিত। শুধু সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় ইহা নগর স্থানীয় সরকারের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ সমূহের সমস্যাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করছেন; যদিও সব ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমস্যা প্রায় একই রকম।

তাহাড়া, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের অপ্রতুলতা বিশেষত, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে জটিলতা দেখা দিয়েছে এবং তাদের সময় সূচী নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। সিটি কর্পোরেশনের উপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাজ না হওয়ার কারণে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে মাধ্যমিক তথ্যের কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এছাড়া গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে সাধারণ নাগরিক ও অনেক শিক্ষিত নাগরিকের মধ্যে অসচেতনতার বিষয়টি গবেষকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। যে কারণে মতামত সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষককে বারবার সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়েছে।

অধ্যয়ন পরিকল্পনা

বর্তমান অভিসন্দর্ভে স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থার সমস্যা, সম্ভাবনা ও সুপারিশের আলোকে একে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে স্থানীয় শাসনের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে সমতক ধারণা দেয়ার পাশাপাশি স্থানীয় শাসনের সমস্যার বিবরণ, গবেষণা পদ্ধতি ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণা কমিটি ভবিষ্যতে অনেক গবেষকের গবেষণাকার্যে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে বলে আশা রাখি।

চতুর্থ অধ্যায়ে সরকার ও স্থানীয় সরকার এবং শাসনকার্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদ ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ প্রাচীন আমলে স্থানীয় সরকার তৃতীয় পরিচ্ছেদ পাকিস্তান আমলে স্থানীয় সরকার ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সংবেদে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকারের কাঠামো ও অধ্যায়ে এর সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে গবেষণা এলাকা সিলেট সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নবম ও দশম অধ্যায়ে যথাক্রমে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে তৈরীকৃত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মতামত সারণী আকারে দেখানো হয়েছে ও দশম অধ্যায়ে এসব অনুকল্প যাচাই, ফলাফল ও সিটি কর্পোরেশনকে অধিকতর জনকল্যাণমুখী করার জন্য গবেষণা এলাকার সংশ্লিষ্টদের মতামতের প্রেক্ষিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

ভূমিকা

বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ পরীক্ষণযোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটনার অনুসন্ধান বা ঘটনাগুলোর সম্পর্ক আবিষ্কার করে সূত্রের আকারের প্রকাশ করে কোন বৃহত্তর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার সুশৃঙ্খল পদ্ধতিকে গবেষণা বলে। কোন বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে কতগুলো পছা অবলম্বন করতে হয়। বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওপর একটি পর্যালোচনা'-এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথমেই নমুনায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সঠিক তথ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে গবেষণা পদ্ধতির নকশাতে গুণবাচক এবং সংখ্যাবাচক উভয় পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। কেননা সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের গুণবাচক দিক, মানুষের আচরণ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যা শুধু সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়; যে কারণে মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণ প্রয়োজন।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণা কর্মটিতে উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Contact Analyses) জরীপ পদ্ধতি (Survey Method) এবং কেস স্টাডি (Case Study) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস

গবেষণা কার্যক্রমে মূলত দু'ধরনের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎস : প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এজন্য কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (Open ended এবং Close ended)-এর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের পুস্তক, জার্নাল, প্রবন্ধ, পত্রিকা, প্রতিবেদন, বিভিন্ন পরিসংখ্যান পত্রিকায় প্রকাশিত কলাম, সেমিনার অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের কৌশল

গবেষণা সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে যথা :-

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি : প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গবেষণা সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে Radom sampling এর মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : সিলেট সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও কর্পোরেশনের কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে অবস্থার পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্য প্রক্রিয়াজাত ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণাসংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ছক, টেবিল ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়কে শতকরা হারের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

গবেষণার একক

আলোচ্য গবেষণার একক হলো সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কমিশনারগণ, সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাগণ ও সাধারণ নাগরিক।

বিশ্লেষণের স্তর

এখানে বিশ্লেষণের স্তর সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কমিশনারগণ, কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ অধিবাসী। সে কারণে এ ধরনের একককে আলাদা ৩টি গ্রুপ হিসেবে ধরা হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে গ্রুপ আলোচনা বিশ্লেষণের পরিবর্তে তাদের প্রত্যেকের মতামত আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পরিমাপের স্তর

এ গবেষণায় কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনার ও সাধারণ নাগরিকদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রদত্ত মতামতকে (Ordinal level) এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেমন : সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে আপনি সন্তুষ্ট কি না।

হ্যাঁ

মোটামুটি

না

তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও বৈধতা

ইতিপূর্বে এ জাতীয় গবেষণার জন্য যেসব গবেষক এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তাতে দেখা যায়, এটি একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। গবেষণার প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে কমিশনার, সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিকদের নিকট থেকে যেসব উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তার প্রায় সবই এক রকমের। এভাবে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো এবং সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য। তবে বৈধতার সাথে যেহেতু 'সময়' চলক জড়িত তাই গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে

বৈধতার বিষয়টি শুধু ভবিষ্যৎ গবেষণার মাধ্যমে বলা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহে অসুবিধা

এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং যে প্রক্রিয়ায় তা অতিক্রম করতে হয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হল :

- ক) অনেক কমিশনার প্রশ্ন সরাসরি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাদের প্রশ্ন করা হয়েছে।
 - খ) সরকারী কর্মকর্তাগণ অনেক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন পরবর্তী কোন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশংকার। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেসব জেনে নিতে হয়েছে।
 - গ) অনেক প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তরের মধ্যে অনেক সময় অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
 - ঘ) এ গবেষণার বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ, জার্নাল, প্রবন্ধ না থাকায় দ্বিতীয় পর্যায় হতে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বলা যায়, এটি প্রাথমিক তথ্য ভিত্তিক গবেষণাকার্য।
- পরিশেষে বলা যায়, পদ্ধতিগত নির্ভুলতা ও সঠিক তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা একই সাথে একাধিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন ও গবেষণার নতুন কৌশল আবিষ্কার করতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক কাঠামো ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

সংশ্লিষ্ট গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনা ও বিষয় সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একই ধরনের গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন, অনুমান নির্ধারণ, পদ্ধতি নির্ধারণ, ফলাফল, তুলনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুস্তক পর্যালোচনা, তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রায়োগিক কৌশল সরবরাহ সম্যক সহায়তা করে থাকে।

আলোচ্য গবেষণায় বিভিন্ন বই-পত্র জার্নাল, সাময়িকী দৈনিক পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

প্রাসঙ্গিক পুস্তক পর্যালোচনা

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার বিষয়ে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ড. কামাল সিদ্দীকি সম্পাদিত 'Local Government in Bangladesh' গ্রন্থটিতে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা করে এর স্বকীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।^৬ বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে সামগ্রিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নতুন নতুন ইস্যু ও সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিবর্তন ধারা থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের বর্তমান রূপ ও কার্যকারীতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ড. মোহাম্মদ মকসুদুর রহিম এবং ড. নাসিমা জামান (২০০৪) তাদের Politics and local self government in Bangladesh : The Historical Perspective গ্রন্থে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারকে গণতন্ত্রের শিক্ষালয় বা প্রশিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় পরিষদকে জাতীয় রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে পৃথক করা যায় না। তবে সরকারের উচিত না এটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা।^৭ কিন্তু, বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ১৯১৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে দেখা যায় যে, প্রতিটি সরকার স্থানীয় সরকারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন।

মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম (২০০৪) তার অপর একটি অনুচ্ছেদ 'Importance of local self government for the promotion of democracy : Bangladesh Perspective. এতে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ও গণতন্ত্র বিষয়ে বিশ্লেষণ ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে উল্লেখ করেন।^৮ এটি গ্রামীণ জনগণকে গণতন্ত্রের অগ্রগতির ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। সফল গণতন্ত্র নির্ভর করে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার উপর। তিনি বলেন- গণতন্ত্র সফল হবেনা যদি এর সুদৃঢ় ভিত্তি তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত না হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার গণতন্ত্র উন্নয়নে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৭. মো. মকসুদুর রহিম ও ডা. নাসিমা জামান : Politics and Local self government in Bangladesh : The Historical Perspective.

৮. মো. তারিকুল ইসলাম : Importance fo Local self government for the promotion of democracy, Bangladesh Perspective.

হোসেন জিল্লুর রহমান ও খন্দকার সাখাওয়াত আলী (২০০২) সম্পাদিত 'নতুন শতাব্দীতে স্থানীয় সরকার, পথ নির্মাণে কতিপয় সংলাপ' বইটিতে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ও যুক্তি এবং সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বড় সম্ভাবনার ক্ষেত্র হলেও এর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।^৯

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার পদক্ষেপে কোন ধারাবাহিকতা নেই বলে উল্লেখ করেন। স্থানীয় সরকারের অবহেলিত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

নীলুফার বেগম, আব্দুল্লাহ এম খান, সাইফুদ্দিন আহমদ তাদের 'লোক প্রশাসন ও বাংলাদেশ, প্রাসঙ্গিক ভাবনা' গ্রন্থে লোক প্রশাসনের বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশে লোক প্রশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এতে স্থানীয় সরকারের বিবর্তন বিষয়টির ওপর সংক্ষিপ্ত অথচ বহুল তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়। ব্রিটিশ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ যুগে বিভিন্ন সরকারের আমলে স্থানীয় সরকারের বিবর্তন দেখানো হয়।^{১০}

বিপুল রঞ্জন নাথ তার গ্রন্থ 'রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সংগঠন' গ্রন্থে স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে বলে উল্লেখ করেন। স্থানীয় কাউন্সিল কাজ করলে এবং বিরাজমান সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করলে ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে অপরিহার্য রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করা যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।^{১১}

দৈনিক জনকণ্ঠ (১৫ জুলাই, ২০০৮) স্থানীয় সরকার ও রাজনৈতিক দল প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গণতন্ত্রের উন্নতির জন্য শুধু নির্বাচনকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে না দেখে জনসচেতনতা ও জনগণকে আদর্শগতভাবে উজ্জীবিত করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। স্থানীয় পর্যায়ে যে প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন তারা কোন না কোন দলের সদস্য।^{১২}

বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার উপর ড. মোসলেহ উদ্দীন আহমদ একটি পি.এইচ.ডি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন যা ১৯৯৩ সালে গৃহীত হয়েছে। উক্ত গবেষণাকর্মে তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং সিলেট, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও বরিশাল (তৎকালীন পৌরসভা) প্রশাসন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর আলোকপাত করেছেন।

মূলত : জনাব আহমদ তাঁর গবেষণাকর্মে বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌর সভায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মী ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক অবস্থা, নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ এবং সরকারের দেয়া অর্থনৈতিক অনুদান এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার ওপর আলোকপাত করেছেন।^{১৩}

৯. হোসেন জিল্লুর রহমান ও খন্দকার সাখাওয়াত আলী :

১০. নীলুফার বেগম, আব্দুল্লাহ এম. খান, সাইফুদ্দিন আহমদ : লোকপ্রশাসন ও বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক ভাবনা।

১১. বিপুল রঞ্জন নাথ : রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সংগঠন।

১২. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ জুলাই, ২০০৮।

১৩. মোসলেহ উদ্দীন আহমদ : Urban Local government Administration in Bangladesh : Municipalities and Municipal Corporation- a Ph.D Dissertation, Dhaka University 1993.

স্থানীয় সরকারের তিনটা স্তরের মধ্যে শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদে গণতন্ত্রের চর্চা হয়েছে এবং অন্যগুলোতে সরকার কর্তৃক মনোনীত লোকদ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন জনাব তোফায়েল আহমদ। তিনি তাঁর বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার, একুশ শতকের জন প্রশাসন সংস্কার ভাবনা, গ্রন্থে জনগন ও সরকারকে রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে দেখান। তাঁর মতে সরকার সব সময় প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু জনগন পায়নি বলে উল্লেখ করেন।^{১৪}

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোর যেসকল পরিবর্তন সূচীত হয়েছে তার রূপরেখা তুলে ধরেন এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের বিবর্তন, কাঠামো ও কার্যাবলী এবং সমস্যাগুলোর প্রতি আলোকপাত করেন তাঁর 'বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন' গ্রন্থে।^{১৫}

মো: মকসুদুর রহমান তাঁর 'বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসনের বিকাশের ক্রমধারা, স্বায়ত্ত্বশাসনের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকারের তুলনামূলক আলোচনা করেন।^{১৬}

আবুল মাল আব্দুল মহিত তার 'জেলায় জেলায় সরকার'-এ স্থানীয় সরকার আইন সমূহের একটি পর্যালোচনা গ্রন্থে স্থানীয় সরকারের বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণের উপর জোর দেন। তিনি মনে করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিভাজনের বিষয়টি অস্বচ্ছ রয়েছে। কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী সরকারব্যবস্থার জন্য ক্ষমতার সত্যিকার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন বলে মনে করেন। গ্রন্থটিতে স্থানীয় সরকার বিষয়ক চারটি আইনের পর্যালোচনা করা হয়।^{১৭}

ড. গোলাম মোস্তফা তার 'Urban Local government in Bangladesh' রচনাটিতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি দেখান যে, এদের স্বায়ত্ত্বশাসনের পরিধি খুব সীমাবদ্ধ। তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সম্ভাবনার মাত্রা চিহ্নিত করেন। তিনি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আইনগত কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক দিক, আর্থিক ও পরিকল্পনাগত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এককভাবে সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সে কারণে বিভিন্ন ধরনের এনজিও এরং বেসরকারী খাতগুলো পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সাথে জড়িত হয়ে সফলতার সাথে সেবা ও সহযোগিতা প্রদান করছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিক যেমন বিবর্তন ধারা এবং এতে নতুন নতুন ইস্যু, প্রাতিষ্ঠানিক দিক প্রশাসনিক দিক, স্থানীয় সরকার আইন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও গঠন এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে এর কার্যকারীতা নির্ভর করে।^{১৮}

১৪. তোফায়েল আহমদ : বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার, একুশ শতকের জনপ্রশাসন সংস্কার ভাবনা ১৯৯৯।

১৫. এমাজ উদ্দিন আহমদ : বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন, ১৯৯৪।

১৬. মকসুদুর রহমান : বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন, ২০০৯।

১৭. আবুল মাল আব্দুল মহিত : জেলায় জেলায় সরকার, ২০০২।

১৮. গোলাম মোস্তফা : Urban Local governance in Bangladesh, Some Arising Issues.

প্রথম আলো (১১ আগস্ট ২০০৮), গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সুসংহত করার বেদ্রে নির্দলীয় স্থানীয় সরকার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নির্দলীয় নির্বাচনের বেদ্রে দলীয় ভিত্তিতে একক প্রার্থী মনোনীত করা হয়না বলে নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে ভোটারদের পবে ভাল প্রার্থী খুঁজে পাওয়ার সুযোগ বেশি সৃষ্টি হয়, যা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করে। আর সং, যোগ্য, দৰ ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরূ নিৰ্বাচিত হলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার, মাধ্যমে স্থানীয় সরকার, প্রতিষ্ঠানগুলো আরও কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে।^{১৯}

উপরোক্ত সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, নগর স্থানীয় সরকার তথা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার উপর ১৯৯৩ সালে ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ এর পি. এইচ ডি গবেষণার পর এ বিষয়ে গবেষকের জানামতে আর কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণাকার্য সম্পাদিত হয়নি। এ কারণে উক্ত অভিসন্দর্ভে স্থানীয় সরকারের সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণায় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সকল পক্ষের (সাধারণ নাগরিক, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা) মতামত নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করা যায় বর্তমান গবেষণা কর্মটি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে পুনরায় অন্যান্য গবেষককে গবেষণায় উৎসাহিত করবে ও সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

'বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওপর একটি পর্যালোচনা'- গবেষণা কর্মটি বিশ্লেষণের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক বিবেচনা করে 'বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্বের' সাহায্যে এ গবেষণা কার্যকে বিশ্লেষণ করা হল।

বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব :

বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বুঝায় ক্ষমতার বন্টন। ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া একরূপ ক্ষমতা বন্টন সম্ভব নয়।^{২০}

অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সরকারি কাজ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে হতে স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃষ্ট হবে। উর্ধ্বতন পর্যায়ে হতে নিম্নতম পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক হতে পারে। যখন রাজনৈতিক দিক দিয়ে অর্থাৎ নতুন পর্যায়ের সরকার সৃষ্টি করে উহার নিকট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় তখন তাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। Rondineli, Nellis and cheema বিকেন্দ্রীকরণের ৪টি ধারার কথা উল্লেখ করেন। যথা: ^{২১}

১৯. বদিউল আলম মজুমদার : প্রথম আলো, ১১ আগস্ট ২০০৮।

২০. এম. শামসুর রহমান : আধুনিক লোকপ্রশাসন।

২১. কে. এক টিপু সুলতান সম্পাদিত : বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরণ।

১. বিপুলভূতকরণ (Deconcentration)
২. স্থায়ী ক্ষমতা অর্পন (Devolution)
৩. প্রতিনিধিত্বমূলক (Delegation)
৪. বেসরকারীকরণ (Privatization)

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত অঙ্গুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি হল স্থায়ী ক্ষমতা অর্পন (Devolution) Rondineli and cheema ক্ষমতা অর্পনের ৫টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

১. এটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত, স্বাধীনভাবে পরিচালিত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত একক।
২. একটি নির্দিষ্ট এলাকার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ব্যবহারের আইনগত নিশ্চয়তা দেয়।
৩. পরিচালনার জন্য স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ থাকে।
৪. প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন বিধান করে।
৫. কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মতামত বিনিময় এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যাদি সম্পাদিত হয়।

এ ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রশাসন গড়ে ওঠে। Maw hood একমাত্র Devolution কেই প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ বলে আভিহিত করেন। জাতীয় সরকার থেকে স্থানীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। তবে, রাজনৈতিক দিক বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এর মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিতরণ ঘটে এবং অনেক সময় রাজনৈতিক ক্ষমতা বিতরণের সমস্যার দরুণ স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা সমাধানে গৃহীত নীতি বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোয় এম.পি.দেরকে সমন্বয়কের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্বশাসনের মর্যাদা কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

সরকার ও স্থানীয় সরকার

সরকার : সরকার অর্থ পরিচালনাকারী। রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের মধ্যে সরকার অন্যতম। গার্নারের ভাষায়- 'সরকার ছাড়া জনগণ অসংলগ্ন, অসংগঠিত এবং অরাজক-যার কোন সম্মিলিত শক্তি নাই'। স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মতই স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকার ব্যবস্থা। এখানেও রয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা। এমনকি, স্যামুয়েল হিউমসের মতে- স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকারের রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি সার্বভৌমত্বকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- উচ্চতর সার্বভৌম ক্ষমতা, জাতীয় সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রাদেশিক সার্বভৌম ক্ষমতা ও নিম্ন পর্যায়ের সার্বভৌম ক্ষমতা।^{২২} স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে নিম্নতম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তার মতে, একটি নির্দিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও তাদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্যই স্থানীয় সরকারের সৃষ্টি। স্থানীয় সরকারের ভূখণ্ডগত সীমা নির্দিষ্ট হলেও কাজের পরিসীমা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। স্থানীয় সরকারকে অবকাঠামোগত ভিত্তি থেকে শুরু করে বিভিন্নমুখী নিরাপত্তামূলক, নিয়ন্ত্রণমূলক ও সেবামূলক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। মূলত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসন সংস্থা-ই স্থানীয় সরকার।

স্থানীয় সরকার কি?

স্থানীয় সরকার অর্থ হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা এলাকার শাসন পরিচালনা। এই ভূখণ্ডের আয়তন একটি জেলার সমান হতে পারে, থানা হতে পারে, ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড অথবা গ্রাম হতে পারে। এই অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিনিধিদের সামগ্রিকভাবে সরকার বা শাসকমন্ডলী বলা যেতে পারে। তাদের প্রশাসনিক, আইনানুগ ও নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে। তবে স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গ রাষ্ট্রীয় সরকারের (যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায়) অধীন এবং জাতীয় বা কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সরকার :

সাধারণভাবে বলা বলে, স্থানীয় সরকার হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণ তাদের প্রাপ্য অধিকার, ক্ষমতা ও সম্পদ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজেই পেতে এবং একই সাথে স্থানীয় বিষয় সমূহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শক্তিশালী স্থানীয় শাসনের অর্থ হলো প্রয়োজনীয় সম্পদ ও দায়িত্ব প্রাপ্ত সত্যিকারের স্থানীয় গণতান্ত্রিক শাসন; যার মূল লক্ষ্য হলো জনগণের ক্ষমতায়ন। সংজ্ঞাগত ভাবেই স্থানীয় সরকার একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান।

২২. Samuel Humes: Martir the structure of Local Government through out the world, (The Hague Nijhaf), 1961

Prof K. M Jackson বলেন- “Local Government is essentially a method of getting various services run for the benefit of the community. It is a practical business and if we think of it in this way. We are more likely to see its real nature than if we think in terms of training for citizenship.”^{২৩}

Encyclopedia of Sociology তে বলা হয়েছে- “Local government is a government that has an area based on social structure and legal basis, it is necessary organization to conduct its own affairs”.

United Nation এর মতে, “স্থানীয় সরকার কোন দেশ বা রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজনৈতিক বিভাজিকরণ নির্দেশ করে। করারোপ ও শ্রমিক নিয়োগ সহ স্থানীয় বিষয়াদির উপর যাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। এ সংস্থা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত অথবা স্থানীয়ভাবে মনোনীত হয়ে থাকে।”

Henry Maddick বলেছেন- এটি একটি সংগঠন যা কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কোন একটি ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত পরিমাণে দায়িত্ব পালন করে।^{২৪}

স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা :

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও প্রশাসনবিদ স্থানীয় সরকারকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আমরা এখানে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত উপস্থাপন করছি।

আইভর জেনিংস- স্থানীয় সরকারকে সরকারের একটি অঙ্গ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই অংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূখণ্ড বা এলাকার উপর কর্তৃত্ব থাকবে।^{২৫}

জি. এম হ্যারিসের মতে, স্থানীয় সরকার হচ্ছে স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত সরকার। নির্বাচিত হলেও জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন কিছু বিষয়ে রয়েছে তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব, স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা এবং এসব বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকারের বিস্তৃতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম।^{২৬}

২৩. K.M. Jackson : English Local government, London : Longmar, 1959

২৪. Henry Maddick : Democracy, Decentralization and Development
Bombay : Asia Publishing House, 1963

২৫. Ivor Jannings : Principal Of Local government Law, (London :
University of London Press Ltd; 1965)

২৬. G.M. Harris: Comparative of Local Government, London, 1948

জনজে ক্লার্কের মতানুযায়ী স্থানীয় সরকার হল- জাতীয় সরকারের একটি অংশ এবং স্থানীয় সরকার একটি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা বা নির্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিবাসীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শাসনকার্য পরিচালনা করে।^{২৭}

ডব্লিউ এ. রবসনের মতে, স্থানীয় সরকার একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের জনগোষ্ঠীকে বোঝায়।^{২৮} তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের আইনানুগত ক্ষমতা, সংগঠন বা কাঠামো রয়েছে কিন্তু তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। তার এই সংজ্ঞা থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে সেগুলো হল- কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে অধ্যুষিত জনগোষ্ঠী, যাদের রয়েছে নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব এবং নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেই বাহ্যিক বা রাষ্ট্রীয় অন্য কোন সংস্থার হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের শাসন করতে পারে এবং উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্ম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

এস হিউমস এবং মার্টনের ভাষায়, স্থানীয় সরকারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এগুলো হল: নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখন্ড, একটি স্থায়ী সংগঠন, চুক্তি করার ক্ষমতা, কারও বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা অথবা নিজেদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক মামলা দায়ের করা, জানকার্য হাতে নেওয়া ও পরিচালনা এবং কর আদায় ও এর খরচ বহনের বাজেট তৈরী করা।^{২৯}

পি স্টোন এবং এল. গোলডিং স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কথা বুঝিয়েছেন।

টনি বহিরেন-ই স্থানীয় সরকারকে লোকপ্রশাসনের একটি অবয়ব বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল : এ সংস্থা জনগন কর্তৃক নির্বাচিত, এর বিবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে, স্থানীয় পর্যায়ে এর কর্মকাণ্ড সীমিত এবং এটি আইনসভার অধীনস্থ।

উটলিয়াম হ্যাম্পটন স্থানীয় সরকার সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, স্থানীয় সরকারের রয়েছে একটি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট সীমারেখা। এটি বহুমুখী উদ্দেশ্য সম্বলিত এবং কর আদায় করার স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী।

মাইকেল কিটি : এর মতে, স্থানীয় সরকার হল ব্যক্তিবর্গের সংঘ বা সমিতি এবং তারা নিজেদের বিষয়াদি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নিজেরাই শাসন বা পরিচালনা করে এবং কিভাবে তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ডেভিড উইলসন এবং তার সহযোগীরা স্থানীয় সরকারকে একটি বৃহত্তর ভৌগলিক সীমানায় একটি বহুমুখী সংগঠন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

এ সংস্থার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগে, নিজস্ব ও কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়, অর্থানুকূল্যে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সেবার দিকে লক্ষ্য রেখে দায়-দায়িত্ব পালন করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রয়োজনে তদারকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

২৭. John Clark: Outlines of Local Government of United kingdom, London, 1960

২৮. W.A. Robson: Politic & Government: At Home and Abroad, London, 1967

২৯. S. Humes and Martin: The Structure of Local Government, a Comprative Study of 81 Countries.

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, স্থানীয় সরকারের কোন একক সংজ্ঞা নেই। এটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বা বোঝানো যায়। বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি নিয়েই স্থানীয় সরকারের সৃষ্টি বা উদ্ভব হয়েছে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে হচ্ছে স্থানীয় আইনানুগ সংস্থা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, সীমিত স্বায়ত্বশাসন। সীমিত স্বায়ত্বশাসন এই অর্থে যে, স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় বা অঙ্গ রাত্ত্রীয় সরকার কর্তৃক আইনানুগ অনুমোদনের মাধ্যমে কোন কোন স্বশাসিত ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করেছে। স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে কেবলমাত্র স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সেবা সম্প্রসারণ আর এই সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে কর আদায় করার ক্ষমতা।

স্থানীয় সরকারের কিছু মূলনীতি রয়েছে। এ সমস্ত মূলনীতির আলোকে স্থানীয় সরকারের যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত : কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ভার লাঘব করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত : স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও এ লক্ষ্যে উক্ত এলাকা থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা এর উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত : স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা এর লক্ষ্য।

চতুর্থত : স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পঞ্চমত : স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাকে সহজ করে তা দ্রুততার সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।

সর্বোপরি, স্থানীয় সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এসব মূলনীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে স্থানীয় সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা। বিকেন্দ্রীকরণের পূর্বশর্তই হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করা।

বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের তাত্ত্বিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হল।

সংবিধানিক কাঠামো : স্থানীয় সরকারের ভিত্তি (সৃষ্টি, বাতিল, সংস্কার পরিবর্তন প্রভৃতি) হবে সংবিধান সম্মতভাবে : এখানে রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রধান্য পাবে। যেমন সংসদ সদস্যদের অহেতুক হস্তক্ষেপ।

নির্বাচন : জনগণের সরাসরি ভোটে পরিষদ নির্বাচিত হবে। ফলে স্থানীয় সরকার জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এখানে মনোনয়ন দানের বিধান থাকলে দলীয় প্রভাব পড়তে বাধ্য।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা : স্থানীয় সরকারের মেরুদণ্ড হল আর্থিক স্বচ্ছলতা। এজন্য স্থানীয় সরকারকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করতে হবে যেন নিজেরা নিজেদের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। যেমন লীজ প্রদান, সঠিকভাবে কর আদায়, অপচয় রোধ প্রভৃতি।

আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে না পারলে স্থানীয় সরকার পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ভোগ করতে পারবে না। কেননা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হলে সরকার অর্থ সরবরাহের সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ করার ও চেষ্টা করবে। এরূপ পরিস্থিতিতে জনকল্যাণকর কাজের অগ্রগতি সাধন করে ও উপযুক্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে অধিক কর প্রাপ্তিসহ বেসরকারী উদ্যোগে অনুদান, স্বৈচ্ছাশ্রম প্রভৃতি সাহায্য পাওয়া সম্ভব।

কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মপরিধি : স্থানীয় বা অ-স্থানীয় স্থায়ী স্টাফ ছাড়া স্থানীয় সরকার কোন ক্রমেই সৃষ্টিভাবে চলতে পারে না। জনপ্রতিনিধিগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় স্থানীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে। রাজনীতির প্রভাব মুক্ত হয়ে স্থানীয় সমস্যাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিলে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেন।

স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কর্মপরিধি ব্যাপক। একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) বাধ্যতামূলক ও (২) ঐচ্ছিক। বাধ্যতামূলক কাজ আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট। পাশাপাশি, ঐচ্ছিক কাজের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধিগণ জনগণের পারিবারিক বিরোধ থেকে শুরু করে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের উন্নয়নসহ প্রায় সকল বিষয়েই ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে তা যেন অবশ্যই জাতীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ : স্থানীয় সরকার যেহেতু সার্বভৌম রাষ্ট্র নয় সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ভাবে এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অনেক সময় সমগ্র দেশের স্তরসমূহের মধ্যে (সু-সামঞ্জস্য) বিধানে ও ধরনের প্রভাব বা কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রয়োজন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। যথা- (১) পার্লামেন্ট বা আইনসভা (২) প্রশাসনিক ও (৩) বিচার বিভাগীয়।

আইন সভা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস বৃদ্ধি, এমনকি কোন স্তর বাতিল পর্যন্ত করতে পারে।

প্রশাসনকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে সরকার স্থানীয় সরকারের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সর্বোপরি বিচার বিভাগ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যকার বিরোধ আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করতে পারে যা অনেক ক্ষেত্রে জরুরী বলে প্রতীয়মান হয়।

সর্বশেষে বলা যায়, জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে; তবে তা হবে অবশ্যই যথাসম্ভব কম ও অরাজনৈতিক। স্থানীয় সরকারকে জনকল্যাণমুখী, অধিক ফলপ্রসূ ও সর্বোপরি গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করার স্বার্থে জাতীয় স্বার্থের পাশাপাশি স্থানীয় স্বার্থকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে দলীয় লেজুরবৃত্তি ও প্রতিষ্ঠানের ধবংশ ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট।

স্থানীয় সরকার তত্ত্ব : স্থানীয় সরকার তত্ত্ব বলতে বুঝায় এর উদ্ভব, গঠন কাঠামো, বিকাশ, সম্প্রসারণ, কেন্দ্রের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয় নিয়ে যে তত্ত্ব আলোচনা পর্যালোচনা করা হয় তা-ই স্থানীয় সরকার।^{৩০}

স্থানীয় সরকার সম্পর্কে চার ধরনের তত্ত্বের ধারণা পাওয়া যায়। এ তত্ত্বগুলো হল :

১. উদার নৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব
২. অর্থনৈতিক তত্ত্ব
৩. মৌলিক কাঠামোগত এলিট তত্ত্ব
৪. মার্ক্সীয় তত্ত্ব

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব : স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে জনগণের সেবা প্রদানের উপযুক্ত করার জন্য উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব অধিকতর উত্তম। ইহা দুইটি ধারায় বিভক্ত।

- ১) জাতীয় গণতন্ত্রের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উত্তম।

২) স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিবেচিত বিষয় তিনটি।

ক) রাজনৈতিক শিক্ষা

খ) নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ

গ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

রাজনৈতিক শিক্ষা : স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি চর্চার ফলে নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় যা জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রকে সুসংহত হতে সাহায্য করবে।

নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির একটি মূল্যবান প্রশিক্ষণাগার হিসেবে অভিহিত করা যায়। সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা হয় যা জাতীয় রাজনীতি জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর একথা অনস্বীকার্য যে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলী সঠিকভাবে অর্জন করা সম্ভব।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : মূলত জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক শিক্ষা ও নেতৃত্বের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব। ২) স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন। ক) সাম্য। খ) স্বাধীনতা। ও গ) দায়িত্বশীলতা।

সাম্য ও স্বাধীনতার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ ভোট প্রদান, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন, নীতি নির্ধারণ ও বাক স্বাধীনতার মত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যা স্থানীয় জনগণের সাথে সরকারের সু-সম্পর্ক সৃষ্টি করে; ফলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে গঠে।

দায়িত্বশীলতা : স্থানীয় সরকার যেহেতু জনগণের নিকটবর্তী সে কারণে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে অনেকটাই বাধ্য।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব : এ তত্ত্ব অনুযায়ী জনগণের প্রদেয় কর এবং এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক বিচারের উপর নির্ভরশীল। এ তত্ত্বে জনগণের রাজনৈতিক চাহিদাগুলো অন্যান্য চাহিদার মত সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু রাজনীতিতে চাহিদা সনাক্ত করা খুব কঠিন। কারণ নাগরিকদের চাহিদার সাথে মূল্যের সংশ্লিষ্টতা থাকেনা। একারণে স্থানীয় সরকার ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভোগের চেয়ে যা নাগরিকগণ যৌথভাবে ভোগ করে সে সকল পণ্য ও সেবা নিশ্চিত করার দিকে গুরুত্ব আরোপ করে।

র্যাডিক্যাল এলিট তত্ত্ব :

এ তত্ত্বের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন রাষ্ট্রীয় ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একই সঙ্গে তা কেন্দ্রীকরণের দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার কিভাবে কাজ করে এ বিষয়ে তাত্ত্বিকগণের মধ্যে তিনটি পরস্পর বিরোধী অবতারণা করেছেন। এগুলো হলো-

প্রথমত : দ্বৈতনী ও মডেল অনুযায়ী স্থানীয় সরকার মূলত বহুধাভিত্তিক। এক : জাতীয় এলিটরা বিকেন্দ্রীকরণের স্বপ্ন দেখিয়ে সেই গোপন রাজনৈতিক সূত্রের সন্ধান পান, যার দরুন রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকারকে সুরক্ষিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

দ্বিতীয় : এ জাতীয় এলিটগণ

- স্থানীয় নীতি নির্ধারকগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এলিটদের সহায়তা করে।
- স্থানীয় এলিটগণ জাতীয় এলিটদের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত থাকেন যার দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিয়ন্ত্রণের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়। সরকারি ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রতিদানে নেটওয়ার্ক জাতীয় এলিটগণ রাষ্ট্রীয় তহবিল এমনভাবে বিতরণের চেষ্টা করেন যাতে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় এলিটগণ তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করতে পারেন।
- তৃতীয়ত : টেকনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্থানীয় সরকার রাজনৈতিক শ্রম বিভাগের দক্ষ হাতিয়ার যা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বিভাজনে সহায়তা করে। এর দ্বারা শাসক এলিটদের কাছে অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্থানান্তরে সাহায্য করে।

মার্কসীয় তত্ত্ব :

মার্কসের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বে স্থানীয় সরকার নিয়ে তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। তার সব আগ্রহ মূলত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ে। তবে পুঁজিবাদী বিশ্বে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলো উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিষয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। নিচে তা আলোচিত হলো :

- ক) কাঠামোগত ধারণা : এ ধারণা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা মূলত স্থানীয় রাষ্ট্রের ন্যায় কাজ করে যা পুঁজি বাদী ব্যবস্থার শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।
- খ) দ্বৈত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় র্যাংকিং প্রথা চালু রয়েছে। দুটি ব্যবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই সামাজিক ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মার্কসীয় দ্বৈত রাষ্ট্রের ধারণার জাতীয় রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজিত থাকে। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্যক্রম গুলো কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে।
- গ) দ্বৈত ভূমিকার ধারণা : মার্কসীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো বিভাজিত। এতে স্থানীয় রাষ্ট্র অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

স্থানীয় সরকার উপরোক্ত ৪টি তত্ত্বছাড়াও জাতিসংঘ স্থানীয় সরকার সম্পর্কে বিশ্ব চার্টারে সাবসিডিয়ারী তত্ত্ব প্রদান করে। আইনি কাঠামো হচ্ছে- এ তত্ত্বের মূলভিত্তি। সাবসিডিয়ারী তত্ত্বের মূল কথা হলো- সর্বাধিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও সম্পদ জনগণের সবচেয়ে নিকটে সরকারের কাছে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা, মালিকানা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

যেসব সমস্যা সবচেয়ে নিম্নস্তরের সেগুলো জনগণের সবচেয়ে কাছে সরকারের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা করা উচিত। যেসব সমস্যা নিম্নস্তরে সমাধান সম্ভব নয় কেবলমাত্র সেসব সমস্যা সমাধানের দায়িত্বই ক্রমাগতভাবে উচ্চস্তরের সরকারের ওপর ন্যস্ত হতে পারে।

স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য :

গণতন্ত্রের চর্চা ও বিকাশ এবং এর উত্তোরণের জন্য স্থানীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ করতে হবে, বিভিন্ন সমস্যা

সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি কাজে জনগণের উৎসাহ বজায় রাখত হবে এবং সেটি সম্ভব জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেটি প্রয়োজন সেটি হল জনগণের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হয়ত দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অনেক সময় ধীরগতিতে এগিয়ে চলে কিন্তু যেকোন সরকার ব্যবস্থা থেকে এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা। এটিই পৃথিবী ব্যাপী প্রমাণিত ও গৃহীত হয়েছে। নিচের এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

স্থানীয় সরকার রাজনৈতিক শিক্ষার কেন্দ্র :

ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবনার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে প্রশাসনিক সংস্কার বা অগ্রগতি অর্জন নয়; বরং স্থানীয় সরকার যে কোন সরকার পদ্ধতি অপেক্ষা ভাল ও শিক্ষামূলক এবং এ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা স্থানীয় জনসমষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

স্থানীয় সরকার স্বাধীনতা ও সাম্যের মূল চেতনাকে উত্তরণ করে :

বিশিষ্ট দার্শনিক দ্যা তক ভেল বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানিক জনসমাগম অনেকাংশে একটি স্বাধীন দেশের শক্তি বৃদ্ধি করে।^{৩১} স্থানীয় সরকার জনগণের অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলির পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জনগণকে শিক্ষা দেয় সরকারকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং সরকারের সুযোগ-সুবিধা কিভাবে অর্জন করা যায়। একটি জাতি স্বাধীন সরকার গঠন করতে পারে কিন্তু পৌর বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকার গণতন্ত্রের উত্তরণ করে। কেননা এ সরকারের মাধ্যমেই কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে অর্পন করা হয়ে থাকে।

স্থানীয় সমস্যার কার্যকর সমাধান :

স্থানীয় সরকার স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ভালভাবে পরিচিত সে জন্য এই সরকার স্থানীয় পর্যায়ে কি ধরনের সমাধান সম্ভব সে ব্যাপারেও মতামত প্রদান করতে পারে। স্থানীয় জনগনই তাদের সমস্যা কি এবং কোথায় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে এবং তা স্থানীয় সমস্যা, স্থানীয় পরিস্থিতি, জনগণের প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্খার ভিত্তিতে সমাধান করা উচিত। স্থানীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে সরকারকে স্থানীয় পর্যায়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কেননা স্থানীয় সমস্যা ও সম্পদ সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ-ই ঘনিষ্ঠভাবে অবহিত কাজেই তারাই ভাল বুঝতে পারেন। এ দুয়ের সমন্বয় করেই কিভাবে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা যায়-এ প্রসঙ্গে লাক্সির মতামত প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, “আমরা গণতান্ত্রিক সরকারের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করতে পারবনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা স্বীকার করি সকল সমস্যা কেন্দ্রীয় সমস্যা নয় এবং যেখানে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং যাদের উপর এই সমস্যার প্রতিক্রিয়া পড়ছে তাদের এই সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।^{৩২} এখানেই রয়েছে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব। সেজন্যই এল.জে. সার্প, স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।^{৩৩}

৩১. D. Tocqueville: Democracy in America, New york: Harper & Raw Publishers, 1966. Vol.1

৩২. H. Laski: A Grammar of Ploitics, London: George Allen & Unwil Ltd., 1963

৩৩. L. J. Sharp: Theories of Local Government, In L.D Feldman (ed.) Politics and Government of Urban Canada, Methuen, London, 1981

স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝা বা চাপ হ্রাস করে :

স্থানীয় সরকার জাতীয় সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বোঝা লাঘব করে। ফেসলার উল্লেখ করেন যে, দেশের সামগ্রিক অঞ্চলের জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি জাতীয় সরকার এবং দেশের সামগ্রিক অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য আমাদের প্রয়োজন এতগুচ্ছ আঞ্চলিক সরকার।^{৩৪}

এছাড়া, আমাদের প্রয়োজন একগুচ্ছ পৌর সরকার যার অতি নিকটে লোকজন বসবাস করে এবং তাদের সমাজবদ্ধ জীবনকে কেন্দ্র করে অভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সরকারের নিকট অর্পিত কাজের বিভাগীকরণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ হালকা করে দেয়। অন্যথায়, কেন্দ্রীয় সরকার অদক্ষ ও অযোগ্য হয়ে পড়বে। স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিতকরণ, জনগণের উদ্যোগ, অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি নেতৃত্ব বিকাশে স্থানীয় সরকার একান্ত প্রয়োজন।

স্থানীয় সরকার কর্মকাণ্ড ও নীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণার :

স্থানীয় সরকার হচ্ছে একটি সামাজিক গবেষণাগার। এখানে সরকার প্রশাসন কাঠামো অথবা যে কোন আর্থ-সামাজিক নীতি ক্ষুদ্র পরিসরে বাস্তবায়ন করে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে পারে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ রাখার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, নিজস্ব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান বের করতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যে সব সমাধান অসফল বা অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হয় সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কেননা স্থানীয় নতুন প্রকল্প ও আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার নিমিত্তে তারা তাদের কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এটাই স্থানীয় শাসনের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।

স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় আমলাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত :

স্থানীয় সরকার নাগরিকদের নূন্যতম স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামোগত সুবিধা এবং কল্যাণমুখী সেবা প্রদান করে। এ সুবিধাদি প্রদান ছাড়াও একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনগণের উপর যাতে আমলাদের প্রাধান্য বিস্তার না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। স্থানীয় সরকারের অবর্তমানে সরকারের সকল কর্মকাণ্ড সরকারী কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হয় ও তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। সবসময় জনগণের প্রতি এক ধরনের প্রভূত্ব বড়জোর এক অভিভাবকত্ব মনোভাব ও আচরন পোষন করেন। একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- আমলারা যাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারেন এবং জনগণের উপর শাসন করার ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন না করে তার একটি বিকল্প ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার। স্থানীয় সরকার ই আমলাদের মধ্যে প্রবেশধাকির লাভ করতে পারে এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে প্রশাসন কে সেবামুখী করে তুলতে পারে।

৩৪. J. W. Fesler: Approaches to the Understanding of decentralization: In Journal of Politics, Vol. 27

স্থানীয় সরকার হল মিতব্যয়ী সরকার :

যে কোন সরকার তার নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয়। স্থানীয় সরকার সাধারণ স্থানীয় সম্পদ বা আদায়কৃত ট্যাক্সের মাধ্যমেই তাদের পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় সংকুলান করার চেষ্টা করে। স্থানীয় সম্পদের দিকে খেয়াল রেখেই তারা কম ব্যয় সাপেক্ষ পরিকল্পনা ও অন্যান্য কর্মকান্ড গ্রহণ করে। 'অপচয় রোধ' এবং 'অর্থ-সাশ্রয়' নীতি অবলম্বনের মাধ্যমেই তারা তাদের আর্থিক বাজেট তৈরী করে থাকে। স্থানীয় সরকার যেহেতু তাদের অর্থের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে সুতরাং তাদের ব্যয় তাদের সম্পদের মধ্যেই সীমিত রাখে।

মূলত : স্থানীয় সরকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই একটি আদর্শ নমুনা। স্থানীয় জনগনকে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে, মতবিনিময় করে এবং সকলে মিলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সেদিক থেকে স্থানীয় সরকার হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রশিক্ষণাগার ও দুর্গ। স্থানীয় সরকার হচ্ছে সামগ্রিক সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্থানীয় সরকার ব্যতীত সরকারের কোন চাপ্কল্য ও সজীবতা স্থানীয় জনগণের মধ্যে সমঝোতা বজায় রেখে একে অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করতে শিক্ষা দেয়। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ধারণাই বস্তুত স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বহন করে। জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় স্থানীয় সরকার থেকে শুরু হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন যে, সরকারী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জনকার্য সম্পাদন সম্পর্কে একদিকে যেমন জ্ঞান অর্জন করা যায় অপরদিকে তেমনি দায়িত্বশীলতা ও স্থানীয় নেতৃত্ব অর্জন করা যায়। গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে স্থানীয় সরকারের মূল্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি। স্থানীয় সরকার গঠন প্রক্রিয়া জনগনকে সচেতন করে তোলে, তাদের ভোট প্রদানের জন্য সংঘবদ্ধ করে, জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশার এবং সমস্যা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে জনার সুযোগ করে দেয়। জাতীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় সরকারই নিবিড়ভাবে জনগণের সান্নিধ্যে আসে এবং সমস্যা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে।

লর্ড ব্রাইস তার বিখ্যাত গ্রন্থ Modern Democracies-তে স্থানীয় সরকারকে গণতন্ত্রের চর্চা ও সফলতার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণাগার বলে উল্লেখ করেছেন।^{৩৫}

উপরোক্ত আলোচনার পর স্থানীয় সরকারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়।

১. জনগণ-স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটায়।
২. স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা সহজেই নিশ্চিত হয়। ফলে স্থানীয় প্রয়োজন ও সেবা অধিকার ও সুষ্ঠু ও কার্যকর হয়।
৩. স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ের সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য সংরক্ষণের ফলে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দৃঢ় ও সমৃদ্ধ হয়।

৩৫. Lord Brice: Modern democracy (London: 1915), Vol. 7

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

প্রশাসনের সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণ, সম্পদের কার্যকরী ব্যবহার এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষতিকর প্রভাব লাঘব করার জন্য বর্তমান বিশ্বে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কমিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্ব বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ধারাকে তৃণমূল পর্যায় থেকে সুসংহতকরণ ও রাষ্ট্রের সকল সেবা, সহায়তা সরবরাহ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ করতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অপরিহার্য।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকমাত্রায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে সরকারী কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত।

মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন আমল থেকেই স্থানীয় সরকারের ধারণাটি প্রচলিত।

এ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার :

প্রাচীন বাংলায় তিন ধরনের স্থানীয় সরকার বা শাসন প্রচলিত ছিল।

প্রথমত, স্থানীয় সরকার ছিল এক ধরনের প্রশাসন সংগঠন, সেখানে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতামালী ছিল সেখানে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্তরূপে কাজ করতো।

তৃতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতা চলতো। ধারণা করা হয় যে, বড় বড় রাজ্যগুলির আবির্ভাবের পর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার স্থানীয় সরকার দেশ শাসনের মূল ভিত্তি রূপে প্রবর্তিত ছিল। বৈদিক যুগের বহুপূর্ব হতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ অব্দ পর্যন্ত গ্রাম পরিষদ নামে অভিহিত ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। “সভা”, “রাজ্য সভা” নামে পরিচিত গ্রাম পরিষদ কিছু কমিটির মাধ্যমে গ্রাম শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতো এমন তথ্য বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা এবং নির্বাচনের পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

এ ধরনের ‘সভা’ সামাজিক মিলন কেন্দ্র এবং গ্রাম প্রশাসনের পরিষদ, দুটো ভূমিকাই পালন করতো। এ সভার সদস্যরা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা, ঘরোয়া খেলাধুলা (দাবা, পাশা ইত্যাদি) এবং একই সময় গ্রাম প্রশাসনের কাজ সমাধা করতো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্বায়ত্ত্ব-শাসিত গ্রাম প্রশাসন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মৌর্যযুগে এবং মৌর্যপূর্ব যুগে (খ্রীষ্ট পূর্ব ৩২৪-১৮৩ অব্দ) গ্রামের বিশিষ্ট পরিবারের প্রবীণদের দ্বারা একটি পরিষদ গঠন করা হতো। তবে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সঠিক রূপ অজানা

রয়ে গেছে। মহাহানগড়ের শিলালিপি থেকে বাংলাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তার খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-৫০০ অব্দে ঘটে ছিল বলে জানা যায়।

গুপ্তশাসনকালে (৩২০-৫৩৫) খৃঃ) নগর ও গ্রাম পর্যায়ে উভয়ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে দেশ শাসন করা হত। গুপ্ত আমলে বাংলার প্রশাসন বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল যথা 'ভুক্তি', বিষয়, মন্ডল, বীথি ও গ্রাম। ও পর্যায়েগুলো যথাক্রমে বর্তমানের 'বিভাগ' জেলা, মহকুমা, উপজেলা ও গ্রামের সংগে তুলনীয়।^{৩৬}

গুপ্তযুগের স্থানীয় পরিষদের মাধ্যমে 'পুস্তপাল' নামে দলিল রক্ষকের নিকট জমি ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সমাধা করা হত। 'পুস্তপাল' কর্তৃক যথাযথ নিরীক্ষার পর জমি ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমোদন দেয়া হত। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ দলিল পত্রে 'মহত্তর' নামের কর্মকর্তার উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায় যে, পরবর্তী সময় 'মহত্তর' শব্দটি সম্মানিত ব্যক্তির সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া 'অন্তকুলাধিকরণ', গ্রামীণ এবং কুটুম্বিন নামক কর্মকর্তাদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ভুক্তির প্রশাসককে উপরিক বা উপরিক মহারাজা বলা হতো। 'বিষয়' প্রশাসক ছিলেন 'কুমারামাত্য অথবা 'বিষয়পতি'। প্রত্যেক পর্যায়ে একটি করে প্রশাসনিক পরিষদ ছিল।

কিভাবে এসব স্থানীয় পরিষদগুলো গঠিত হতো সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, পরিষদের সব সদস্য গণসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হতেন। তবে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আবার অনেকে মনে করেন সদস্যরা রাজা কর্তৃক অথবা প্রদেশ বা বিভাগে তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীত হতেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব দক্ষিণাঞ্চল কিছু সংখ্যক স্বাধীন রাজাদের শাসনাধীন ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, এসব রাজারা প্রচলিত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ রদবদল করে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

পাল শাসনের অভ্যুদয়ের সময় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় বাংলাদেশে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পালরাজার প্রায় ৪০০ বছর এদেশে রাজত্ব করেন। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, পালশাসনের সময় আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা হয়েছিল। 'ভুক্তি', বিষয়, মন্ডল ও পাটক এর উল্লেখ ঐতিহাসিক বিবরণীতে পাওয়া যায়।^{৩৭} কোথাও 'উপরিক' মহাকুমারজাতা 'বিষয়পতি' 'গ্রামপতি' ব্রাহ্মণ, কুসুম্বিন প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় মন্ত্রী ও সচিব পদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি পদ উত্তরাধিকার সূত্রে সম্ভবত চালু থাকতো। 'রাজন' 'রাজনক' 'সামন্ত' 'মহাসামন্ত' প্রভৃতি উপাধিও পাল শাসনকালে প্রবর্তিত ছিল।

৩৬. M Anisuzzaman (1982) Public Administration in Bangladesh (In Bengali Centre for social studies, Dhaka.

৩৭. P.N Chopper, Puri, B,N and Das M.N (1975) A social cultural and Economic History of India, New Delhi Macmillan Company Ltd. Vol-1

পালরাজাদের পরে বাংলায় সেন বংশীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেনরাও স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা পূর্বের মত অক্ষুণ্ণ রাখেন। সেন আমলে ভুক্তির সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়নি। সেন বংশীয় রাজারা তুর্কী সামরিক অভিযানকারী দলের হাতে বিতাড়িত হন। এ অঞ্চলে দিল্লীর কর্তৃত্ব অবশ্য কার্যকর ছিল না। প্রায়ই বাংলায় বিভিন্ন এলাকার শাসকরা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতেন। এসময় দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। ১৩৪২ সনে লখনৌর গৌড় সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়ান শাহ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং নতুন রাষ্ট্রের বাংলাহ নামটি বিশ্বের সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে। বাংলায় তার সময় থেকে ২০০ বৎসরের স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব শুরু হয়।

তাদের শাসনমলে স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য উৎসাহ দেয়া হত। এমনকি, এসময় তারা এদেশীয় নারীদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের শাসনমলে প্রশাসনিক এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য 'ইকলিম' 'আরস' 'শহর', 'কসবা' এবং খিন্ডা ইত্যাদি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়; যা যথাক্রমে বিভাগ, জেলা, নগর এবং দুর্গের সমার্থক ছিল।^{৩৮} এছাড়া, প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'উজির', 'সর-ই-লক্ষর', 'কোতোয়াল' এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারী নিয়োগ করেন।

প্রাচীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

প্রাচীনকালের কছু শিলাপিপি ও বৈদিক সাহিত্যের হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় সেসময় গ্রাম প্রশাসনের কার্যক্রম গ্রামিক অথবা গ্রামপাল নামক গ্রাম্য মোড়ল দ্বারা পরিচালিত হতো। এই পদটি সাধারণত : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবর্তিত হতো এবং তা একটি নিয়মিত প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচালিত থাকতো। গ্রাম্য মোড়ল এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গ্রাম পরিষদ ছিল। গ্রামের সকল জমিজমার মালিক ছিল এ পরিষদ। এর খাজনা আদায় করার ক্ষমতা ছিল, সেই সাথে অনাদায়ী কৃষকের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা ও রাখতো। তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা রক্ষা, অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান, রাজস্ব আদায়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তদরকিহ, চিকিৎসার ব্যবস্থা, ঋণদান কর্মসূচি, বিবাদ নিষ্পত্তি এবং মরদেহ সৎকার ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতো। গ্রাম সরকার এই কাজগুলো মোটামুটি কেন্দ্রীয় সরকারের নূন্যতম নিয়ন্ত্রণে থেকে একটি স্বায়ত্তশাসিত একক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে করতো। নিজ এলাকার শিক্ষা, ধর্ম ও গ্রামবাসীদের নৈতিক চরিত্র উন্নয়নে ভূমিকা রাখতো। গ্রাম্যমেলা প্রদর্শনী ও বিভিন্ন সময় উৎসবের ব্যবস্থা ও করতো। এ ধরনের ব্যাপক কার্যাবলী পরিচালিত হতো বলেই বিদেশি পর্যটকগণ গ্রাম পরিষদকে “ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র” নামে অভিহিত করেছিলেন।

৩৮. B.M. Morrison. (1970): Political centres and cultural regions in Early Bengal, Tucson, University of Arizona Press.

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

প্রাচীন ও মধ্যযুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে গ্রামগুলো নিজের উদ্যোগে পণ্য উৎপাদন ও প্রশাসন ব্যবস্থার স্বনির্ভর ছিল তারা রাজস্ব আদা কখনো কখনো নগদ টাকায় আবার কখনো পণ্যের মাধ্যমে আদায় করা হতো। গ্রামের পুকুর কাটা, সেচ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, খাল খনন এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সংস্কার কার্য সম্পন্ন করতো।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে তুর্কী সুলতান ও মুঘল শাসকগণ নাগরিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন বলে নগর প্রশাসনের উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ প্রেক্ষিতে নগর পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করেন এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে কতোয়ালের দপ্তর স্থাপন করা হয়। সাধারণত সম্রাট কতোয়ালদের নিয়োগ দান করতো। শহরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল কতোয়ালদের উপর। তারা এ কাজে অস্বারোহী নিয়োগ করতে পারতো। এভাবে নগরের সকল ক্ষেত্র কতোয়াল নিয়ন্ত্রণ করতো। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট রেজিস্টার্ড বুকে লিপিবদ্ধ করতো। এছাড়া কবরস্থান কসাইখানা, ঝাড়ুদার, প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করতো। হাট বাজারে ওজন ও মাপ যাচাই ও মূল্য তত্ত্বাবধান করাও কতোয়ালের দায়িত্ব ছিল। তিনি স্থানীয় কর, রাজস্ব ও পরিবহন শুল্ক আরোপ ও আদায় করার ক্ষমতা রাখতো। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মুঘল শাসকগণ দিল্লীতে শাসন শুরু করে। তারা বাঙ্গালাকে কয়েকটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সুবাদার নিয়োগ করেন। মুঘলশাসনামলে গ্রাম প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রেরণ করা। গ্রামীণ হিসাবরক্ষক শস্য ও রাজস্বের হিসাব রাখতেন। রাজস্ব আদায়ে বিলম্ব হলে গ্রাম প্রধানকে জবাবদিহি করতে হতো। গ্রামে বিনোদনের ব্যবস্থা, মেলা, প্রদর্শনী ও উৎসবের আয়োজন করতো। গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাও পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব ছিল। কোন কোন পণ্ডিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সংস্থা ছিল বলে মনে করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রাম-ই ছিল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মৌলিক ইউনিট। কিছু সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা ছাড়া স্থানীয় সরকার। সেন্সময় তেমন বড় ব্যবস্থায় ধরনের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।^{৩৯}

বৃটিশ আমলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতকে মোঘল শাসনের অবসানের পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমন ঘটে। তারা পূর্বে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা খর্ব করে ১৭৯৩ সালে জমিদারী ব্যবস্থা চালু করে যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত ছিল। জমিদারগণ শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করতো। জমিদারগণ গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায় করতো।

৩৯. হেলেনা খান : বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও রাজনীতি, আনন্দ প্রকাশন-২০১১

১৮৭৫ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে সরাসরি এদেশে বৃটিশদের শাসন শুরু হয়। তখন থেকেই মূলত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয় তবে তা অনেকটা ইংল্যান্ডের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আলোকে। যে কারণে বৃটিশ প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এদেশে খুব একটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তবে পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এদেশের বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় সরকার আইন সংস্কার করা হয়।

নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :-

১৮৭০ সালের গ্রাম চৌকিদারী আইন :

এ আইন বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সূচনা করে।^{৪০} কিন্তু গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত বিধি-বিধানের সাথে কম সাযুজ্যপূর্ণ কারণে এর কিছু সীাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ পঞ্চায়েতের মনোনয়ন দানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এ কাজ সম্পাদিত হয়েছে তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে। ফলে অনেক সময় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।
২. সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। কোন ব্যক্তি এ সদস্যপদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হত। তাছাড়া, সময়মত স্থানীয় কর আদায়ে ব্যর্থ হলে পঞ্চায়েতদের শাস্তি ভোগ করতে হত।
৩. পঞ্চায়েতগণ চৌকিদারদের নিয়োগ করতে পারতেন কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তার অনুমোদিত কোন কর্মকর্তাই শুধু তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন। ফলে চৌকিদারগণ অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে চায়নি এবং এ কারণে কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠেনি।
৪. চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাঠাগার প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজ সমন্ধে কিছু উল্লেখ না থাকায় এ ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে যায়।

এছাড়া, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধিকতর হস্তক্ষেপের কারণে জনগণ এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে; ফলে ১৮৭০ সালের চৌকিদারী আইন সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ লক্ষ্যে ১৮৮২ সালে জেমস মানরো এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন যথাযথ পর্যবেক্ষণের পর উল্লেখ করে ১৮৭০ সালের চৌকিদারী আইনের মূল ধারণা ছিল- প্রশাসনিক সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; জনসাধারণের কল্যাণ নয়।

পরবর্তীতে ১৮৮২ সালের ১৮ মার্চ লর্ড রিপন কতগুলো সংস্কার আইনের প্রস্তাব করেন বা পরবর্তীকালে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়।^{৪১}

৪০. Maniruzzaman “Local government at the Thana Level” Dhaka-1981.

৪১. C.E Bucklan; Bengal under the lieutenant governors (calcutta: Kedar Nath Bose Latd. 1902), Vol, II Page-805

১৮৮২ সালে স্থানীয় শাসন প্রস্তাবের কতগুলো মূলনীতি ছিল। সেগুলো হলো :

১. মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ন্যায় স্থানীয় বোর্ড চালু করা হবে। যেমন : মহকুমা বোর্ড, তহশীল বোর্ড।
২. স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে সরকারী কর্মকর্তাদের চেয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রাধান্য দিতে হবে।
৩. দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অবশ্যই বেসরকারী হবে। উন্নত এলাকায় কিংবা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে বোর্ডের সদস্য হবেন।

এ প্রস্তাব মূলত দ্বি-স্তরবিশিষ্ট ছিল যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার পদ্ধতি, কিছু সংখ্যক ইংরেজ গভর্নরদের অসহযোগিতার কারণে ১৮৮২ সালের প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারেনি। অবশেষে ১৮৮৫ সালে লর্ড রিপনের প্রস্তাব কিছুটা সংশোধিত আকারে 'বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন ১৮৮৫' পাস হয়; যা বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাকে প্রসারিত করে।

বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন ১৮৮৫

এ আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারে তিনটি স্তর করা হয়। যেমন- (১) ইউনিয়ন কমিটি (২) লোকাল বোর্ড ও (৩) জেলা বোর্ড। তবে সাঁওতাল পরগণা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিংভূম এলাকাগুলোকে এ প্রস্তাবনার বাইরে রাখা হয়।

ইউনিয়ন কমিটি

স্বায়ত্বশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল ইউনিয়ন কমিটি। কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, রাস্তা ঘাট ইত্যাদি এর এখতিয়ারভুক্ত ছিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৫ জন এবং উর্ধ্বে ৯ জন। এরা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামবাসীদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। নির্বাচন না হলে মনোনয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হত।

পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে ইউনিয়ন কমিটি বাস্তবে কার্যকর হতে পারেনি। তাছাড়া, জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে ইউনিয়ন কমিটি এর অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করতে পারতো না।

লোকাল বোর্ড :

১৮৮৫ সালে সর্বপ্রথম লোকাল বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মহকুমা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের গোড়াপত্তন হয়; তবে লোকাল বোর্ডের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। এর সদস্য সংখ্যা সরকার নির্ধারন করে দিতেন। বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন।

বোর্ড সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। আর্থিক ও কর্তৃত্বগত দিক থেকে লোকাল বোর্ডের কোন স্বাধীনত ছিলনা বললেই চলে। জেলা তদন্ত রিপোর্ট সন্তোষজনক হলেই কেবল সরকারী কোষাগার থেকে অর্থপ্রাপ্তি ঘটত।

জেলা বোর্ড :

জেলা বোর্ডের সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলী ছিল চেয়ারম্যান হিসেবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। কলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তা আদৌ গনতান্ত্রিক ছিলোনা। সকল ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। প্রকৃতপক্ষে, জেলা বোর্ড ছিল জেলা প্রশাসনের ক্ষুদ্র একটি বিভাগ মাত্র। তথাপি, জেলা বোর্ড তার বহুমুখী কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নিজস্ব তহবিল গঠন করতে পারত। আয়ের অন্যতম উৎস ছিল রেট ও সেস যা জনসাধারণের উপর ধার্য করা হতো। তাছাড়া, বাজেট প্রণয়নের পর জেলা বোর্ড স্থানীয় সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য লাভ করত।

১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন আইনে গ্রাম এলাকার উন্নতি বিধানে যে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল তা বিভিন্ন কারণে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়নি। তথাপি, এ আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় লর্ড রিপনই এদেশের স্থানীয় শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।^{৪২} পরবর্তীতে ভারত সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে ১৯০৭ সালের কমিশন ও ১৯১৩ সালে লিডিং কমিটি অন্যতম। এ কমিশন ১৯০৯ সালের তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টেও আমলাদের প্রাধান্য থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়নি।

১৯১৮ সালের মন্টেগু-চেম্পসফোর্ড রিপোর্টে স্থানীয় সংস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলার সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশ অনুসারে স্বায়ত্ত্বশাসনের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এসব কিছুর উপর ভিত্তি করে ১৯১৮ সালের ২৪ এপ্রিল স্যার সুরেন প্রসূন সিনহা বাংলার আইনসভায় একটি বিল উত্থাপন করে। বিলটির উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল দেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসনের সম্প্রসারণ করা। বিলটিতে ১৮৭০ সালের গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এবং ১৮৮৫ সালের ইউনিয়ন কমিটি এ দুটি সংস্থাকে ভেঙ্গে একটি নতুন স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকার গঠনের পরিকল্পনা দেয়া হয়। নতুন ইউনিটের নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন বোর্ড। ১৯১৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মি. হেনরী হুইলার বিলটি সিলেক্ট কমিটির নিকট পেশ করেন। আলোচনাকালে জনাব এ. কে. ফজলুল হক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে জেলা বোর্ডের উপর নিয়ন্ত্রণভার অর্পণের জন্য বক্তব্য রাখেন যাতে সরকারী আমলাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করতে সক্ষম হয়। বিলটির উপর সামান্য আলোচনা ও সমালোচনা পর ঐ বছরই 'গ্রাম স্বায়ত্ত্বশাসন আইন ১৯১৯' পাশ হয়।

এ আইন অনুযায়ী দ্বি-স্তর বিশিষ্ট গ্রাম স্বায়ত্ত্বশাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

১। ইউনিয়ন বোর্ড ও

২। জেলা বোর্ড

গ্রাম স্বায়ত্ত্বশাসন আইন (১৯১৯) ইউনিয়ন বোর্ড)

৪২. Najmul Abedin ; Local Administration and Politics Modernizing societies Bangladesh and Pakistan (Dacca : NIPA, 1973), Page-42

১৯১৯ সালের গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতিত দেশের সকল জেলার জন্য কার্যকর ছিল।^{৪০} আইনের দ্বারা দুই স্তরবিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। যথা ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন একক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণত গড়ে ১০টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ইউনিয়নের গড় আয়তন ছিল ১০ থেকে ১৫ মাইলের মধ্যে এবং গড় জনসংখ্যা ছিল ১০ হাজার। আইনের ধারা অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৬ এবং উর্ধ্বপক্ষে ৯ জন।^{৪১} তবে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ইউনিয়ন বোর্ড সমূহে সদস্য সংখ্যা ছিল ৯ জন।^{৪২} নয় জনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জেলা-ম্যজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং এতে সংখ্যালদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত।^{৪৩}

বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য সমগ্র ইউনিয়নকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। তখন গোপন ভোটের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে প্রার্থী বসে থাকতেন এবং ভোটারগণ তাদের সমানে ভোট প্রদান করত। ফলে স্থানীয় জমিদার বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সামনে ভোটদাতা ইচ্ছা থাকলেও অন্য ব্যক্তিকে ভোট দিতে পারতনা। যার ফলে জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিই অধিকাংশ পদ দখল করতেন। অথাপি পূর্বের ইউনিয়ন কমিটির তুলনায় ১৯১৯ সালের আইনের মাধ্যমে যে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয় তা অনেকাংশে জনকল্যাণকর ছিল। জনসাধারণ অধিক অগ্রহসহ বোর্ড কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় দ্রুতগতিতে বোর্ডের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকতা টাউন হলে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানদের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্যা এবং কিভাবে তা সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সে অনুসারে ১৯১৯ সালের আইনের পরিবর্তনের জন্য ১৯৩৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আইন সভায় ১৯১৯ সালের আইনের সংশোধনী গৃহীত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

বিধি মোতাবেক সর্বপ্রথম নির্বাচন ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য প্রতি ইউনিয়নকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। এতে নির্বাচন ব্যবস্থাকে সহজ এবং অধিকাংশ ব্যক্তি যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। তবে তখন মহিলাদের ভোট দানের অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

৪০. Administration of Bengal under the Earl of Ronald shay (1917-1922) (Calcutta : Bengal secretariat Press, 1922), Page-69

৪১. The Bengal village self government act (The Act V of 1919) Alipore : Bengal Government Press, 1937), section 6(1)

৪২. MA Chowhury; Rural government in East Pakistan (Dacca: Juthi Ghar Ltd. 1969), Page-9

৪৩. Village self Govt, Act 1919 Ibid, Sec. 6(3)

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের কাঠামোগত তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্রিটিশ শাসন থেকে চলে আসা ধারাই অব্যাহত ছিল।

পাকিস্তানে স্থানীয় শাসন :

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল ইকবাল মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পাকিস্তানের জনগণের মানসিকতা পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্রের উপযোগী নয়। এখানে তিনি নিচ থেকে উপরে, স্তর ভিত্তিক পরোক্ষ বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রযোজ্য বলে মনে করেন। যেখানে উপরি স্তরে স্বৈরতন্ত্র একে নিম্নস্তরে জনপ্রতি নিধিত্বশীল সরকার থাকবে যা মৌলিক গণতন্ত্র বলে পরিচিত ছিল।

১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ঘোষণা করা হয়। নতুন ধরনের সৃজনশীল সরকার ব্যবস্থাটি ৫ স্তরবিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির ছিল। স্তরগুলো হলো (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (২) থানা কাউন্সিল (৩) জেলা (৪) বিভাগীয় ও (৫) প্রাদেশিক কাউন্সিল। তবে শেষোক্ত স্তরটি ১৯৬২ সালের সংবিধানে বাতিল করা হয়। তার স্থলে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠন করা হয়। ছোট ছোট শহরে টাউন কমিটি এবং বড় শহরগুলোতে পৌরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ কাঠামোয় ইউনিয়ন কাউন্সিল গ্রামাঞ্চলে এবং টাউন কমিটি শহর এলাকার সর্বনিম্নস্তর হিসেবে গঠিত হয়। উভয় এলাকার সর্বনিম্নস্তরটি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতো।

এর উপরের স্তরগুলো পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হতো। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাটি বুনিয়াদি গণতন্ত্র নামে ও পরিচিত ছিল। এ ব্যবস্থাবধানে পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হয়। এ নির্বাচকমন্ডলী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করতো।^{৪৭}

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার

১৯৭২ সনে বন্ধবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যর্তনের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য সচেষ্ট হন। ১৯৭২ সালের ৭নং রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী প্রচলিত সব স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা বাতিল ঘোষিত হয়। এ আদেশ ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়। আদেশের মর্ম ছিল নিম্নরূপ :

প্রথমত, স্থানীয় সরকারের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল হয় ও নির্বাচনী সংস্থা হিসেবে তার যে দায়িত্ব ছিল তা বাতিল করা হয়।

দ্বিতীয়ত : ওই ব্যবস্থায় সৃষ্ট থানা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল বাতিল বলে ঘোষিত হয়।

৪৭. Basic Democracies Order, 1959, Act 155

তৃতীয়ত : জেলা কাউন্সিল, ইউনিয়ন কাউন্সিল ও পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রশাসকদের অব্যাহতি দেয়া হয় এবং ওইসব প্রতিষ্ঠানকে অস্থায়ীভাবে পরিচালনার জন্য নতুনভাবে সদস্য ও চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়।

চতুর্থত : সংস্থাগুলোর নতুন নামকরণ করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত। টাউন কমিটি হয় শহর কমিটি। জেলা কাউন্সিল হয় জেলা বোর্ড ও পৌরসভা হয় নগর পঞ্চায়েত।

নতুনভাবে স্থানীয় সংস্থাগুলোকে সংগঠন করার পূর্বেই পুনরায় রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী অদ্য বাতিলকৃত থানা কাউন্সিলকে পুনরায় বহাল করা হয় থানা উন্নয়ন কমিটি রূপে।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ও শহর পঞ্চায়েত বিধিবিধান কিছুটা রদবদল করা হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান প্রণীত হলে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়। জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়ে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা চূড়ান্তভাবে চালু হয়। ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ রাষ্ট্রপতির আরেকটি আদেশে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতগুলো ইউনিয়ন পরিষদরূপে, শহর পঞ্চায়েতগুলো পৌরসভারূপে চিহ্নিত হয়। এ আদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় নিবাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয় ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। এ আদেশে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়।

প্রথমত : ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানসহ সব সদস্য ও কর্মশালার নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয়ত : নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় নির্বাচন কমিশনের ওপর। ১৯৭৫ সালের শেষদিকে দেশে সাময়িক আইন প্রশাসন সংগঠিত হলে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে আরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এসব পরিবর্তনের ভিত্তি ছিল সাময়িক সরকার কর্তৃক জারিকৃত দুটি অধ্যাদেশ। একটি ছিল প্রামাণ্যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের জন্য আর অন্যটি ছিল পৌর এলাকার জন্য।

এ অধ্যাদেশ দুটিতে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভা সংগঠনের বিস্তারিত নিয়ম কানুন সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আর যথার্থই এগুলো সংগঠনের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

সরকার ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা ও পৌরসভাগুলোর সংগঠন ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে নতুন সূত্র সংযোজন করা হয়। জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ১৯৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এরশাদ সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের রূপরেখার বৈশ্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রধান সাময়িক আইন প্রশাসক ১৯৮২ সালের ২৩ অক্টোবর এক নির্দেশের

মাধ্যমে থানা প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস করেন এবং থানা প্রশাসনকে উন্নীত করে থানাকে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। ১৯৮৩ সালে উন্নীত থানাকে উপজেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর ফলে দেশে ৬৪টি জেলা ও ৪৬০টি উপজেলার সৃষ্টি হয়।

সরকার ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলীরও কিছু পরিবর্তন সূচিত করেন।

১৯৮৩ সালে গৃহীত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধন আইন অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে ইউনিয়ন পরিষদ। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট ৯ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়নের সব ভোটারের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। অন্য কথায়, ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হবে ১২ সদস্য এবং একজন চেয়ারম্যান সমন্বয়ে। ১৯৮৩ সালে এরশাদ সরকার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৩ বছর করলেও রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদ ১৯৮৪ সালে ২৫ অক্টোবর ঢাকায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এক সম্মেলনে পরিষদের কার্যকাল পুনরায় ৫ বছরের করার কথা ঘোষণা করেন এবং পরবর্তীতে সরকারিভাবে অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

কিছুটা সংশোধন পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন প্রায় একই রকম ছিল।

হাজারজনতা ও রাজনৈতিক দলের চাপের মুখে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে এরশাদ সরকারের পতন হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সরকার নিরপেক্ষতা রক্ষা ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্তে বহুবিধ আইন বাতিল করেন। সে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলিক সংগঠন পল্লী পরিষদ গঠনের জন্য সংসদ যে আইন প্রণয়ন করে, রাষ্ট্রপতি তা স্থগিত করেন। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারণা সমাবেশ, নির্বাচনী ইশতেহার সবখানেই নিম্নতম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠনের কথা বলে। তন্মধ্যে বিএনপি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত গ্রাম সরকার গঠনের কথা বলে। প্রাক্তন গ্রাম সরকার প্রধানগণ রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেন এবং গ্রাম সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান। ১৯৯১ সালের নভেম্বরে বিএনপি সরকার পূর্ববর্তী উপজেলা বাতিল ঘোষণা করে এবং সে সঙ্গে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন ১৯৯১ গঠন করেন। সে কমিশন ৮ মাস কাজ করে যে রিপোর্ট চূড়ান্ত করেন তাতে প্রতিটি গ্রামে একটি গ্রামসভা গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৯৯২ সালের ১২ অক্টোবর মন্ত্রিসভার বৈঠকে অধিকাংশ মন্ত্রী মত প্রকাশ করেন, গ্রামসভা গঠন করা হলে গ্রামে দলাদলি হবে। পরিবর্তে কমিশনের সুপারিশের আলোকে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের ১৪ মার্চ

তারিখে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে নিকাবের বৈঠকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যকে সভাপতি করে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। শিক্ষক, মহিলা সমাজকর্মী ও কৃষকদের মধ্য থেকে কমিটির জন্য সদস্য নেয়া হবে। কমিটি গণস্বাক্ষরতা, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং গ্রামের ছোট খাট সমস্যা চিহ্নিত করবে।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে উপজেলা বাতিল করে তদস্থলে থানাকে পুনর্বহাল করা হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

বিএমটি সরকারের আমলে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা :

১। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার

ক) ইউনিয়ন পরিষদ

খ) থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি

২। নগর স্থানীয় সরকার

ক) সিটি কর্পোরেশন

খ) পৌরসভা

শেখ হাসিনার শাসনামল (১৯৯৬-২০০১)

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার সরকার উপজেলা ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা নির্ণয় এবং স্থানীয় সরকার সংস্কারের নিমিত্তে অ্যাডভোকেট রহমত আলীর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন এবং ১৯৯৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর এ কমিশন যেসব সংস্কার সাধন করে তা নিচে আলোচনা করা হলো :-

ক) গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ

খ) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ

গ) উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ

ঘ) জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এবং শহর ও নগরে যথাক্রমে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।

খালেদা জিয়ার শাসনামল (২০০২-২০০৬)

বিএনপি সরকারের শাসনামলে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় তা হলো গ্রাম সরকার ব্যবস্থার পুনর্গঠন। তবে এ সময়ে স্থানীয় সরকার নিয়ে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও নানাবিধ জটিলতার কারণে পুরোপুরি সফলতা পায়নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার : এ সরকারের সময়ে গ্রাম সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। এজন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে গ্রাম সরকার রহিতকরণ অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুমোদন করেছে।

শেখ হাসিনার শাসনামল (২০০৯-বর্তমান) : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুমোদিত 'গ্রাম সরকার

রহিতকরণ অধ্যাদেশ ২০০৮' এ সরকারের সময়ও অনুমোদিত ও কার্যকরী থাকে। ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনটি স্তর বিদ্যমান।

ক) ইউনিয়ন পরিষদ

খ) উপজেলা পরিষদ

গ) জেলা পরিষদ

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায়, এ অঞ্চলে প্রাক-ব্রিটিশ পর্যায় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্থানীয় সরকার কাঠামোতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংস্কার করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গৃহীত বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপ নানা কারণে সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়নি। বিশেষত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পরিকল্পনার অভাব এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। তবে ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে উপজেলা নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে; যা স্থানীয় সরকার কাঠামো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। তথাপি, লক্ষ্য রাখতে হবে যে সংসদ সদস্যের অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ শক্তিশালী উপজেলা পরিষদ বাস্তবায়নের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যায়) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন পরিশিষ্টে সংযোজন করা হল :

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থানীয় সরকারের কাঠামো

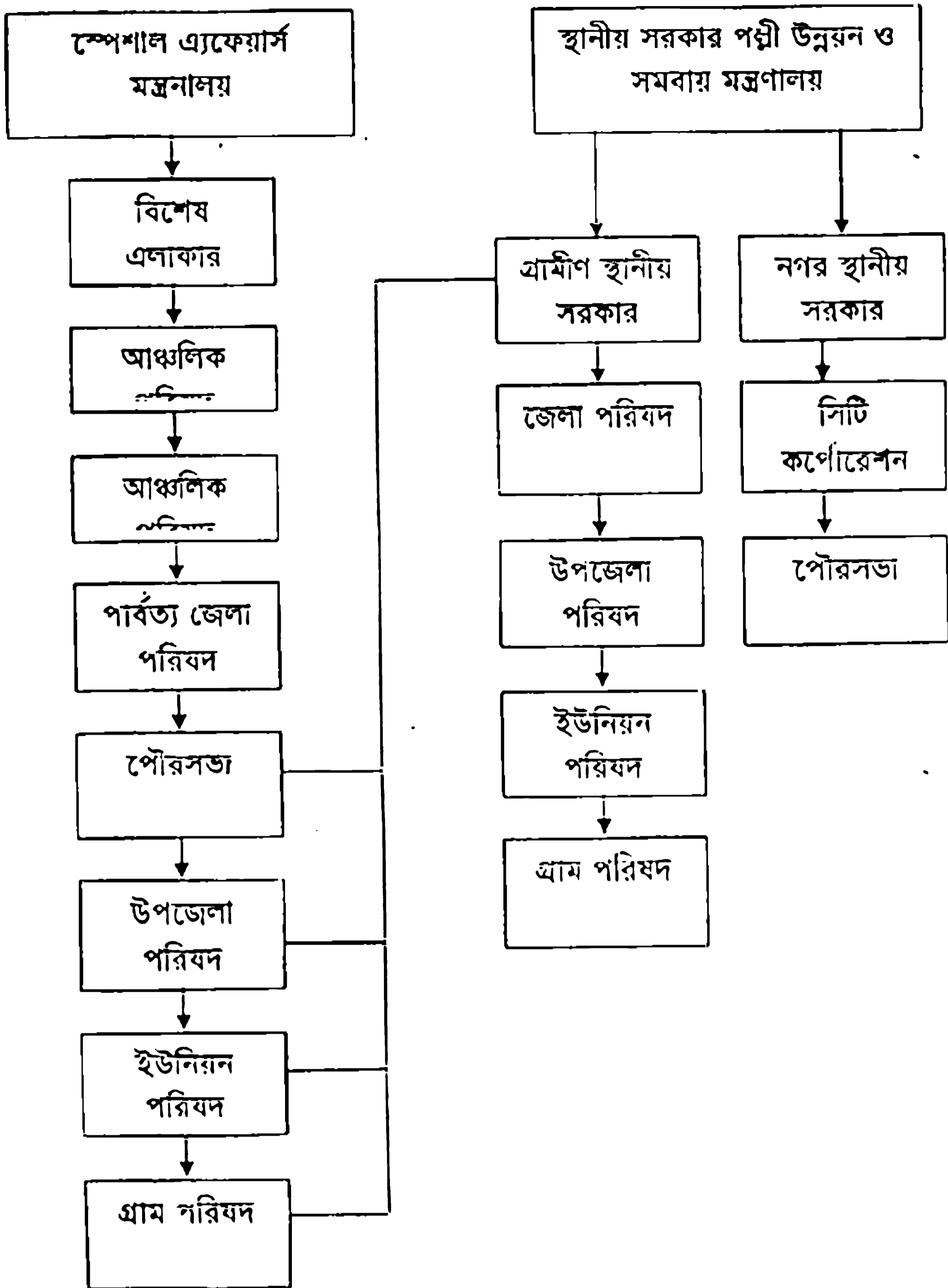
কাঠামো :

বাংলাদেশে দুই ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। যথা গ্রামাভিত্তিক এবং শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার। গ্রাম ভিত্তিক স্থানীয় সরকার তিনটি। যথা :- গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ।

শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার দুই ধরনের। যথা : সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা। রাজধানী এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে যে স্থানীয় সরকার বিদ্যমান সেগুলোকে বলা হয় সিটি কর্পোরেশন। অন্যদিকে বিভিন্ন জেলা শহর ও ছোট ছোট শহরগুলোতে যে স্থানীয় সরকার দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে পৌরসভা। স্থানীয় সরকারের ইতিহাস থেকে দেখা যায় নগর স্থানীয় সরকারের স্তর স্থিতিশীল থাকলেও গ্রামীণ সরকারের স্তর কখনো তিন স্তর, আবার কখনো চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকারের বিধান রাখা হয়।

বর্তমান স্থানীয় সরকার কাঠামোতে গ্রাম পরিষদের বিধান রহিত করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার কাঠামো নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখতে পারি :



স্থানীয় সরকার কাঠামোর বৈশিষ্ট্য : স্থানীয় সরকার কেবল স্থানীয় উন্নয়নেই কাজ করে না; জাতীয় বা কেন্দ্রীয় প্রশাসনকেও সঠিক উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে। এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- ১) এর আইনগত ভিত্তি থাকবে।
- ২) নিজস্ব স্টাফ থাকবে : যারা স্থায়ী দায়িত্ব পালন করবে।
- ৩) অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে।
- ৪) জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ থাকবে ও।
- ৫) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পারম্পরিক সহযোগিতামূলক।

স্থানীয় সরকার ও কাঠামোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণ স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ-

- ১) প্রশাসন ও উন্নয়নে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- ২) প্রত্যক্ষ ভোটার মাধ্যমে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ।
- ৩) স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- ৪) স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা।
- ৫) উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট এলাকা হতে সম্পদ আহরণ করা।
- ৬) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনগণের কাছে জবাবদিহি রাখার ব্যবস্থা করা।

স্থানীয় সরকারের এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে একটা 'বডি' গঠন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ; যেমন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। সেখানে জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়েত এ গ্রাম পঞ্চায়েত ও চার স্তরের স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদে লোকসভা ও রাজ্য সভার সদস্যরাও সদস্য। তবে স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেয়ায় এসব সংগঠনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেখানে স্থানীয় সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ শিল্পোন্নয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠাগুলোকে কার্যকর করা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় কর্তৃত্ব ও উদ্যোগকে সহায়তা করা ইত্যাদি কাজ করে থাকে।^{৪৮}

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার স্তরগুলোর মধ্যে শুধু ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৭৬ সালে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন অর্ডিন্যান্স বলে জেলা কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রস্তাবিত জেলা কাউন্সিল জেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্য, সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য এবং সংরক্ষিত মনোনীত মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। ১৯৮৭ সালে জেলা পরিষদ গঠন সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়। এতে জেলা প্রশাসকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তার অধীনে অফিস-হিসেবে ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত জেলা পরিষদের কাজ পরিচালিত হয়। বর্তমানে প্রত্যেকে জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি উপমন্ত্রী পদমর্যাদার অধিকারী।^{৪৯}

৪৮. Kamal, Siddiqui; Local government in South Asia; UPL, Dhaka. 1994

৪৯. এমাজউদ্দীন আহমদ: বাংলাদেশে লোকপ্রশাসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

স্থানীয় শাসনের সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থানীয় সরকারের স্তর সম্পর্কে এখনও কোন মতৈক্য পৌঁছাতে পারেননি। স্থানীয় স্তর বাংলাদেশে ব্যক্তি বা দলীয় শাসনামলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কর্ম-পরিধি বাড়তে পারে। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল শাসক গোষ্ঠীর একমত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে স্থানীয় সরকার শুধু পরিবর্তিত রূপের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দুটি পর্যায়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাঠামো লক্ষ্য করে এসেছি ইউনিয়ন ও জেলা। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই জেলা পরিষদকে কেবলমাত্র একটি কাণ্ডজে প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। জেলা পরিষদের বাস্তব অবয়ব এখনও অনিশ্চিতের মধ্যে বাধা পড়ে আছে। কেউ কেউ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন গ্রাম স্থানীয় সরকারের একক হতে পারে না যেহেতু এটি প্রশাসনিক একক নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, স্থানীয় সরকার কেবলমাত্র প্রশাসনিক এককে জনগনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। “গ্রাম পরিষদ” গঠন সাংবিধানিক বাধা হতে পারে না।^{৫০}

বাংলাদেশ একটি সংসদীয় সরকার এবং সংসদ এটিকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় শাসনের এককে পরিণত করতে পারে। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কালে যে বিষয়টি লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে, কেবল মাত্র সরকারি দলের একক গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোন আইন রচিত না করে বিরোধী দলের মতামতসহ আইন প্রণয়ন করার বাঞ্ছনীয়। অন্যতায় বিরোধী দল ক্ষমতায় এসে এরূপ প্রতিষ্ঠানকে রদবদল করা জন্য তৎপর হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি স্থানীয় সরকারের কাঠামো নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের যে কর্ম-তালিকার উল্লেখ রয়েছে তা খুব দীর্ঘও সম্পদের তুলনায় আশ্রাসঙ্গিক এবং স্বভাবতই অকার্যকর। হুদা কমিশন উল্লেখ করেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদে সরকারী মজুরি ছিল মোট ব্যয়ের মাত্র ৩৫%।

৫০. Kamal Siddiqui. : Local government in Bangladesh; UPL 2008

অথচ এর প্রশাসনিক খরচ ছিল ৬০% থেকে ৭০%। অধিকন্তু, ইউনিয়নে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল আশাতীতাভাবে কম। ফলে এই সংস্থাকে সব সময়ই সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর হতে হয়। জাতীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর শীলতার আর একটি কারণ হল ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দ জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে রাজস্ব আদায়ে কোন কঠোর মনোভাব বা কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনিহা প্রকাশ করেন। ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের সংকট অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে রহমত আলী কমিশন অবশ্য উৎস বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইউপি কর্তৃপক্ষ যদি পূর্ববৎ অবস্থা বহাল রাখে তা হলে এই উৎস বৃদ্ধি কোন কাজে আসবে না। এ ধরনের প্রবণতা যদি কর্তৃপক্ষের মধ্যে চলতেই থাকে তা হলে এর বিকল্প হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং আদায়কৃত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকেই স্থানীয় সরকারের নিকট অনুদান হিসাবে বরাদ্দ করতে হবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যদি তহবিল প্রদান করে তাহলে অর্থসংক্রান্ত জবাব দিহিতা আদায় করার দায়িত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা, আদেশ নির্দেশ ও নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে।

স্থানীয় সরকারের আর একটি সমস্যা হল স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কোন জনবল নেই। সেদিক থেকে স্থানীয় সরকারের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল তৈরী করা। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের যে সংজ্ঞা রয়েছে সেই সংজ্ঞা একটি পূর্ণাঙ্গ জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন ভাবেই সহায়ক নয়। সে কারনেই কেন্দ্রীয় প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের উপর স্থানীয় সরকারকে নির্ভর করতে হচ্ছে। রহমত আলী কমিশন স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে। এই কমিশন স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার জন্য জন্য প্রয়োজনীয় জনরলের সংখ্যা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগের সুপারিশ রেখেছে। স্থানীয় সরকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সরকারকে সকল পর্যায়ে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে এবং এক পর্যায়ে থেকে অন্য পর্যায়ে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। সংক্ষেপে কারণ গুলো নিম্নরূপ :

স্থানীয় সরকারের কাজের পরিধি : বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় সরকারের কাজের পরিধি বহুমাত্রিক। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে 'বিকেন্দ্রীকরণ' ও 'ক্ষমতা হস্তান্তর' শব্দ দুটির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারকে বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায় এদেশে স্থানীয় সরকারের বিরূপ অবস্থা বিরাজমান। বিকেন্দ্রীকরণ শব্দটি শুধুমাত্র অধস্তন কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু কাজের হস্তান্তরকেই বুঝায়। ক্ষমতা হস্তান্তর সেখানে হয় না। এ ব্যবস্থায় জাতীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ধারণ করে কিছু নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব অধস্তন কর্মচারীর নিকট অর্পণ করে। ক্ষমতা হস্তান্তর বলতে বুঝায়, আইনানুগ ক্ষমতার উৎস সম্বলিত একটা ব্যবস্থা, যা রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি

ব্যতিরেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোন নির্দিষ্ট বা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমান উপজেলা পরিষদের কাজের পরিধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য (কার্যবিধি) এখানে অনেকটাই অনুপস্থিত। এগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের extended arm বা বর্ধিত হস্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।^{৫১}

স্থানীয় সরকারের কর্মচারী ব্যবস্থাপনা :

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলীর জন্য পৃথক স্থানীয় পরিষদ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় জাতীয় সরকারের চাকুরীর সদস্যগণকে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। এখানে স্থানীয় সরকারের কর্মচারী ব্যবস্থাপনার মূল ত্রুটি হচ্ছে স্থানীয় সরকার জাতীয় সরকারের কর্মচারীরা পরিচালনা করছে।^{৫২} যেমন উপজেলা পরিষদ। এখানে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সরাসরি UNO এর তত্ত্বাবধানে কাজ করে। এছাড়া বাংলাদেশে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আঞ্চলিক বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ কাজ করেন। পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটা বিভাগের সাথে অন্য একটা বিভাগের সুষ্ঠু সমন্বয়, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক। কিন্তু সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্দেশনা না থাকায় সমন্বয় সাধন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়না।

স্থানীয় সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা :

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনে। তথাপি, ১৯৭৬ সালের পূর্বে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী হয়ে। এ অধ্যাদেশ অনুসারে স্থানীয় সংস্থাগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন স্থানীয় তহবিল গঠন, কর এবং কর বহির্ভূত উৎস। এ অধ্যাদেশে প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজস্ব স্থানীয় তহবিল রাখার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, স্থানীয় সরকারের আয়ের উৎস থেকে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় তা দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজ দূরের কথা অনেক সময় দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হয় না। যার ফলশ্রুতিতে একে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয় যা তাদের আর্থিকভাবে সক্ষম প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারেনি।^{৫৩}

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্থানীয় হওয়ার কারণে স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশি ওয়াকিফহাল হন এবং জনগণ তাদের যে কোন সমস্যায় নির্বাচিত মেম্বার বা কাউন্সিলরদেরকে তাদের একান্ত আস্থাভাজন হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়।

৫১. বদিউল আলম মজুমদার : প্রাণ্ড

৫২. Kamal Siddiqui : প্রাণ্ড

৫৩. Kamal Siddiqui : প্রাণ্ড

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাধারণত রাজনৈতিক দল এর প্রার্থীকে সরাসরি মনোনয়ন দেয়া হয় না। কেননা, রাজনৈতিক দল সাধারণত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে কারণে স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় একে নিরুৎসাহিত করা হয়। তথাপি, বর্তমান বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষণীয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের বেহাল অবস্থার আরেকটি কারণ এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ, অতীতের প্রায় সবগুলো স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইনেই এ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর মন্ত্রণালয় এবং সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মকর্তাদেরকে অনেকক্ষেত্রে এগুলোকে নির্দেশ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে কুদরত-ই-এলাহী-পনির বনাম বাংলা [৪৪ ডি এর আর (এডি) (১৯৯২)] মামলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করলেও, এগুলোর ওপর কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের এখনো অবসান ঘটেনি।^{৫৪} ফলে সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন ও সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা নিজেরাই কর্মকর্তাদের খরবদারির আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছেন। পরবর্তীতে কর্মকর্তাদের খবরদারিত্বের সাথে আরো যুক্ত হয়েছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্যদের অযাচিত ও সংবিধান বহির্ভূত হস্তক্ষেপ।

এগুলো ছাড়াও আরো কতগুলো কারণ রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হল-

- ১। ঐতিহাসিক দিক থেকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আমলা তান্ত্রিক অভিভাবকত্ব বা পৃষ্ঠ পোষকতার বিকাশ লাভ করেছে। এগুলোকে সম্পূর্ণ ভাবে জন প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে আমলার বাধা সৃষ্টি করছেন কেননা এতে সাধারণ লোকের ওপর তাদের খবরদারী অনেকাংশে হ্রাস পাবে।
- ২। রাজনৈতিক সদিচ্ছার ও অভাব ঘটছে। অনেক সময় রাজনীতিবিদরা আমলাদের মতোই স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলোকে শক্তিশালী করতে অনিহা প্রকাশ করেছেন। জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিবিদগণ মনে করেন যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী ও ক্ষমতামূল্য হলে তারা তাদের প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জেলা পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা অথবা উপজেলা বা থানার প্রধান কর্মকর্তা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট জনগণ এজন্য জাতীয় পরিষদের সদস্যের চেয়ে তাকেই গুরুত্ব দেবেন কেননা তাদের হাতে সম্পদ রয়েছে।
- ৩। বিকেন্দ্রীকরণ নীতি : বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুযায়ী স্থানীয় ক্ষমতা কতক গুলো বিশেষ ক্ষেত্রে নিজস্ব বিচার বুদ্ধিতে কার্যাদি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। স্থানীয় সরকার গুলো যদিও স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত হয় তবুও তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনস্থ ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্থানীয় সরকারের কর্মচারীগণ স্থানীয়ভাবেই নিযুক্ত হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন হলেও উচ্চতর সিদ্ধান্তের দ্বারা যে কোন সময় তা পরিবর্তিত হয়। ফলে স্থানীয় সরকার সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেনা।

৫৪. বদিউল আলম মজুমদার : প্রাগুক্ত

৪। রাজনীতিবিদদের খ্যাতির মোহ : উন্নয়নশীল দেশ সমূহে স্থানীয় রাজনীতি অপেক্ষা জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা অধিক সম্মানজনক। তাই খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ অথবা শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করে জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তাই দেখা যায় স্থানীয় রাজনীতিতে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য প্রভাব শালী লোকজন অংশ গ্রহণ করে। ফলে স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫। ক্ষমতার বিভাজন জনিত সমস্যা : বিভাজন নীতির উপর ভিত্তি করে প্রশাসন ব্যবস্থাকে কতক গুলো শাখা ও কর্মক্ষেত্রে ভাগ করা হয়। এ বন্টন নীতি অনুযায়ী কিছু কিছু বমতা জাতীয় পর্যায়ে এবং কিছু কিছু ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়। স্থানীয় সরকারের হাতে এমন কতক গুলো ক্ষমতা প্রদান করা হয় যা স্থানীয় সরকার পরিচালনা করতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কার্যাবলির ক্ষেত্রে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম গড়ে উঠেনি।

৬। আর্থিক সমস্যা : স্থানীয় সরকার গুলোর কার্যক্রম দিনদিন বৃদ্ধি পেলেও সংস্থা গুলোর সম্পদ তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। স্থানীয় সরকারগুলো মূলত পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সরবরাহের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় সংস্থাগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করতে হয়। ফলে দু'ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। স্থানীয় সরকার গুলো আর্থিক সংকটে পতিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ গ্রহণ করলে তা পরিশোধ করতে হয়; কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ শর্ত সাপেক্ষে প্রাপ্তি ঘটে। ফলে আর্থিক সমস্যার কারণে স্থানীয় সরকার গুলো সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ করতে পারেনা।

৭। দক্ষ কর্মচারী সমস্যা : স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য দক্ষ কর্মচারী পাওয়া কঠিন। শহুরে জীবন গ্রামের জীবন অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয়। শহুরে জীবন যাত্রার মান, অধিক মর্যাদা, উচ্চ বেতন, পদোন্নতির সুযোগ বেশী। তাই শিক্ষিত ও প্রতিভাবান যুবক ও সরকারী কর্মচারীগণ গ্রামের প্রতি উদাসীন, নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে এবং শহুরে জীবন তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনে চাকুরী করতে আগ্রহী হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ অফিস আদালত শহুরে অবস্থিত। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের তেমন সুযোগ নেই। ফলে দক্ষ কর্মচারীর মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়।

৮। শিল্পায়ণ ও শহুরায়ণ : দ্রুত শিল্পায়ণ ও শহুরায়ণ ব্যবস্থা শুধু নিম্ন শ্রেণীকে আকর্ষণ করে না, বরং শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিবর্গকেও আকর্ষণ করে। ফলে গ্রামে রাজনীতি সচেতন প্রতিভাবান লোকের দারুণ অভাব।

৯। আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সমস্যা : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যক্রম দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন ক্রম বর্ধমান বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, বড় বড় বিভাগ তদারক ও পর্যবেক্ষণের সমস্যা, স্থানীয় সংস্থার হিসাবরক্ষান ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের

সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০। জনগণের অংশ গ্রহণের সমস্যা : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় সরকার কাঠামোতে জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণ। অনেক সময় এটি প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রভাব ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ফলে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ সীমিত হয়ে আসে।

১১। সমন্বয়ের অভাব : কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের জন্য অভাবে এ দুয়ের মধ্যে একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয় যা প্রকল্প অন্তরায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাতে সুষ্ঠু তাদেরকের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাত সৃষ্টি করে।

১২। সুষ্ঠু পরিকল্পনা অভাব : উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে স্থানীয় সরকারের অন্যতম বড় সমস্যা হলো পরিকল্পনার অভাব। সঠিক পরিকল্পনার অভাবে স্থানীয় সরকার কাজিত উন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদানে ব্যর্থ হয়। এছাড়া প্রশাসনের দুর্বলতা, স্থানীয় সরকারের বিপর্যস্ত অর্থনীতি, দুর্বল প্রশাসনযন্ত্র, উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারব্যবস্থার উন্নয়নে পরিপূর্ণ কার্যরেখা প্রদানে ব্যর্থ হয়; যে কারণে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হতে অসমর্থ হয়।

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন

শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকারব্যবস্থা সিটি কর্পোরেশনের অবস্থান সর্বপ্রথম। স্থানীয় সরকারব্যবস্থার গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকেও ইউনিয়ন। উপজেলা অথবা পৌরসভা থেকে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। নিচে সিটি কর্পোরেশনের গঠন ও কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

সিটি কর্পোরেশনের গঠন ও কাঠামো :

ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেটের পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনের উন্নীত করা হয়েছে। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হবে। সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ও কার্য পরিধি উপর তার সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে। সিটি কর্পোরেশনের প্রধানের পদটি মেয়র পদের মর্যাদার ভূষিত হবে। মেয়রের কাজে সহায়তা করার জন্য একজন ডেপুটি মেয়র থাকবেন। শহরের বিভিন্ন সমস্যার সফল সমাধান ও সার্বিক উন্নতির প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশন গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য :

বাংলাদেশের বিভাগীয় শহর তথা মহানগর এলাকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট মহানগরে সিটি কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়েছে। মহানগরে জনজীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনগুলো বৃহত্তর পরিসরে যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, যানবাহন চলাচল, বাজার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি বিধানের মাধ্যমে মহানগর এলাকার নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল জীবন বিধান করবে।

১. জনস্বাস্থ্য রক্ষা : মহানগরে জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশন রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা ও পুকুর এবং ডোবা পরিচ্ছন্ন রাখে। মহানগরীর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে শৌচাগার নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ, ময়লা ও আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ ও আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রক্ষার ব্যবস্থা করে। জনগণের স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপন, মাতৃসদন ও শিশুসদন নির্মাণ ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা

করে।

২. পানি সরবরাহ ও দূষিত পানি নিষ্কাশন : জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, কূপ ও নলকূপ খনন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ড্রেন ও নর্দমা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন নির্মাণ করে।

৩. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ : ভেজালমুক্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, হোটেল রেস্তোঁরায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, পচা ও বাসী খাবার নিষিদ্ধকরণ, মাদকদ্রব্য সেবন রোধ ও প্রতিরোধ, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন এবং মাদকদ্রব্য বিক্রেতাদের আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. জীবজন্তু ও খামার ব্যবস্থাপনা : সিটি কর্পোরেশন মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি সরবরাহের লক্ষ্যে হাঁস-মুরগীর খামার ও গরু-ছাগলের জন্য ডেইরি ফার্ম স্থাপন করে। পশু হাসপাতাল ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, গবাদি পশুর বিক্রি রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক পশু আটক ও হত্যা, মৃত পশু অপসারণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৫. নগর পরিকল্পনা : মহানগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সিটি কর্পোরেশন সুপ্রশস্ত রাস্তাঘাট নির্মাণ, পার্ক, উদ্যান ও মুক্তাগন নির্মাণ করে। রাস্তার পাশে আলোর ব্যবস্থা করে। অভ্যর্থনা গেট নির্মাণ, আকর্ষণীয় প্রাচীর নির্মাণ এবং রাস্তার পাশ বৃক্ষ রোপনের ব্যবস্থা করে।

৬. গৃহ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ : সিটি কর্পোরেশন মহানগরের বাড়িঘর, হাট-বাজার নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করে। বিনা অনুমোদনে নির্মিত বাড়িঘর, দোকান-পাট, হোটেল, রেস্তোঁরা, বাজার ও শিল্পকারখানা ভেঙ্গে দেয়ার ও উচ্ছেদ করার ক্ষমতা কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত।

৭. রাস্তাঘাট ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ : কর্পোরেশন মহানগরীর যাতায়াত সুবিধার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, অবৈধ দখলদার এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. সাহায্য ও পুনর্বাস : বন্যা নিয়ন্ত্রণ, করা, অতিবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার হাত থেকে দুঃস্থ মানুষের রক্ষার ব্যবস্থা করে।

৯. অবকাশ বিনোদন : সিটি কর্পোরেশন পার্ক, উদ্যান, মেলা ও মুক্তাগন নির্মাণের মাধ্যমে জনগণের অবকাশ বিনোদনের ব্যবস্থা করে।

১০. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন : নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার ও লাইব্রেরি স্থাপন, হোস্টেল নির্মাণ ও বৃত্তি প্রদান করে এবং সংস্কৃতি কৃষ্টির উন্নয়নের জন্য তথ্য কেন্দ্র, আর্ট গ্যালারী, যাদুঘর, মিলনায়তন, মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ ও পরিচালনা করে।

১১. পাঠাগার : সিলেট পৌর পাঠাগার ইতিমধ্যে বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। 'ইউসিস লাইব্রেরি' বলে পরিচিত সুরমা নদীর তীরবর্তী মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত পাঠাগারটি সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীনে আসে বেশ ক'বছর আগে। সিটি কর্পোরেশনের হাতে আসার পর পৌরসভা শুধু অতীত ঐতিহ্যই অক্ষুণ্ন রাখেনি-বরং এর উন্নয়নের যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছে। সিলেট পৌরপাঠাগারে অনেক দুঃপ্রাপ্য ও প্রয়োজনীয় বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকা রয়েছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-ছাত্রীদের জন্যে ও পাঠাগার অত্যন্ত সহায়ক বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। এখানে দেশী-বিদেশী অনেক সুন্দর পুস্তকের সমাবেশ ঘটেছে।

১২. জনকল্যাণ সাধন : মহানগরীর দুঃস্থ ও গরীব মানুষের জন্য সাহায্যদান, অনাথ আশ্রম নির্মাণ, ভিক্ষা ও পতিতাবৃত্তি রোধকল্পে পুনর্বাসনকেন্দ্র স্থাপন, আড্ডা, জুয়াখেলা বন্ধ এবং অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া বস্তি এলাকার উন্নয়ন ও বস্তি বাসীদেরও জীবনের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করে।

১৩. কর্পোরেশনের কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধা : কর্পোরেশনের কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধার জন্যে আবাসিক কলোনী নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। কুমারপাড়া, ধোপাদীঘির পার, মির্জাজাঙ্গাল ও কাষ্টঘর পৌরসভার ষ্টাক কোয়ার্টার রয়েছে।

১৪. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা : সন্ত্রাস দমন, চুরি-ডাকাতি রাহাজানি নির্মূল, হাইজ্যাক, ঠকবাজী রোধ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। নিরাপদ জনজীবন রক্ষার স্বার্থে কর্পোরেশন দিনে ও রাতে মহল্লার পাহারাদারের ব্যবস্থা করে।

১৫. বিচার সংক্রান্ত : মহানগরীর শান্তি বজায় রাখার জন্য ছোট-খাট বিচারের মীমাংসা করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত।

১৬. অভ্যর্থনা জ্ঞাপন, সভাপতিত্ব, গণসংযোগ : সিটি কর্পোরেশন বিদেশী গণ্যমান্য মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে এবং নগরীর চাবি উপহার দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সভা-সমিতি, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেয়রকে সভাপতিত্ব করতে হয়। যুবসমাজ ও জনগণকে উৎসাহ ও প্রেরণা দানের জন্য গণসংযোগ রক্ষা করাও মেয়রের দায়িত্ব। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের আরো বহু কল্যাণমূলক কর্মতৎপরতা রয়েছে। গোরস্থান, শ্মশান পরিচালনা, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, ডেজাল খাদ্য প্রতিরোধ, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ পীড়িতদের সাহায্য, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও প্রাচীন সৌধের রক্ষনাবেক্ষন, আলি আমজাদের ঘড়ি রক্ষনাবেক্ষন জাতীয় দিবস ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে থাকে সিলেট সিটি কর্পোরেশন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিলেট পৌরসভার বর্তমান কর্তৃপক্ষ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী ও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীকে সিলেট শহরের চাবি উপহার দিয়ে দুটি অনন্য প্রতিভার যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়েছেন।

এরূপ সিটি কর্পোরেশন বহুমুখী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে মহানগরীর শ্রীবৃদ্ধি, শান্তি রক্ষা ও উন্নয়নমূলক ভূমিকা পালন করে।^{৫৫}

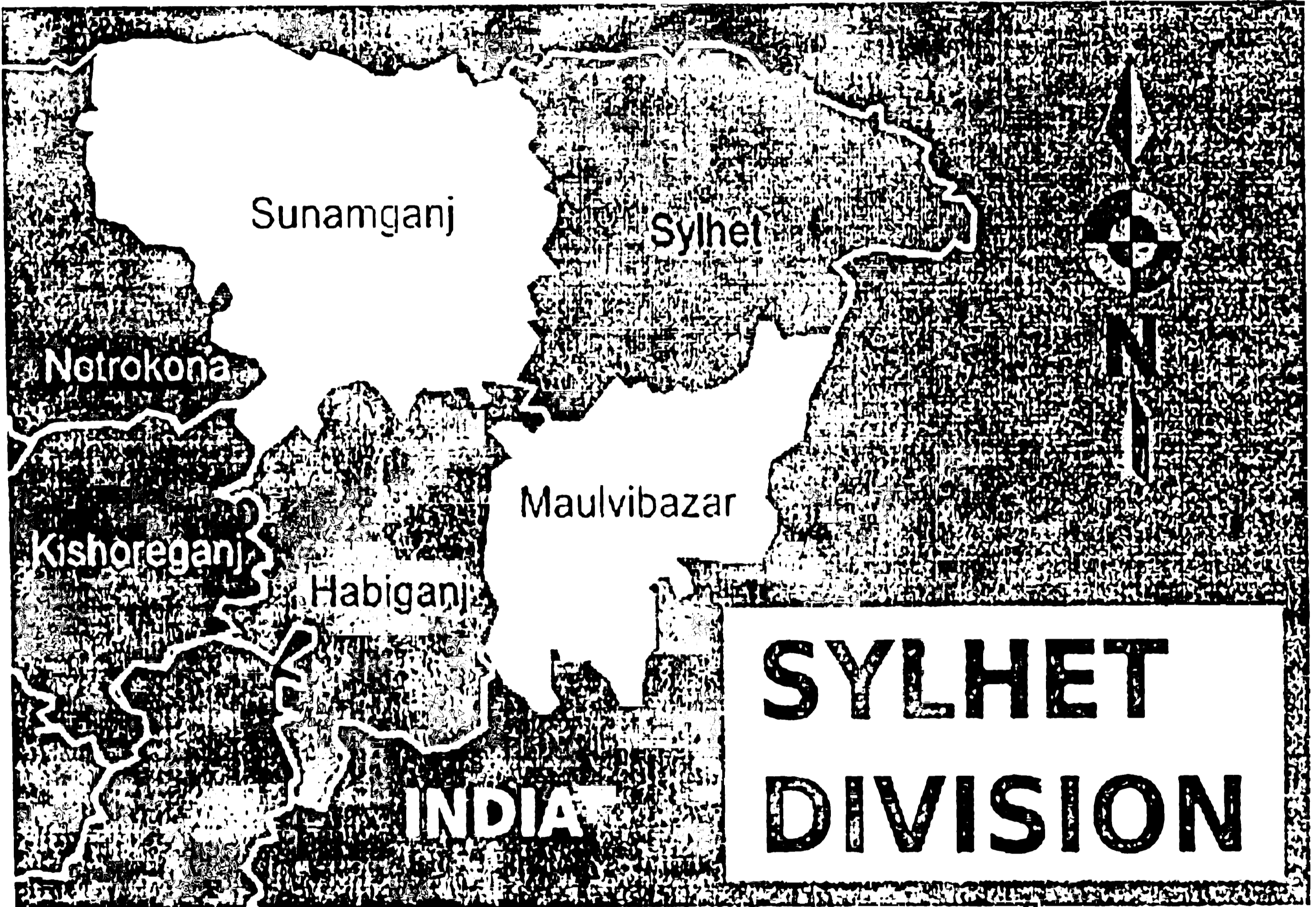
৫৫. ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সংগৃহীত।

সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থানের নাম (যেমন- আখালিয়াঘাট, চালিবন্দর, জলরারপাড়, বন্দরবাজার প্রভৃতি) এর মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়।

সিলেট বিভাগের উত্তরে রয়েছে ভারতের মেঘালয় রাজ্যভুক্ত খাসিয়া জৈন্তাও গারো পাহাড়, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা ও পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলা।

সিলেট নামকরণের ইতিহাস :

ধারণা করা হয় 'শিলাহাট' নাম থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সিলেট শব্দের উৎপত্তি। সিলেটের প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে কাদা-জলের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাটের স্থানে সিলেটে সহজলভ্য পাথর বা শিলা বিছিয়ে দেয়া হয়। হাটের নাম হয় 'শিলাহাট' কালের বিবর্তনে যা সিলেট হিসেবে পরিচিত।^{৫৬}



৫৬. সৈয়দ মোস্তফা কামাল : সিলেট বিভাগের পরিচিতি, রেনেসা পাবলিকেশন, সিলেট, ২০০৪

সিলেট জেলার ইতিহাস ও ভৌগলিক অবস্থান :

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর পরাজয়ের আট বছর পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উরিষ্যার দেওয়ানী সনদ লাভ করে। এ বছরই সিলেট বৃটিশ শাসনের আওতায় আসে যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

১৯৪৭ এর গণভোটের পূর্বে বর্তমান সিলেট বিভাগের মূল সীমানা ছিল ৫৪৪০ বর্গমাইল। বর্তমান আসামের অধীনে ন্যস্ত সাড়ে তিনটি থানা ব্যতিত সিলেটের বর্তমান সীমানা ৪৯১২ বর্গমাইল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর সিলেট তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি জিলা ছিল যা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পরও ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট পর্যন্ত বহাল ছিল।

১৯৮৪ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সময় বৃহত্তর সিলেটের ৪টি মহকুমা সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার ৪টি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে এ চারটি জেলায় সমন্বয়ে সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যা ১৯৯৫ সালের ১ আগষ্ট থেকে কার্যকরী হয়।

সিলেট জেলার ভৌগলিক অবস্থান :

আপাতবিরোধী দুটি ভূ-প্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত সিলেট বিভাগের ভৌগলিক পরিমন্ডল। সিলেট বিভাগের পূর্বাংশ ও দক্ষিণাংশ মোটামোটি পাহাড়ী এলাকা। (সিলেট-মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ) মধ্য ভাগের সমভূমি থেকে শুরু হয়ে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল (সিলেট মৌলভীবাজার হবিগঞ্জের ভাটি অঞ্চল এবং সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলা) ক্রমশ : ঢালু হয়ে বিশাল হাওড়ে পরিণত হয়েছে। উজানের পার্বত্য ও সমভূমির বুক চিড়ে প্রবাহিত সুরমা, কুশিয়ারা, বিবিয়ানা, রত্না, কালনী প্রভৃতি নদী-উপনদী যখন বর্ষাকালের প্রবল বর্ষণে ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল হাওড়সমূহে অথৈ জলরাশি ঢেলে দেয় তখন সিলেট বিভাগের সমগ্র ভাটি অঞ্চলকেই সাগর বা সাগরের মত দেখায়।

ঐতিহাসিকদের ধারণা, সিলেট বিভাগের উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমাংশ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সাগরতলে নিমজ্জিত ছিল। পরবর্তীকালে সাগর ভরাট হয়ে ক্রমশ: এ জনপদে জনবসতি গড়ে ওঠে যা সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থানের নাম (যেমন- আখালিয়াঘাট, চালিবন্দর, জলারপাড়, বন্দাবাজার প্রভৃতি) এর মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়।

সিলেট বিভাগের উত্তরে রয়েছে ভারতের মেঘালয় রাজ্যভুক্ত খাসিয়া জৈন্তা ও গারো পাহাড়, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা ও পশ্চিম ব্রাহ্মণবাড়িয়া নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলা।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বিবর্তন (গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে নগর) :

সিলেট দেশের প্রাচীনতম শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি শহর। রাজনৈতিকভাবে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সীমান্ত শহর হিসেবে সুলতানী আমলে, মুঘল আমলে এবং বৃটিশ আমলের প্রথম ভাগে সিলেট শহর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুলতানী ও মুঘল আমলে সিলেট শহরকে সেনাবাহিনী দিয়ে খুবই সুরক্ষিত রাখা হত বলে সিলেটকে কশবাহ সিলেট বলা হত। বৃটিশ আমলে বার্মার সাথে সীমান্ত যুদ্ধে সিলেট হতে সেনাবাহিনী পরিচালনা করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে উত্তর পূর্বে আসাম এলাকা বিশেষ করে খাসিয়া জৈন্তা অঞ্চল এবং কাছাড় রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সিলেট শহর ছিল কেন্দ্রবিন্দু।

উপরোল্লিখিত কারণে সিলেট শহর সূদূর অতীত হতে পূর্ব বাংলা ও আসামের অন্যতম শহর ছিল। কিন্তু সুখ্যাতি থাকলেও নানা কারণে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সিলেট শহরের উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সূদূর অতীতে রাজন্যবর্গ কর্তৃক নাগরিক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে তেমন কোন পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়না। মুঘল আমলে জনসাধারণের চলাচলের জন্য রাস্তা ও সেতু নির্মাণ এবং জনগণের পানীয় জলপ্রাপ্তি দৈনন্দিন গৃহস্থালী কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে পুকুর দীঘ খনন করা হয় যা হরিপুর, জৈন্তা সড়কের পাশে এখনও বিদ্যমান।

১৯৭৩ সালে কালেক্টর জন উইলিয়ামের সময়ে সিলেট শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৭৫,৩৮২ জন। ১৮১১ সালে শহরের মোট ১০৯৮টি বাড়ির উপর মোট ৯২৬ টাকা ট্যাক্স ধার্য করা হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ও ছিল প্রথম প্রদক্ষেপ।^{৫৭} বাংলার প্রদেশ সমূহে প্রবর্তিত প্রথম মিউনিসিপ্যাল আইন ছিল ১৮৪২ সালের 'দি বেঙ্গল পিপল্‌স এ্যাক্ট' (১০নং আইন ১৮৪২)। এ আইনটি ছিল একটি আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ। তবে এর আগেও অনেক আইন পাস হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, বাংলা প্রদেশে প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮৩১ সালে শহর চৌকিদারের জন্য প্রথম স্থানীয় কর প্রবর্তনের মাধ্যমে।

একই বছরের ১৩নং রেগুলেশন ঢাকা শহরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চৌকিদার নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম বিশেষ কর আরোপের বিধান প্রবর্তন করে। ১৮১৪ সালের ৩নং রেগুলেশন এবং ১৮১৬ সালের ২২নং রেগুলেশন আরো অধিক সংখ্যক শহরের জন্য চৌকিদারের ব্যবস্থা দ্বারা প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে।

পরবর্তীকালে ১৮৩৭ সালের ১৪নং আইনের মাধ্যমে এসব রেগুলেশনকে মার্জিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শহর সমূহকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও মেরামতের জন্য আরোপিত করের একটি অংশ ব্যয়ের আইন করা হয়। যেমন একজন করদাতার সর্বোচ্চ করের পরিমাণ মাসিক ২০০ ধার্য করা হয়। স্থানীয় উন্নয়নের জন্য এটাই ছিল সর্বপ্রথম কর।^{৫৮}

৫৭. মো: হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া : সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা, ১৯৯৮।

৫৮. S.D Khan. Place of municipality in the socio economic structure of pakistan NA Hussain (ed) problems of municipal administration, Dhaka, NIPA 1964.

১৮৪২ সালের আইনে ব্যক্তিমালিকদের ইচ্ছার উপর মিউনিসিপ্যাল সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ থাকায় তা কার্যকরী হয়নি। এ বিশেষ সমস্যাটি নিরসনের জন্য মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৮৫০ পাস হয়। এতে বলা হয় বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল গঠনের উদ্যোগ সরকারী প্রশাসনযন্ত্রই গ্রহণ করবে।^{৫৯}

১৮৫৬ সালে 'টাউন পুলিশ অ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাস হয়। স্থানীয় কর আরোপ, সংশ্লিষ্ট শহরের জন্য পঞ্চায়েত নিয়োগের ব্যবস্থা এই অ্যাক্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করে। বাংলার বেশ কয়েকটি শহরে এ আইন প্রবর্তিত হয়। তবে জেলা মিউনিসিপ্যাল আইন ১৮৬৪ পাস হবার পরই ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বর্ধমান, মেদেনীপুর ও হুগলীতে এসব সংগঠন গড়ে উঠে। এ আইন মিউনিসিপ্যাল কমিটি নিয়োগের মাধ্যমে যে কোন শহর বা উঠতি শহর এলাকার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করে।

১৮৬৮ সালে 'দি ডিসট্রিক্টস টাউন অ্যাক্ট' নামে একটি আইন বেঙ্গল কাউন্সিল পাস হয়। এ আইন ১৮৬৪ সালের আইনের তুলনায় স্বায়ত্ত্ব শাসিত সংস্থা গড়ে তুলার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শহরে ১৮৫৬ সালের টাউন পুলিশ অ্যাক্টের প্রয়োগ রহিত করে তার পরিবর্তে এসব শহরে টাউন কমিটি গঠন করার ক্ষমতা প্রদান করে। এসব টাউন কমিটি সমূহ নির্বাহী সংস্থা ছিলনা। তাদের দায়িত্ব ছিল পরামর্শ দানের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করা এবং এভাবে এসব কমিটির উপর সরকারী প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশি।^{৬০}

ভাইসরয় লর্ড মেয়ার আর্থিক প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল হিসেবে ১৮৭১ সালে বেঙ্গল রোড সেস অ্যাক্ট পাস হয়। ১৮৭১ সালে ৯ ডিসেম্বর বেঙ্গল কাউন্সিলে একটি বিল উত্থাপিত হয়। এ বিলে বিভিন্ন শ্রেণীর মিউনিসিপ্যাল কর আরোপের একটি কঠোর ও সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে করব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব করা হয় যা 'দি মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট (৬নং আইন ১৮৭০)' নামে পরিচিত হয়। এসব মিউনিসিপ্যালিটির জন্য একজন নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানের বিধানও এ আইনে ছিল।^{৬১}

১৮৭৬ সালে প্রবর্তিত মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের মাধ্যমে তখন পর্যন্ত প্রবর্তিত সকল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আরেকটি প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। এ আইনের অধীনে গঠিত মিউনিসিপ্যাল সংস্থাপনসমূহকে ১ম ও ২য় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৫৯. Thinker, Foundation of local self Gov't, In India Pakistan & Burma. London : The Athlone Press. 1954

৬০. Rokeya Rahman Kabeer : Administrative Policy of Govt of Bangla (1870-1890) Dhaka 1966

৬১. সূত্র : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৭৬ সালের ৫নং আইনের অধীনে ১৮৭৮ সালে সিলেট পৌরসভা গঠিত হয়। তখন এ পৌরসভা 'সি' গ্রেড পৌরসভার মর্যাদার অধিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে সিলেট পৌরসভা 'বি' গ্রেড পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে এবং পরবর্তীতে 'এ' গ্রেডে উন্নীত হয়।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন গঠনের ইতিহাস :

পৌরসভা পরিচিতির ইতি ঘটিয়ে ১৪ জুলাই ২০০২ তারিখে সিলেট পৌরসভা পরিচিতি লাভ করেছে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে। বাংলাদেশের পঞ্চম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে সিলেট নগরীর রয়েছে ভিন্ন মর্যাদা।

প্রায় ১২৫ বছর আগে প্রাচীন সিলেট পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন রায় বাহাদুর দুলাল চন্দ্র দেব। ২৮ জুলাই ২০০২ তারিখে সিলেট পৌরসভার সর্বশেষ নির্বাচিত নির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব বদর উদ্দীন আহমদ কামরান নবগঠিত সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের যাত্রা শুরু হয়। সেই সাথে বিলুপ্ত হল ১২৪ বছরের প্রাচীন সিলেট পৌরসভা।

সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী ও আন্দোলনের মুখে ২০০১ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন আওয়ামীলিগ সরকার সিলেট পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং এ সংক্রান্ত গেজেট ও প্রকাশ করে। কিন্তু আইনী জটিলতা ও অন্যান্য কারণে সিলেট সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে প্রায় পনের মাস।

১ অক্টোবর ২০০১ সালে নির্বাচনের পর সিলেট সিটি কর্পোরেশন বিষয়টি আবার আলোচনার উঠে আসে। ১৪ জুলাই ২০০২ তারিখে জাতীয় সংসদে সিলেট সিটি কর্পোরেশন সংশোধী বিল পাস হয়। এ আইন পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ডেপুটি মেয়র, প্রশাসক ও উপপ্রশাসক পদ বিলুপ্ত করা হয়। এর ফলে সিলেট পৌরসভার সর্বশেষ চেয়ারম্যান বদরউদ্দীন আহমদ কামরান ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্ব পান। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে গেজেট প্রাপ্তির পর ২৮ তারিখে জনাব বদর উদ্দীন আহমদ কামরান দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এ পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মার্চ ২০০৩ তারিখে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের রায় নিয়ে গঠিত হয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত পরিষদ। সিলেট পৌরসভার সর্বশেষ চেয়ারম্যান বদরউদ্দীন আহমদ মেয়র নির্বাচিত হন। এছাড়াও ২৭টি ওয়ার্ড থেকে ২৭ জন পুরুষ কমিশনার নির্বাচিত হন। ২৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে সংরক্ষিত মহিলা আসনে মোট ৯ জন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হন।

৪ আগস্ট ২০০৮ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় নির্বাচিত পরিষদ গঠিত হয়।

এক নজরে সিলেট সিটি কর্পোরেশন :

প্রতিষ্ঠাকাল	২০০২
প্রথম ও বর্তমান মেয়র	বদরউদ্দীন আহমদ কামরান
আয়তন	২৬.৫০ বর্গমাইল
লোকসংখ্যা	৫,০০,০০০
ভোটার সংখ্যা	১৮,০৮৭৫
ওয়ার্ড	২৭
ওয়ার্ড (সংরক্ষিত মহিলা)	৯
মহলা	২৭৮
কাউন্সিলর	৩৬

নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

৭.১ : সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

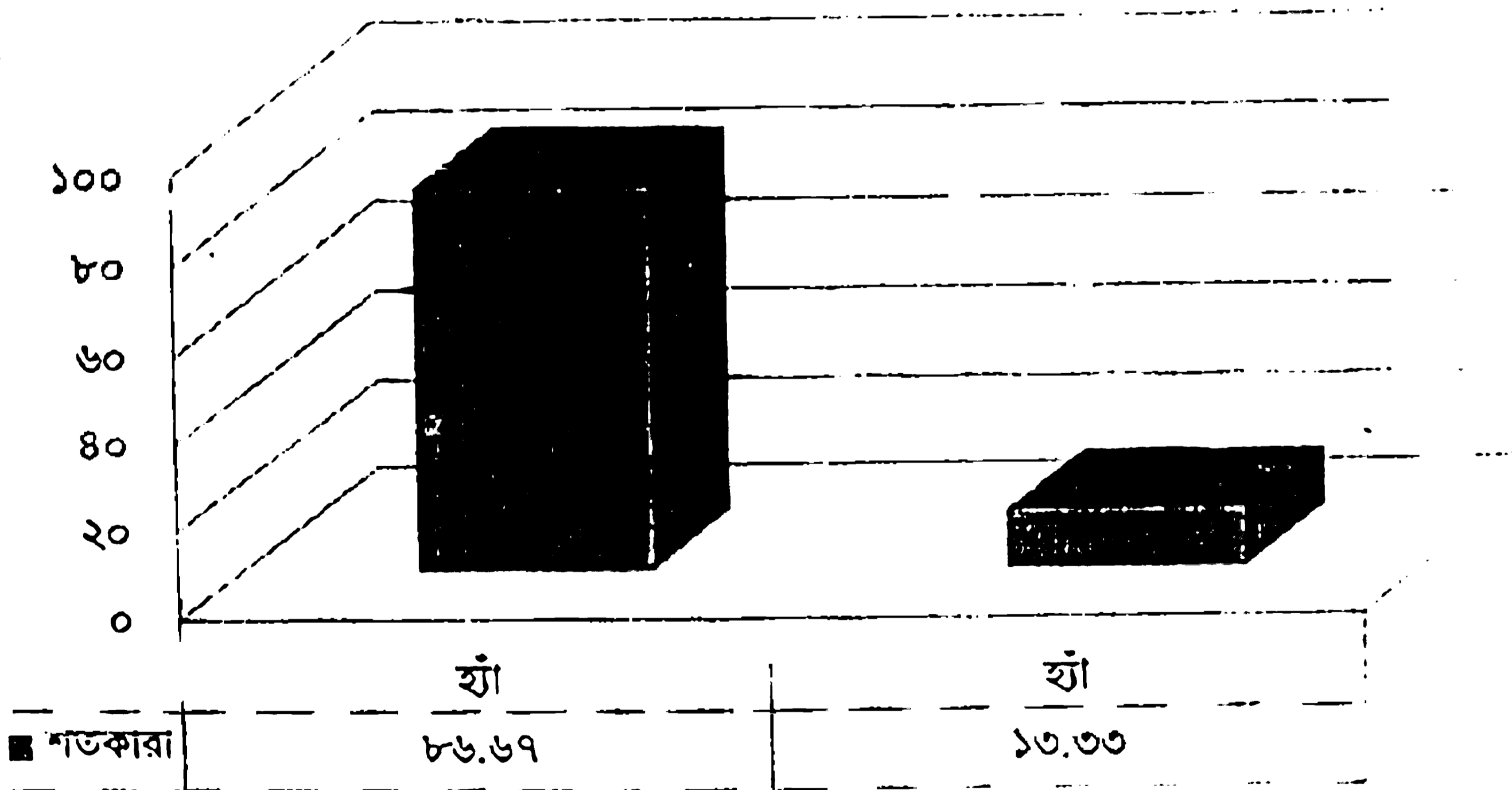
ক. সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ।

সারণী : ১. নগর উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করে কিনা

সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৩	৮৬.৬৭
হ্যাঁ	২	১৩.৩৩
মোট =	১৫	১০০

সূত্র : মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে কিনা

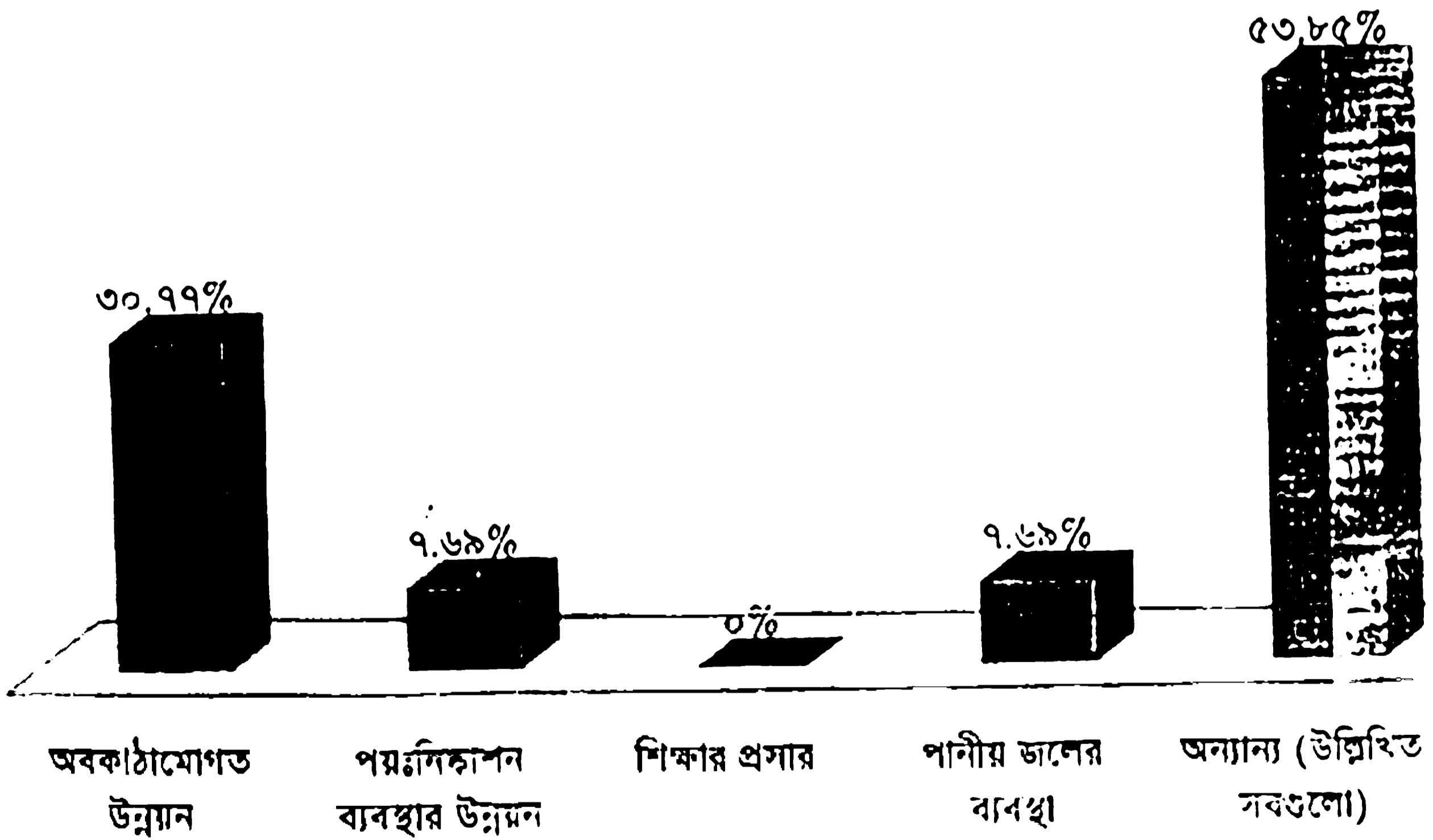


সারণীতে দেখা যায়, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি এর মধ্যে ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি মতামত প্রদান করেন যে, নগর উন্নয়নে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে যা মোট গণ সংখ্যার ৮৬.৬৭ শতাংশ এবং ২ নির্বাচিত মতামত প্রদান করেন যে, নগর উন্নয়নে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না যা মোট সংখ্যার ১৩.৩৩ শতাংশ। সারণী : ১,১: নগর উন্নয়নের সিটি কর্পোরেশন কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

নগর উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রসমূহ	গনসংখ্যা	শতকরা (%)
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৪	৩০.৭৭
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১	৭.৬৯
শিক্ষার প্রসার	-	-
পানীয় জলের ব্যবস্থা	১	৭.৬৯
অন্যান্য (উল্লেখিত সবগুলো)	৭	৫৩.৮৫
মোট =	১৩	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

নগর উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রসমূহ



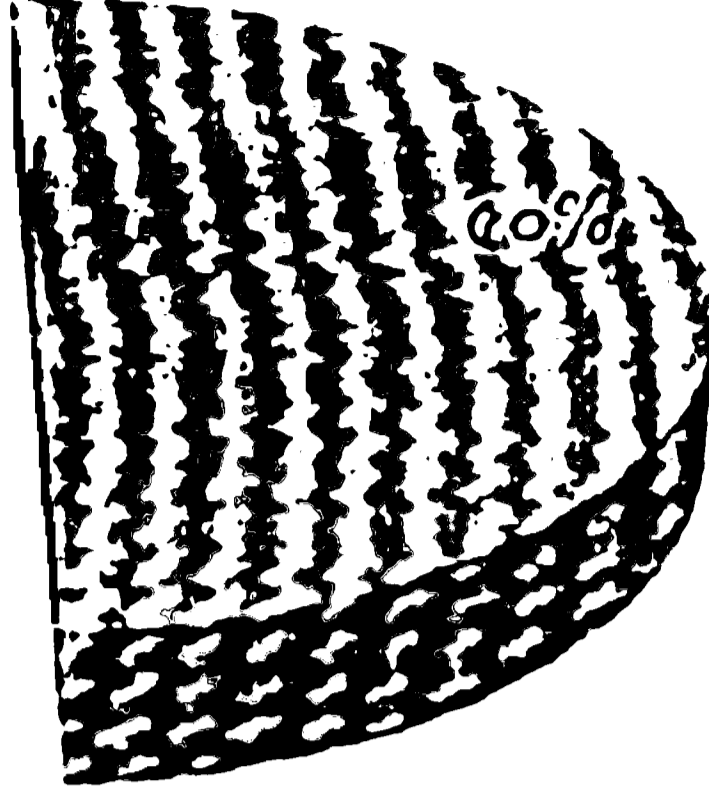
এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট গণসংখ্যা ১৫ জন কর্মকর্তা নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে ২ জনকে এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ নগর উন্নয়ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করে বলে মনে করেন না। অবশিষ্ট ১৩ জনের মধ্যে ৪ জন মনে করেন অবকাঠামোগত উন্নয়নে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করেন, যা মোট গণসংখ্যায় ৩০.৭৭ শতাংশ, ১ জন মনে করেন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, যা মোট গণসংখ্যার ৭.৬৯ শতাংশ, ১ জন মনে করেন পানীয় জলের ব্যবস্থা উন্নয়নে সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভূমিকা পালন করছে, যা মোট গণসংখ্যার ৭.৬৯ শতাংশ এবং ৭ জন মনে করেন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, পানীয় জলের ব্যবস্থার উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, যা মোট গণসংখ্যার ৫৩.৮৫ শতাংশ।

সারণী : ১,২: নগর উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে কেন ব্যর্থ।

নগর উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার কারণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
দক্ষ জনশক্তির অভাব	১	৫০
সম্পদের অভাব	-	-
সমন্বয়হীনতা	-	-
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা	-	-
অন্যান্য (উল্লেখিত সবগুলো-)	১	৫০
মোট =	২	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

নগর উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার কারণ



- দক্ষ জনশক্তির অভাব
- সম্পদের অভাব
- সময়সীমিততা
- আনুষ্ঠানিকতা
- অন্যান্য (উল্লিখিত সবগুলো)

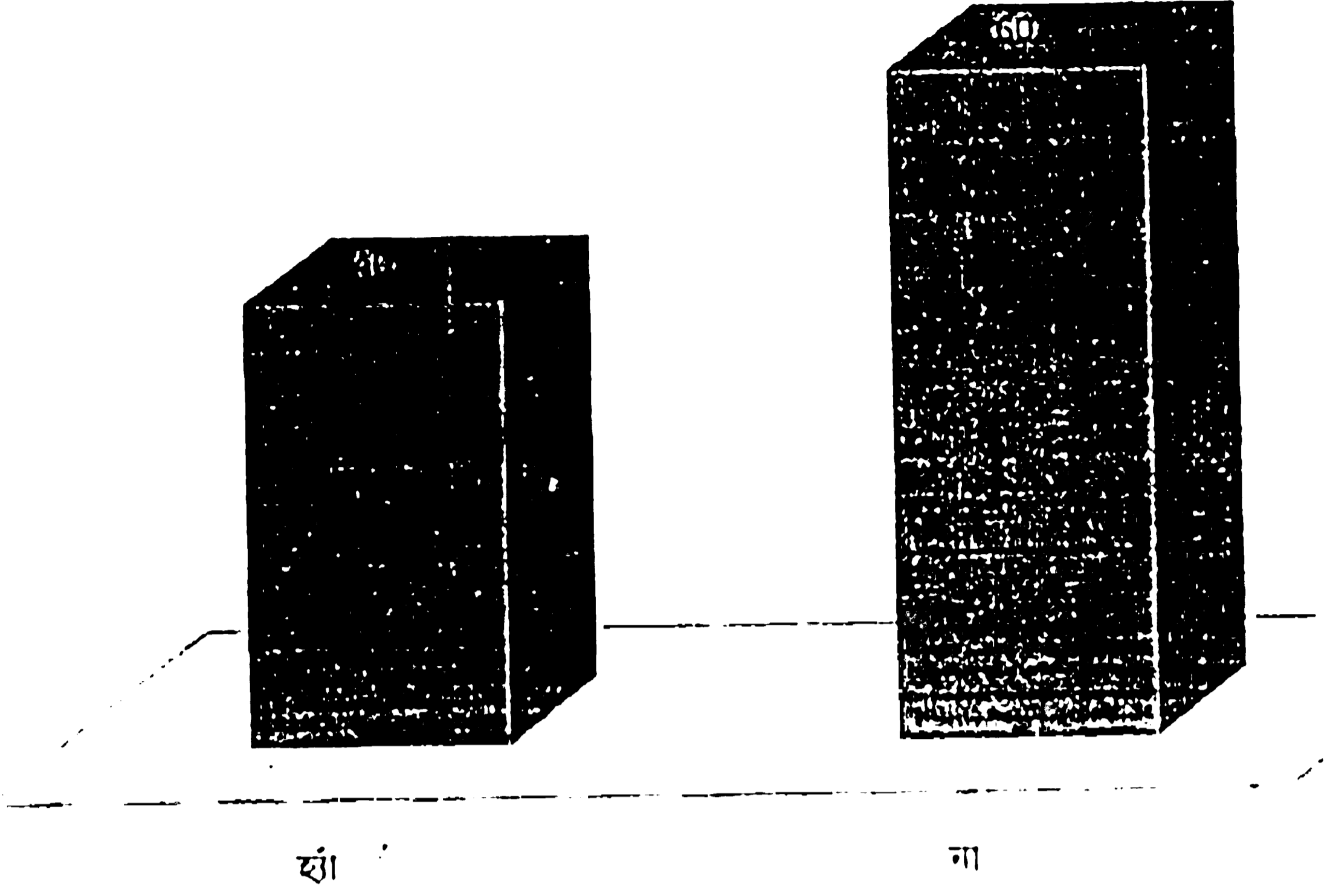
এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট গণসংখ্যা ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি এর মধ্যে ১৩ জন মনে করেন উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ২ জনের মধ্যে ১ জন মনে করেন দক্ষ জনশক্তির অভাবে সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে যা, মোট গণসংখ্যার ৫০ শতাংশ। অপর ১ জন উল্লিখিত সবগুলো কারণের সাথে একমত পোষণ করেন যা মোট গণসংখ্যার ৫০ শতাংশ।

সারণী : ২: নগর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম পরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা হয় কিনা।

নগর উন্নয়ন গৃহীত কার্যক্রম পরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা হয় কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬	৪০
না	৯	৬০
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিটি, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

নগর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম পরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা হয় কিনা



সরনী তো দেখা যায় মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬ জন বলেন নগর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম পরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা হয়, যা মোট গণসংখ্যার ৪০ শতাংশ এবং ৯ জন বলেন নগর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম পরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা হয় না, যা মোট গণসংখ্যার ৬০ শতাংশ।
সারণী : ২:১ সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর কার্যক্রম পরিকল্পিত নয়।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর কার্যক্রম পরিকল্পিত না হওয়ার কারণ সমূহ	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
মাস্টার লান নেই	৮	৮৮.৮৮
মাস্টার লান যথাযথভাবে বাস্তবায়নে অনীহা	-	-
সমস্যা নির্ধারনে অপারগতা	-	-
কর্তব্যে অবহেলা	-	-
মোট =	৯	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

সারণী দেখা যায় মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬ জন মনে করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর উন্নয়নে পরিকল্পিত উপায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, তাই তাদের এই বিশেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ৯ জনের মধ্যে মনে করেন মাস্টার প্যান না থাকায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন পরিকল্পিত উপায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না, যা মোট গণসংখ্যার ৮৮.০০ শতাংশ এবং ১ জন মনে করেন মাস্টার প্যান নেই ও কর্তব্য অবহেলার কারণে সিলেট সিটি কর্পোরেশন পরিকল্পিত উপায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না, যা মোট গণসংখ্যার ১১.১২ শতাংশ।

সারণী : ৩: নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া :

নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত	১১	১৩.৩৪
পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত	২	১৩.৩৩
পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত	২	-
মেয়রের একক সিদ্ধান্ত	-	-
পরিষদের প্রভাবশালী সদস্যদের সিদ্ধান্ত	-	-
মন্ত্রণালয় কর্তৃক	-	-
অন্যান্য	২	১৩.৩৩
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায় মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১১ জন মনে করেন নগর উন্নয়নে পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যা মোট গণসংখ্যার ৭৩.৩৩ শতাংশ। পরিষদের সংখ্যা পরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে পরিকল্পনা গৃহীত হয় বলে মনে করেন ২ জন, যা মোট গণসংখ্যার ১৩.৩৩ শতাংশ। অন্যান্য ২ জনের মধ্যে ১ জন মনে করেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব কাজ করে এবং অপর ১ জন মনে করেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়রের এক সিদ্ধান্তে পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

সারণী : ৪: নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা পর্যাপ্ত কিনা

নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা পর্যাপ্ত কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১	৬.৬৭
না	১৪	৯৩.৩৩
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে তথ্য : সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-২০১১



সারণীতে দেখা যায় মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নিয়োজিত কর্মচারীর মধ্যে ১ জন মনে করেন নগর প্রশাসনের নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়, যা মোট গনসংখ্যার ৯৩.৩৩ শতাংশ।

সারণী : ৫ নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ কিনা।

নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬	৪০
না	৯	৬০.০০
মোট =	১৫	১০০

সূত্র : মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণী দেখা যায়, মোট জন তে কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬ জন মনে করেন নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ, যা মোট গণসংখ্যার ৪০ শতাংশ। ৭ জন মনে করেন নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ নয়, যা মোট গণসংখ্যার/ ৪৬.৬৭ শতাংশ এবং ২ জন মনে করেন নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দক্ষতা মোটামুটি পর্যায়ের, যা মোট গণসংখ্যার ১৩.৩৩ শতাংশ।

সারণী : ৫.১: নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অদক্ষতার সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ।

অদক্ষতার সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ	২	২২.২২
নিয়োজিত দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান	৪	৪৪.৪৪
পর্যাপ্ত প্রেষণা প্রদান	-	-
অন্যান্য	৩	৩৩.৩৪
মোট =	৯	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

সারণী : ৫ : নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দক্ষ কিনা।

নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬	৪০
না	৭	৪৬.৬৭
মোটামুটি	২	১৩.৩৩
মোট =	৯	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

সারণী তো দেখা যায় মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬ জন মনে করেন নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ, যা মোট গণসংখ্যার ৪০ শতাংশ। ৭ জন মনে করেন নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ নয়, যা মোট গণসংখ্যার ৪৬.৬৭ শতাংশ এবং ২ জন মনে করেন নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষতা মোটামুটি পর্যায়ের, যা মোট গণসংখ্যার ১৩.৩৩ শতাংশ।

সারণী-৬ : নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অদক্ষতার সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ।

অদক্ষতার সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ	২	২২.২২
নিয়োজিত দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান	৪	৪৪.৪৪
পর্যাপ্ত প্রেষণা প্রদান	-	-
অন্যান্য	৩	৩৩.৩৪
মোট =	৯	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

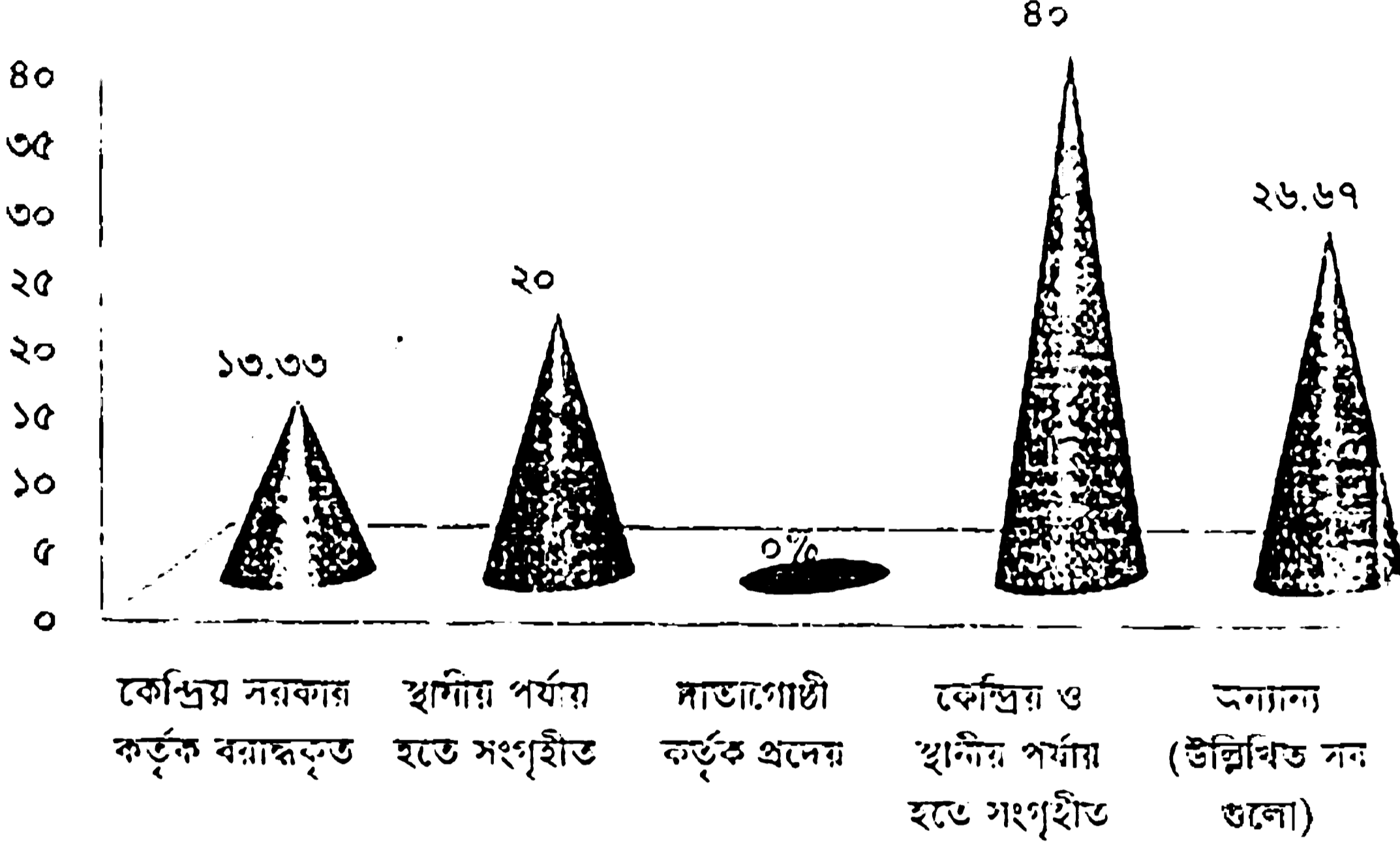
সারণীতে দেখা যায় মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬ জন মনে করেন নগর প্রশাসনের নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী দক্ষ, তাই তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ৯ জনের মধ্যে এই সমস্যা দূরীকরণের উপায় হিসেবে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ প্রয়োজন বলে মতামত দিয়েছেন, যে মোট গণসংখ্যার ২২.২২ শতাংশ, নিয়োজিত দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এই সমস্যা দূর করা যায় বলে মত দিয়েছেন ৪ জন, যা মোট গণসংখ্যার ৪৪.৪৪ শতাংশ। দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ ও নিয়োজিত জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন বলে মত দিয়েছেন ৩ জন, যা মোট গণসংখ্যার ৩৩.৩৩ শতাংশ।

সারণী-৭ : নগর উন্নয়নে বাজেট সংগ্রহের উপায় :

নগর উন্নয়নে বাজেট সংগ্রহের উপায়	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত	২	১৩.৩৩
স্থানীয় পর্যায় হতে সংগৃহীত	৩	২০
দাতাগোষ্ঠী কর্তৃক প্রদেয়	-	-

কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে হতে সংগৃহীত	৬	৪০
অন্যান্য (উল্লিখিত সবগুলো)	৪	২৬.৬৭
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-২০১১



সারণী তো দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ২ জন বলেন নগর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজেট বরাদ্দ করা হয়, যা মোট গণসংখ্যা ১৩.৩৩ শতাংশ। ৩ জন পর্যায়ে হতে বাজেট সংগৃহীত হয়, যা মোট গণসংখ্যার ২০ শতাংশ। ৬ জন বলেন কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় খাত থেকে বাজেট সংগৃহীত হয়, যা মোট গণসংখ্যার ৪০ জন বলেন সারণীতে উল্লিখিত সবগুলো খাত থেকে বাজেট সংগৃহীত হয় যা মোট গণসংখ্যার ২৬.৬৭ শতাংশ।

সারণী : ৮ : স্থানীয় পর্যায়ে হতে সংগৃহীত বাজেট পর্যাণ্ড কিনা।

স্থানীয় পর্যায়ে হতে সংগৃহীত বাজেট পর্যাণ্ড কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২	১৩.৩৩
না	১৩	৮৬.৬৭
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯, মার্চ, ২০১১।

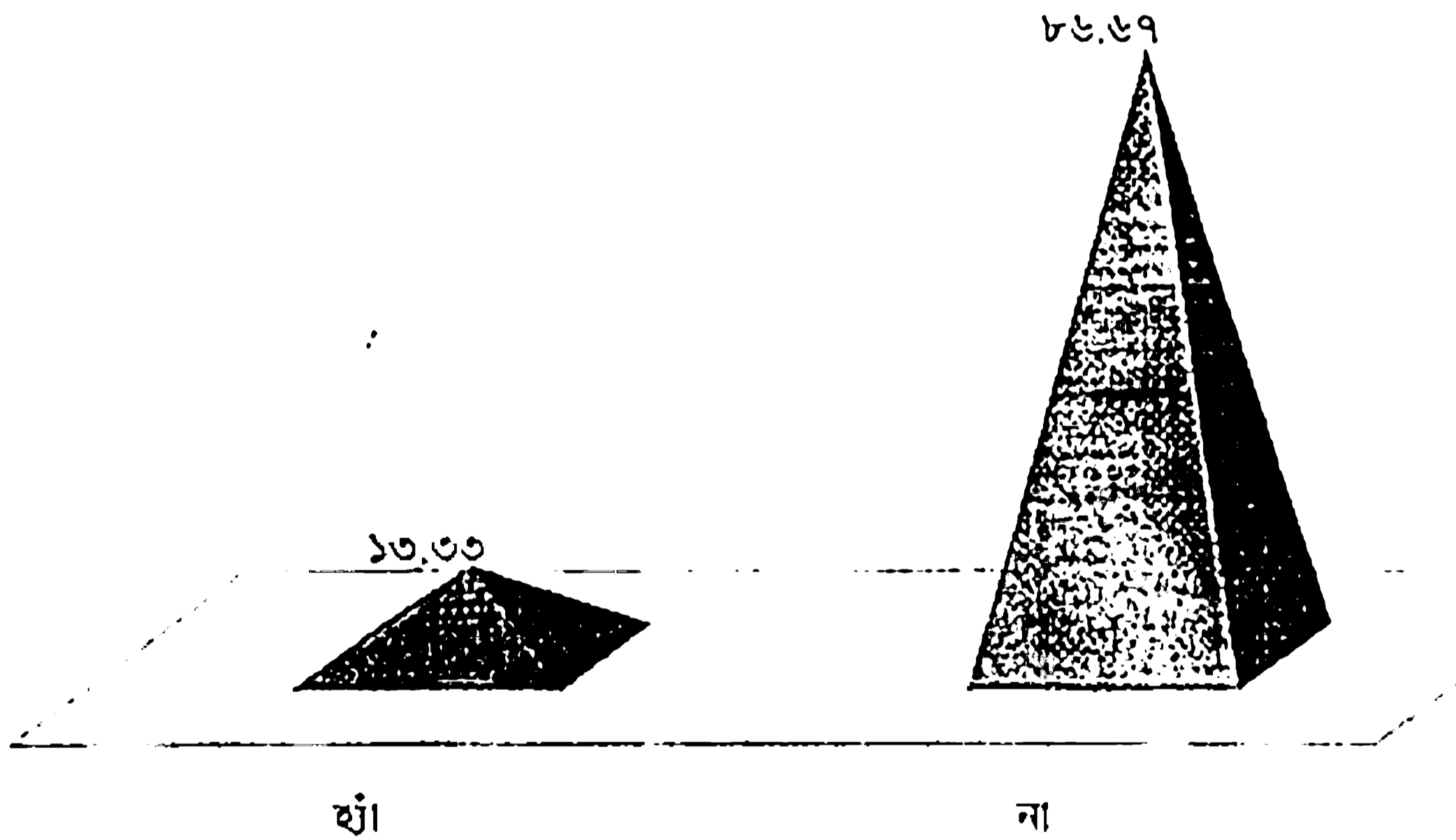
সারণীতে দেয়া যায়, মোট ১৫ জন্য কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ২ জন্য বলেছেন স্থানীয় পর্যায় হতে সংগৃহীত বাজেট পর্যাপ্ত যা মোট গণসংখ্যার ১৩.৩৩ শতাংশ এবং ১৩ জন বলেছেন স্থানীয় পর্যায় হতে সংগৃহীত বাজেট পর্যাপ্ত নয়, যা মোট গণসংখ্যায় ৮৬.৬৭ শতাংশ।

সারণী : ৮.১ স্থানীয় বাজেট বৃদ্ধিতে কি করা উচিত।

স্থানীয় বাজেট বৃদ্ধিতে করণীয়	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
আয়ের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা	২	১৫.৩৮
বিদ্যমান ক্ষেত্র হতে যথাযথভাবে কর সংগ্রহ	৭	৫৩.৮৫
রেজিস্ট্রেশন/ অনুমোদন ফি যথাযথভাবে সংগ্রহ	-	-
মোট =	১৩	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-২০১১।

স্থানীয় পর্যায় হতে সংগৃহীত বাজেট পর্যাপ্ত কিনা



সারণীতে দেয়া যায়, মোট ১৫ জন্য কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ২ জন্য বলেছেন স্থানীয় পর্যায় হতে সংগৃহীত বাজেট পর্যাপ্ত, তাই তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ১৩ জনের মধ্যে ২ জন বাজেট বৃদ্ধিতে করণী হিসেবে আয়ের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা প্রয়োজন বলে মতামত দিয়েছেন, যা মোট গণসংখ্যার ১৫.৩৮ শতাংশ। ৭ জন বিদ্যমান ক্ষেত্র হতে যথাযথভাবে কর সংগ্রহ করা প্রয়োজন বলে মতামত দিয়েছেন, যা মোট গণসংখ্যার ৫৩.৮৫ শতাংশ। ৪ জন অন্যান্য অর্থাৎ, আয়ের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং বিদ্যমান ক্ষেত্র হতে যথাযথভাবে কর সংগ্রহ করা প্রয়োজন বলে মতামত দিয়েছেন, যা মোট গণসংখ্যার ৩০.৭৭ শতাংশ।

সারণী : ৯: সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় কিনা।

সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬	৪০
না	৯	৬০
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-২০১১।

সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়

না	[Redacted]
হ্যাঁ	[Redacted]

সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন্য কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬ জন্য বলেন সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়, যা মোট গণসংখ্যার ৪০ শতাংশ এবং ৯ জন বলেন সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় না, যা মোট গণসংখ্যার ৬০ শতাংশ।

সারণী: ৯: ১: সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নির্বাচনে অপারগতা	-	-
সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার	৩	৩৩.৩৩
টেভারের ক্ষেত্রে দলীয়করণ	১	১১.১১
অন্যান্য	৫	৫৫.৬৫
মোট =	৯	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।
সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬ জন বলেন গৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় বলে মতামত দিয়েছেন, তাই তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ৯ জনের মধ্যে ৩ জন সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহারের কারণে সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় হয় না বলে মতামত দিয়েছেন, যা মোট গনসংখ্যার ৩৩.৩৩ শতাংশ। টেভারের ক্ষেত্রে দলীয়করণের জন্য সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় হয় না বলে মতামত দিয়েছেন ১ জন, যা মোট গনসংখ্যার ১১.১১ শতাংশ। সম্পদের অপ্রতুলতা এবং বেতনভাতা প্রদান অধিকাংশ সংগৃহীত সম্পদ ব্যয় হয় যা মোট গনসংখ্যার ৫৫.৬৫ শতাংশ।

সারণী : ১০ টেভার প্রক্রিয়ার দলীয়করণ করা হয় কিনা।

টেভার প্রক্রিয়ার দলীয়করণ করা হয় কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১	৬.৬৭
না	১৪	৯৩.৩৩
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।
সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১ জন বলেন টেভার প্রক্রিয়ার দলীয়করণ পরিলক্ষিত হয়, যা মোট গনসংখ্যার ৬.৬৭ শতাংশ এবং ১৪ জন বলেন টেভার প্রক্রিয়ার দলীয়করণ পরিলক্ষিত হয় না, যা মোট গনসংখ্যার ৯৩.৩৩ শতাংশ।

সারণী : ১১ : নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আছে কিনা

নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আছে কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১১	৭৩.৩৪
না	৪	২৬.৬৬
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।
সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১১ জন বলেন নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রয়েছে, যা মোট গণসংখ্যার ৭৩.৩৪ শতাংশ এবং ৪ জন নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই, যা মোট গণসংখ্যার ২৬.৬৬ শতাংশ।

সারণী : ১১ : ১: নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেভাবে নিশ্চিত করা হয়

নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেভাবে নিশ্চিত করা হয়	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
মন্ত্রণালয় এর কাছে জবাবদিহিতা	২	১৮.১৮
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মাধ্যমে	৭	৬৩.৬৪
নির্বাচনের মাধ্যমে	-	-
অন্যান্য	২	১৮.১৮
মোট =	১১	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

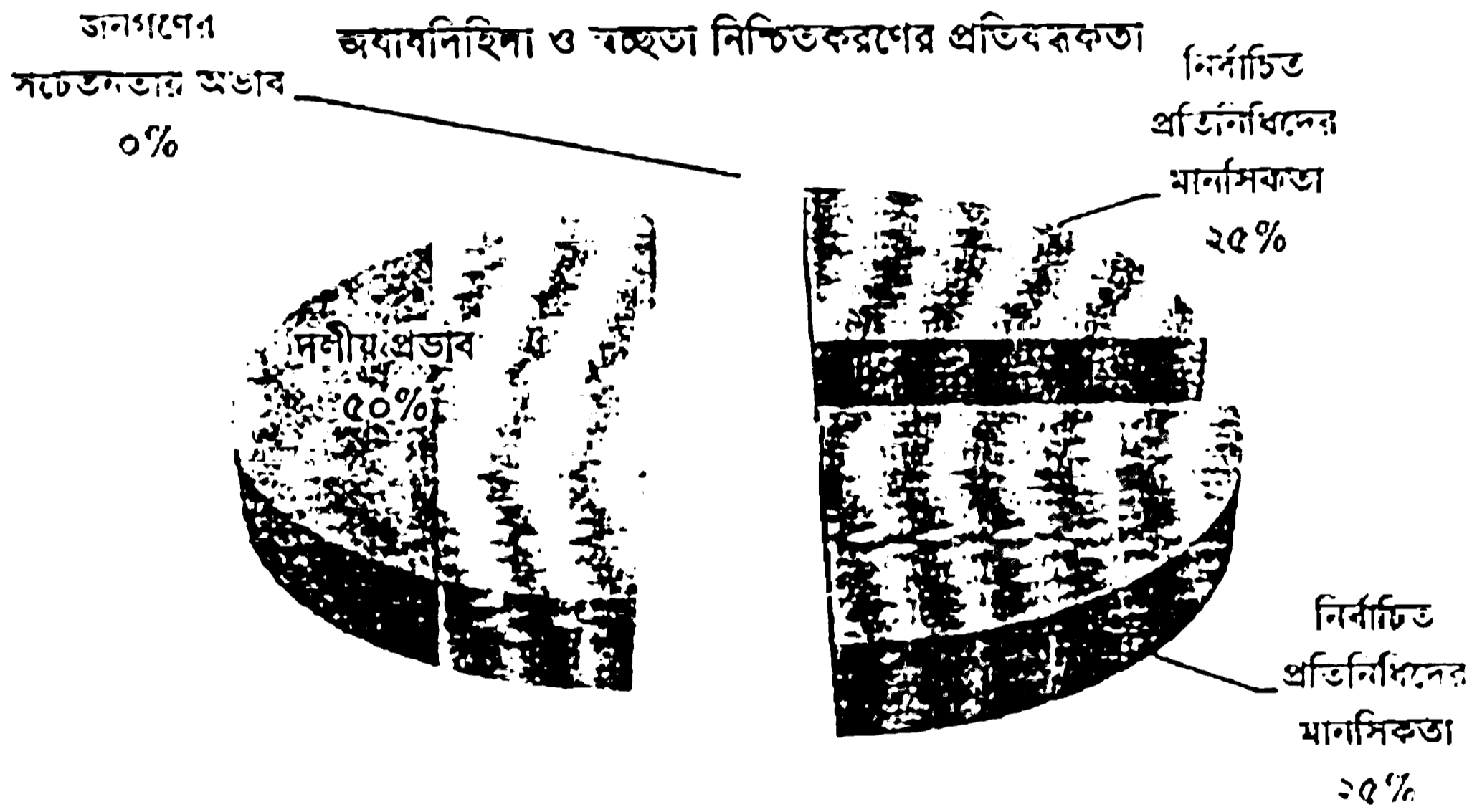
সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৪ জন বলেন নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই বলে মতামত দিয়েছেন, তাই তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ১১ জনের মধ্যে ২ জন মনে করেন মন্ত্রণালয় এর কাছে জবাবদিহিতা মাধ্যমে নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়, যা মোট গণসংখ্যার ১৮.১৮ শতাংশ। ২ জন মনে করেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মাধ্যমে নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়, যা মোট গণসংখ্যার ৬৩.৬৪ শতাংশ। অন্যান্য অর্থাৎ, নাগরিক সচেতনতার মাধ্যমে নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় বলে মনে করেন ১ জন এবং রাজনৈতিক

পটপরিবর্তনের সাথে জবাবদিহিতা মাত্রা ও ক্ষেত্র পরিবর্তন হয় বলে মত প্রকাশ করেন ১ জন, যা মোট গণসংখ্যার ১৮.১৮ শতাংশ।

সারণী : ১১ : ২: জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মানসিকতা	১	২৫
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মানসিকতা	১	২৫
দলীয় প্রভাব	২	৫০
জনগণের সচেতনতার অভাব	-	-
মোট =	৪	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

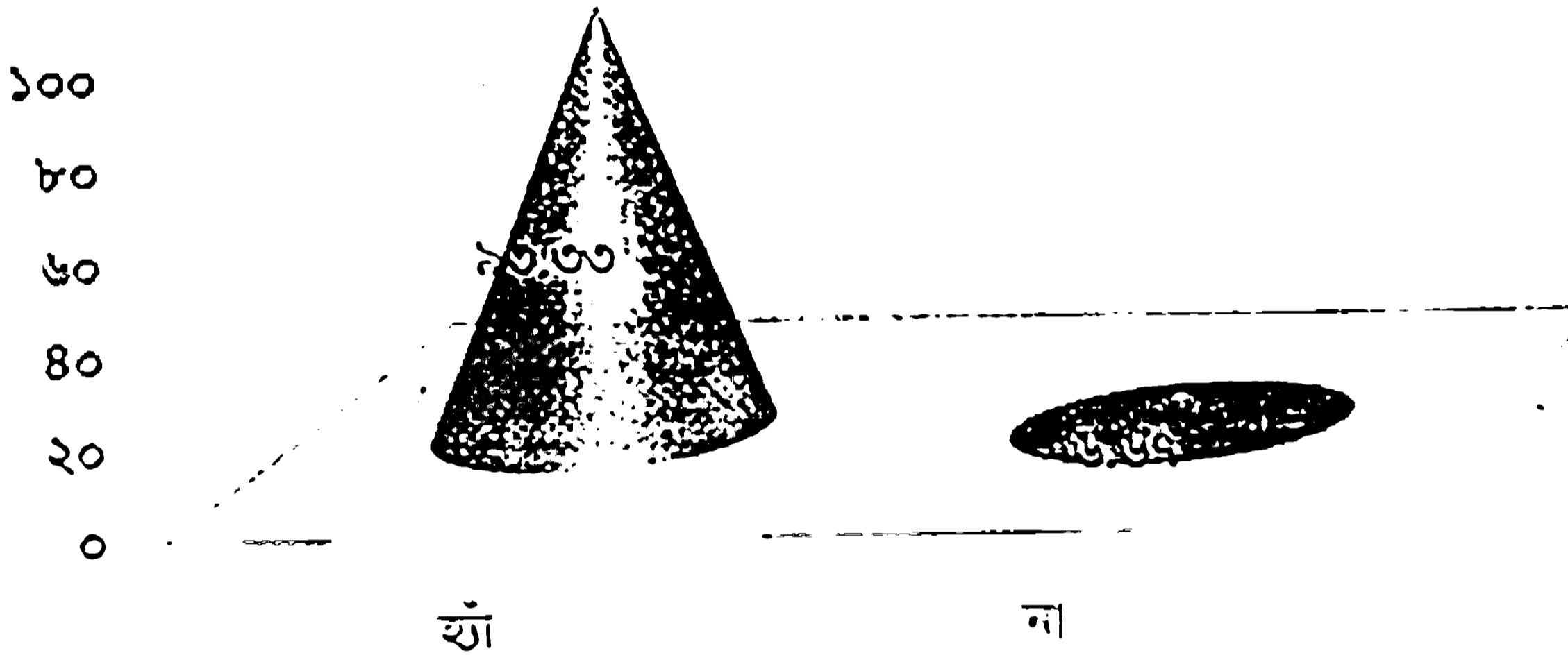


সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১১ জন বলেন নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রয়েছে বলে মত প্রকাশ করায় তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ৪ জনের মধ্য ১ জনের মতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে বাঁধা হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মানসিকতা, যা মোট গণসংখ্যার ২৫ শতাংশ। ১ জন মনে করেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বাঁধা হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবাধ ক্ষমতা, যা মোট গণসংখ্যার ২৫ শতাংশ এবং ২ জন মনে করেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বাঁধা হচ্ছে দলীয় প্রভাব, যা মোট গণসংখ্যার ৫০ শতাংশ।

সারণী : ১২: নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নাগরিক অংশগ্রহণ করা হয় কিনা

নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৪	৯৩.৩৩
না	১	৬.৬৭
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।



সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৪ বলেন নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যা মোট গনসংখ্যার ৯৩.৩৩ শতাংশ এবং ১ জন বলেন নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণে নিশ্চিত করা হয় না, যা মোট গনসংখ্যার ৬.৬৭ শতাংশ।

সারণী : ১২: ১: কিভাবে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ করা হয়

কিভাবে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্থানীয় পর্যায়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় মাধ্যমে	১	৭.১৪
স্থানীয় জনগনের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে	১০	৭১.৪৩
মোট =	১৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১ জন বলেন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা করা হয় না বলে মত প্রকাশ করায় তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ১৪ জনের মতে স্থানীয় পর্যায়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যা মোট গণসংখ্যার ৭.১৪ শতাংশ, ১০ জনের মতে স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যা মোট গণসংখ্যার ৭১.৪৩ শতাংশ, ৩ জন বা ২১.৪২ শতাংশ এর মতে অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে মেয়রের সাথে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের সাক্ষাত এবং মেয়র কর্তৃক স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ।

সারণী : ১৩: সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয় কিনা

সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয় কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৫	৩৩.৩৩
না	১০	৬৬.৬৭
মোট =	১৫	১০০

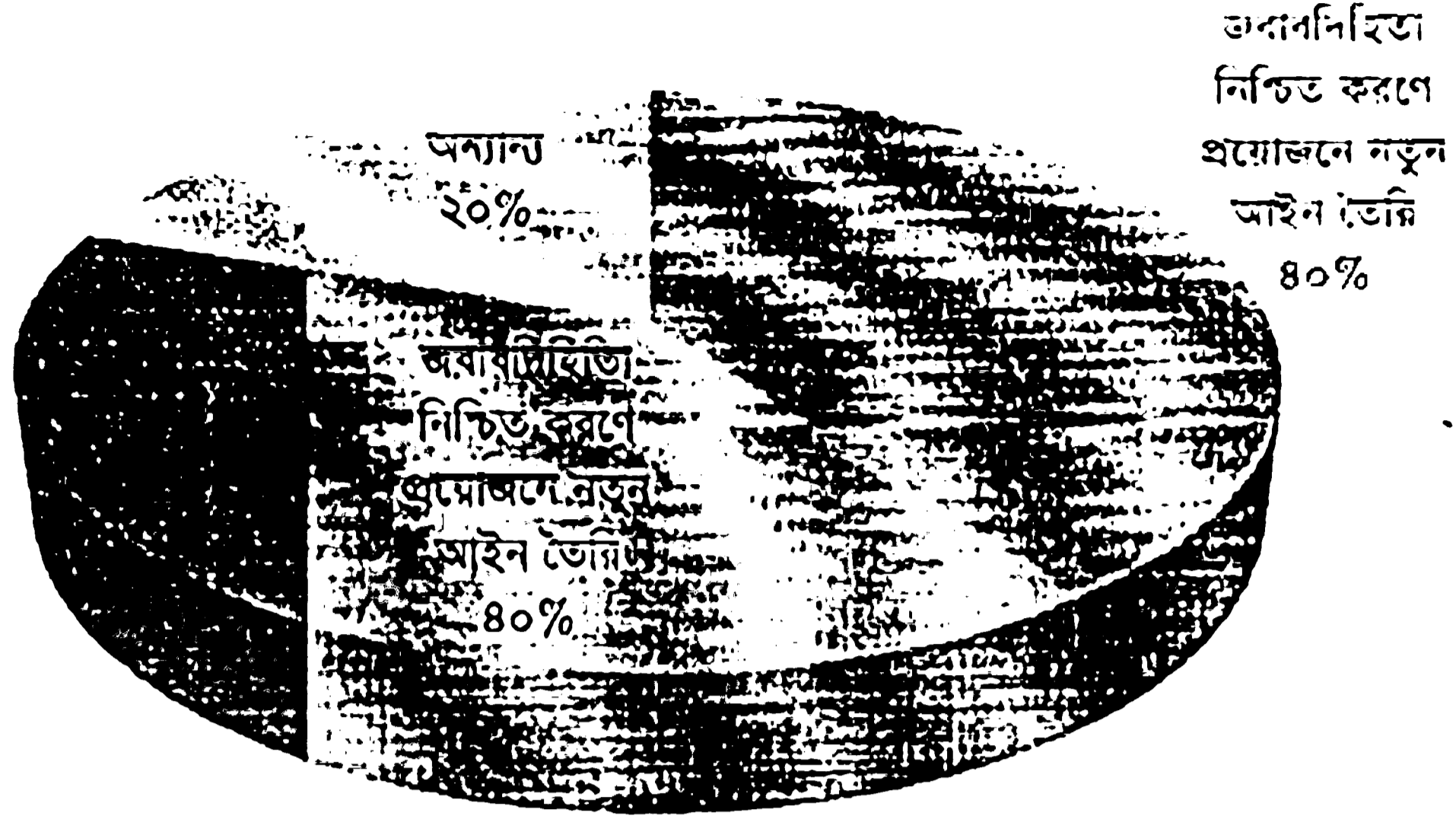
সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায়, মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৫ জন বলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয়, যা মোট গণসংখ্যার ৩৩.৩৩ শতাংশ এবং ১০ জন বলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয় না, যা মোট গণসংখ্যার ৬৬.৬৭ শতাংশ।

সারণী : ১৩: ১: আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রতিকারের উপায়

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রতিকারের উপায়	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরি	২	৪০
জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরি	২	৪০
অন্যান্য	১	২০
মোট =	৫	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।



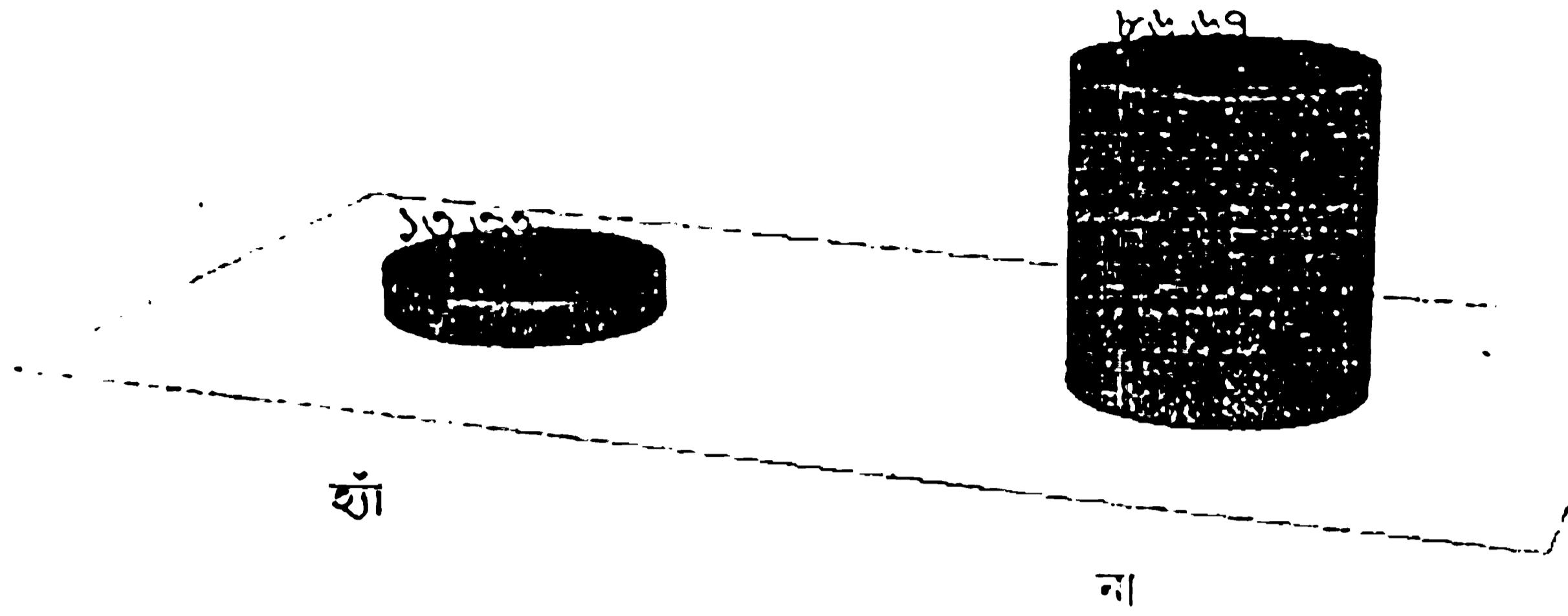
সারণীতে দেখা যায় মোট ১৫ জন কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১০ জন বলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হয় তাই তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ৫ জনের মধ্যে ২ জনের মতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরি করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রতিরোধ করা যায়, যা মোট গণসংখ্যার ৮০ শতাংশ। ২ জনের মতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এর মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক প্রতিরোধ ৮০ শতাংশ। ৩ জনের মতো বিশেষ প্রকল্পের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করা যায়, যা মোট গণসংখ্যার ২০ শতাংশ।

সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ

সারণী : ১২: নগরন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পিত বলে মনে করেন কিনা

নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পিত বলে মনে করেন কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪	১৩.৩৩
না	২৬	৮৬.৬৭
মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।



সারণীতে দেখা যায় মোট ৩০ জন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ৪ জন মনে করেন নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পিত, যা মোট গণসংখ্যার ১৩.৩৩ শতাংশ, ২৬ জন মনে করেন নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পিত নয়, যা মোট গণসংখ্যার ৮৬.৬৭ শতাংশ।

সারণী : ১৫: নগর প্রশাসন হতে নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্র সমূহ

নগর প্রশাসন হতে নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্র সমূহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্বাস্থ্যসেবা	২	৬.৬৭
পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা	১	৩.৩৩
যোগাযোগ সুবিধা	৪	১৩.৩৩
পানীয় জল	১৮	৬০.০০
অন্যান্য (উল্লেখিত সবগুলো)	৫	১৬.৬৭
. মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায় মোট ৩০ জন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ২ জন স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করেন বলে মতামত প্রকাশ করেছেন, যা মোট গণসংখ্যার ৬.৬৭ শতাংশ, ১ জন পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাভোগ করেন বলে মতামত প্রকাশ করেছেন, যা মোট গণসংখ্যার ৩.৩৩ শতাংশ, ৪ জন যোগাযোগ সুবিধা ভোগ করেন বলে মতামত প্রকাশ করেছেন, যা মোট গণসংখ্যার ১৩.৩৩ শতাংশ ১৮ জন সারণীতে উল্লেখিত সবগুলো সুবিধাভোগ করেন বলে মতামত প্রকাশ করেছেন, যা মোট গণসংখ্যার ৬০.০০ শতাংশ।

সারণী : ১৬: নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাধা-এর সম্মুখীন হয়েছেন কিনা

নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে বাঁধা সমূহ	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদাসিনতা	২০	৬৬.৬৭
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা	৭	২৩.৩৩
অন্যান্য (বাঁধার সম্মুখীন হইনি)	৩	১০.০০
মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায় মোট ৩০ জন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ২০ জন নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদাসিনতার সম্মুখীন হয়েছেন, যা মোট গণসংখ্যার ৬৬.৬৭ শতাংশ, ৭ জন নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন, যা মোট গণসংখ্যার ২৩.৩৩ শতাংশ এবং ৩ জন নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধার সম্মুখীন হননি বলে মত প্রকাশ করেছেন, যা মোট গণসংখ্যার ১০.০০ শতাংশ।

সারণী : ১৭: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ কেমন

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ কেমন	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
খুব ভাল	২	৬.৬৭
ভাল	২	৬.৬৭
মোটামুটি	২১	৭০.০০
খারাপ	২	৬.৬৬
খুবই খারাপ	৩	১০.০০
মোট =	৩২০	১০০

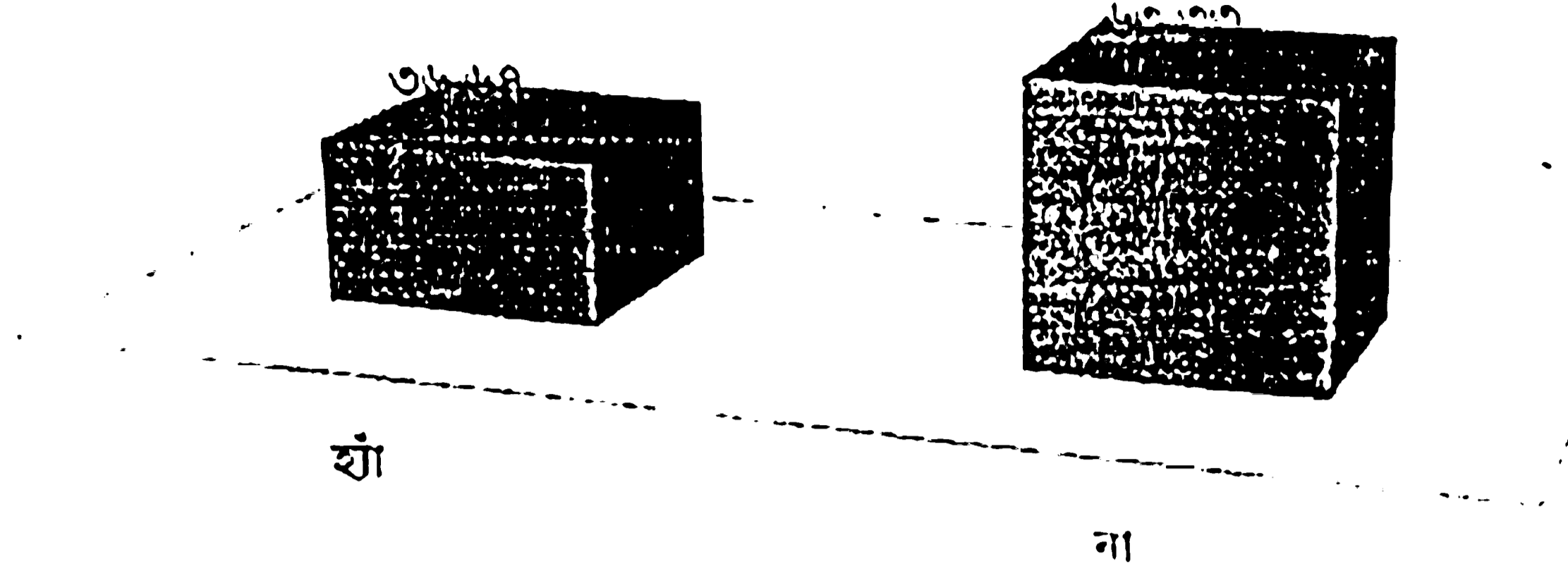
সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণী তে দেখা যায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ খুব ভাল বলেছেন ২ জন নাগরিক, যা মোট গনসংখ্যার ৬.৬৭ শতাংশ, ২ জন নাগরিকের মতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ ভাল, যা মোট গনসংখ্যার ৬.৬৭ শতাংশ ২১ জন নাগরিকদের মতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ মোটামুটি, যা মোট গনসংখ্যার ৭০.০০ শতাংশ, ২ জন নাগরিকের মতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ খারাপ, যা মোট গনসংখ্যার ৬.৬৬ শতাংশ, ৩ জন নাগরিকের মতে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ খুবই খারাপ, যা মোট গনসংখ্যার ১০.০০ শতাংশ।

সারণী : ১৮: নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক বলে মনে করেন কিনা

নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক বলে মনে করেন কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১১	৩৬.৬৭
না	১৯	৬৩.৩৩
মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।



সারণীতে দেখা যায় ১১ জন নাগরিক নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক মনে করেন, যা মোট গণসংখ্যার ৩৬.৬৭ শতাংশ এবং ১৯ জন নাগরিক নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক মনে করেন না, যা মোট গণসংখ্যার ৬৩.৩৩ শতাংশ।

সারণী : ১৮: ১: নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক মনে না করার কারণ

নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক বলে মনে করেন কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
জনগণের প্রতি উদাসীনতা	১	৫.২৬
জনগণকে নিজেদের অধীনস্ত মনে করেন	৫	৩৬.৩২
মোট =	১৯	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায় ১১ জন নাগরিক নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক বলে মনে করেন, তাই তাদের এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ১৯ জনের মধ্যে ১ জন জনগণের প্রতি উদাসীনতার কারণে নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক মনে করেন না, যা মোট গণসংখ্যার ৫.২৬ শতাংশ, ৫ জনের মতে নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জনগণকে নিজেদের অধীনস্ত মনে করেন তাই তাদেরকে জনগণের সেবক মনে করেন না, যা মোট গণসংখ্যার ২৬.৩২ শতাংশ। ৫ জনের মতে নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধের ঘাটতি রয়েছে, তাই তাদেরকে জনগণের সেবক মনে করেন না, যা মোট গণসংখ্যার ৬৮.৪২ শতাংশ।

সারণী : ১৯ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণে সন্তুষ্ট কিনা

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণে সন্তুষ্ট কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৭	২৩.৩৩
না	২৩	৭৬.৬৭
মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায় ৩০ জন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ৭ জন নাগরিক সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণে সন্তুষ্ট, যা মোট গনসংখ্যা ২৩.৩৩ শতাংশ এবং ২৩ জন সন্তুষ্ট নন, যা মোট গনসংখ্যা ৭৬.৬৭ শতাংশ।

সারণী : ২০ নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে যেয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে কিনা

নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে যেয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৫	৫০.০০
না	১৫	৫০
মোট =	৩০	১০০

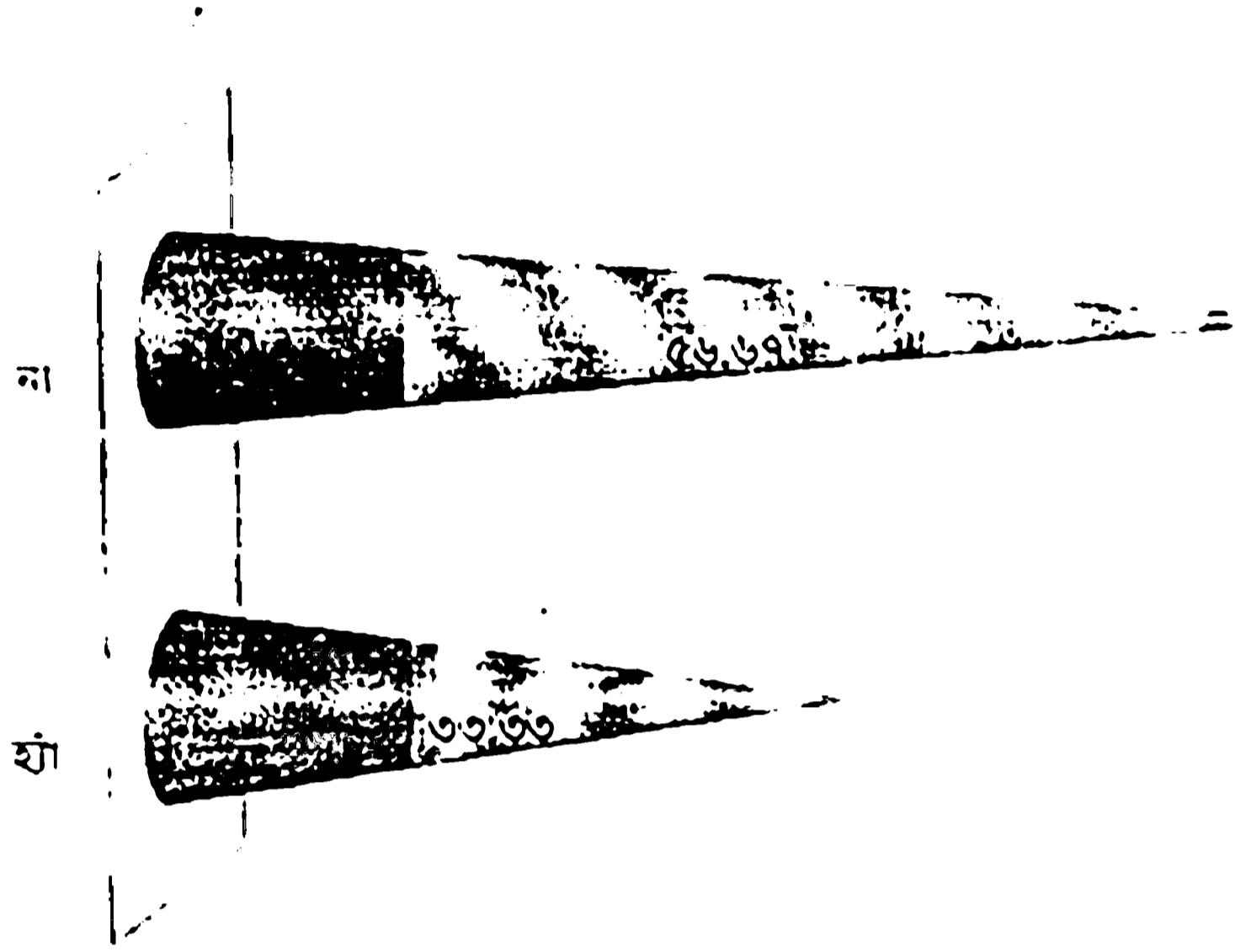
সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায় মোট ৩০ জন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ১৫ জনকে নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে যেয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে, যা মোট গনসংখ্যার ৫০ শতাংশ এবং ১৫ জনকে নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে যেয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়নি, যা মোট গনসংখ্যার ৫০ শতাংশ।

সারণী : ২১ নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা দক্ষ কিনা

নগর প্রশাসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা দক্ষ কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১০	৩৩.৩৩
না	১৭	৫৬.৬৭
মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।



সারণীতে দেখা যায় মোট ৩০ জন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে ১০ জন মনে করেন নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা দক্ষ, যা মোট গনসংখ্যার ৩৩.৩৩ শতাংশ। ১৭ জন মনে করেন নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা দক্ষ নয়, যা মোট গনসংখ্যার ৫৬.৬৭ শতাংশ, ৩ জন মনে করেন নগর প্রশাসনের নির্বাচিত ও কর্মকর্তারা দক্ষতা মোটামুটি পর্যায়ের, যা মোট গনসংখ্যার ১০ শতাংশ।

সারণী : ২২ নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উপায়

নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উপায়	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
মন্ত্রণালয় এর কাছে জবাবদিহিতা	১৪	৪৬.৬৭
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মাধ্যমে	৮	২৬.৬৭
নির্বাচিত মাধ্যমে	৩	১০.০০
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৫	১৬.৬৬
মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায় ১৪ জন মনে করেন মন্ত্রণালয় এর কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নগর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সম্ভব, যা মোট গনসংখ্যার ৪৬.৬৭ শতাংশ, ৮ জন মনে করেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মাধ্যমে নগর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব, যা মোট গনসংখ্যার ২৬.৬৭ শতাংশ। ৩ জন মনে করেন নির্বাচনে মাধ্যমে নগর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব, যা মোট গনসংখ্যার ১০ শতাংশ এবং ৫ জন অন্যান্য উপায়ে নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় বলে মতামত দেন। তাদের যা প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন, উন্নয়ন প্রকল্পে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রশাসনের বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ এবং জনগনের কাছে জবাবদিহিতার মাধ্যমে নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার যায়, যা মোট গনসংখ্যার ১৬.৬৬ শতাংশ।

সারণী : ২৩ নগর উন্নয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় কিনা।

উন্নয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় কিনা	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২	৬.৬৭
না	২৮৯৩.৩৩	৯৩.৩৩
মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায় ৩০ জন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে ২ জন নাগরিক বলেছেন নগর উন্নয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যা মোট গণসংখ্যার ৬.৬৭ শতাংশ, ২৮ জন নাগরিক বলেছেন নগর উন্নয়নে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় যা মোট গণসংখ্যা ৯৩.৩৩ শতাংশ।

সারণী : ২৩ : ১ : নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায়

নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায়	গনসংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে	২	৭.১৪
সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে	৮	২৮.৫৭
সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে	১৮	৬৪.২৯
অন্যান্য	-	-
মোট =	৩০	১০০

সূত্র: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা, সিলেট, ১৩-১৯ মার্চ, ২০১১।

সারণীতে দেখা যায়, মোট ৩০ জন নাগরিকের মধ্যে প্রতিনিধিদের মধ্যে ২ জন নাগরিক বলেছেন নগর উন্নয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, তাই তাদের এই বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অবশিষ্ট ২৮ জন নাগরিকের মধ্যে ২ জনের মতে বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে নগর উন্নয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, যা মোট গণসংখ্যার ৭.১৪ শতাংশ। ৮ জনের মতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামতের মাধ্যমে নগর উন্নয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, যা মোট গণসংখ্যা ২৮.৫৭ শতাংশ। ১৮ জনের মতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে নগর উন্নয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, যা মোট গণসংখ্যার ৬৪.২৯ শতাংশ।

৭.২ গুণাত্মক বিশ্লেষণ

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বলে নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের প্রায় সকলে মতামত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও পয়ঃনিষ্কাশন, পানীয় জলের সরবরাহের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তবে এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কখনো কখনো সিটি কর্পোরেশন ব্যর্থতার পরিচয়ও দিচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মতে দক্ষ জনশক্তির অভাব, সম্পদের অভাব, সমন্বহীনতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে নগর উন্নয়নে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

মাস্টার প্ল্যান না থাকলে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিকল্পিত নয় বলে অধিকাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের একটি অংশ নগর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম পরিকল্পিত বলে মতামত প্রকাশ করেন যা অজ্ঞানতার বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি। কেননা যেখানে জনগণ হ্যাঁ সূচক মন্তব্য প্রদান করেন। নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রণীত হয় বলে বেশিরভাগ নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত, বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়রে একক সিদ্ধান্ত ও দলীয় প্রভাব পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা পর্যাপ্ত নয় বলে প্রায় সকল নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেছেন। আবার তাঁদের একটা অংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা পর্যাপ্ত বলে মতামত প্রকাশ করেন। এই অংশের মতামত হচ্ছে যাঁরা নগর প্রশাসনে নিয়োজিত আছেন তাঁরা নগর প্রশাসন নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দক্ষ নন বলে অর্ধেক নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মনে করেন। আবার অর্ধেকেরও কম ও কর্মচারীরা দক্ষ নয় বলে অর্ধেক নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মনে করেন। আবার অর্ধেকেরও কম মনে করেন নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দক্ষ। কেউ কেউ মতামত প্রকাশ করেন যে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা মোটামুটি পর্যায়ের। নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা দক্ষ কিনা? - এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের অর্ধেকেরও বেশি মনে করেন তারা দক্ষ নন। অল্প সংখ্যক মনে করেন তাদের দক্ষতা মোটামুটি পর্যায়ের। বাস্তব অবস্থা অবলোচন করলে দেখা যায় যে, নগর প্রশাসনের জনবল নিয়োগের কোন অনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নেই। যার ফলে আত্মীয়করণ ও পরিতোষণ নীতি পরিলক্ষিত হয় এবং অদক্ষ জনশক্তি নগর প্রশাসনে নিয়োগ লাভ করে। তবে এ সমস্যা দক্ষ জনশক্তির নিয়োগ ও নিয়োজিত দক্ষ ও আদমা জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দূর করা যায় বলে অধিকাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেন। নগর প্রশাসনের উন্নয়ন বাজেটের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায় হতে আসে বলে অধিকাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন। স্থানীয় বাজেট পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করে প্রায় নয়দশমাংশ নির্বাচিত

প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা। তাঁদের মতে আয়ের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও বিদ্যমান ক্ষেত্র হতে যথাযথভাবে কর সংগ্রহের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব। সংগৃহীত সম্পদের বেশিরভাগ ব্যয় হয় বেতন ভাতা প্রদানে। তাছাড়া সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার, টেন্ডারে দলীয়করণ ইত্যাদি কারণে সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় না বলে অর্ধেকেরও বেশি নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মনে করেন।

প্রায় সকল নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দলীয়করণ হয় না। এক্ষেত্রে পি.পি.আর. ২০০৮ অনুসরণ করা হয়।

প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মনে করেন নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রয়েছে।

নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় কিনা? - প্রশ্নের জবাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের প্রায় সকলেই হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেন, কিন্তু প্রায় সকল নাগরিকই না সূচক মতামত প্রকাশ করেন। তবে স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয় কিনা? এ প্রশ্নে প্রায় সকল নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা না সূচক প্রকাশ করেন। তবে প্রায় এক-চতুর্থাংশ সাধারণ মতামত প্রকাশ করেন যে নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে যেয়ে তাঁরা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন।

দশম অধ্যায়
অনুকল্প যাচাই ও ফলাফল

গবেষণার ফলাফল ও অনুসিদ্ধান্ত যাচাইকরণ

ক. অপরিবর্তিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, সিটি কর্পোরেশন এর কাজ অপরিবর্তিত। সারণী-২ এ দেখা যায় যে, ৬০ শতাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মনে করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর কার্যক্রম পরিবর্তিত নয়। সারণী- ২,১ এ দেখা যায়, ৮৮.৮৮ শতাংশ মনে করেন মাস্টার প্ল্যান না থাকায় সিটি কর্পোরেশন এর কার্যক্রম অপরিবর্তিতভাবে করা হয়। সারণী-১৩ তে দেখা যায় একই বিষয়ে সাধারণ নাগরিকের কাছে মতামত জানতে চাওয়া, হলে, তাদের ৮৬.৬৭ শতাংশ মনে করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের-এর কার্যক্রম পরিবর্তিত নয়। সুতরাং, গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের গবেষণার প্রথম অনুকল্প সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

খ. উন্নয়ন কার্যক্রম আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সম্পদের অপচয় হয়।

সারণী- ১.২ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের ২ জন মনে করেন, দক্ষ জনশক্তির অভাব, সম্পদের অভাব, সমন্বয়হীনতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদির কারণে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। সারণী-৮ এ দেখা যায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মোট গণসংখ্যার ৬০ শতাংশ মনে করেন, সিটি কর্পোরেশন এর সংগৃহীত সম্পদ পরিবর্তিতভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় না। তাদের ৩৩.৩৩ শতাংশ মনে করেন এতে সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার তথা অপচয় করা হয়, ১১.১১ শতাংশ মনে করেন সম্পদের অপ্রতুলতা ও বেতনভাতার বেশিরভাগ ব্যয় হয়।

509006

অপ্রতুলতা ও বেতনভাতার বেশিরভাগ ব্যয় হয়।

সারণী-১২ তে দেখা যায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মোট গণসংখ্যা ৩৩.৩৩ শতাংশ মনে করেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয় এবং ৬৬.৬৭ শতাংশ এর মতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয় না।

সারণী-১৫ তে দেখা যায়, সাধারণ নাগরিকদের ২৩.৩৩ মতামত প্রকাশ করেন নাগরিক সুবিধাভোগ করতে যেয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে।

সারণী-১৫ এ দেখা যায় ৫০ শতাংশ সাধারণ নাগরিক-কে নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে যা সম্পদের অপচয়েরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা এর মাধ্যমে সরকারি সম্পদ ব্যয় করে অনেক অনৈতিক কাজও সম্পাদন করা হয়।

সুতরাং বলতে পারি, আমার গবেষণার এই অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি সত্য বা মিথ্যা হয়নি। অর্থাৎ

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মাঝামাঝি পর্যায়ে, কিন্তু সম্পদ অপচয় উচ্চপর্যায়ের পরিলক্ষিত হয়েছে।

গ. নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবাধ ক্ষমতা চর্চা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা ও জবাবদিহিতার অভাব উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে।

সারণী-১০ এ দেখা যায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের ৭৩.৩৪ শতাংশ মনে করেন নগর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আছে। ২৬.৬৬ শতাংশ মনে করেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই।

সারণী-১০.২ এ দেখা যায় ২৫ শতাংশ মনে করেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবাধ ক্ষমতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

সারণী-১৬ তে দেখা যায় সাধারণ নাগরিকের ৭০ শতাংশ মনে করেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ মোটামুটি পর্যায়ের, ৬.৬৬ শতাংশ মনে করেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ খুব ভাল, ৬.৬৬ শতাংশ মনে করেন আচরণ খারাপ এবং ১০ শতাংশ মনে করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ খুব খারাপ।

এ সারণী হতে মূলত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ব্যবহার ও ক্ষমতার চর্চা প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে। তাছাড়া সারণী-১৯ এ দেখা যায় ৫০ শতাংশ নাগরিককে নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে যেয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় নগর প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

ঘ. সীমিত সম্পদের মাধ্যমে নগর প্রশাসন নগর উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে:

সারণী-৬ এ দেখা যায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের ১৩.৩৩ শতাংশ মনে করেন উন্নয়ন বাজেট কেন্দ্রীক সরকার কর্তৃক, স্থানীয় পর্যায় হতে ও দাতাগোষ্ঠী কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট সংগৃহীত হয়। অর্থাৎ, এখানে স্থানীয় সম্পদের স্বল্পতার চিত্র ফুটে ওঠে। যার কারণে উন্নয়ন কার্যক্রমে কেন্দ্রিক সরকারে উপর নির্ভর করতে হয়।

সারণী-১.১ এ দেখা যায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের ৩০.৭৭ শতাংশ মনে করেন অবকাঠামো গত উন্নয়নে, ৭.৬৯ শতাংশ মনে করেন পানীয়জল ব্যবহার উন্নয়নে এবং ৫৩.৮৫ শতাংশ মনে করেন উল্লিখিত সবগুলো ক্ষেত্র ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা, ৩.৩৩ শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা, ১৩.৩৩ শতাংশ যোগাযোগ সুবিধা, ৬০ শতাংশ পানীয় জলের সুবিধা লাভ করেন বলেন মতামত প্রকাশ করেন এবং সাধারণ নাগরিকদের ১৬.৬৭ শতাংশ মনে করেন যে, উল্লিখিত সকল ধরনের নাগরিক সেবা তারা নগর প্রশাসন হতে লাভ করেন। উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে আমার সর্বশেষ অনুকল্পটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

এছাড়াও গবেষণাকর্ম থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে যে চিত্র বেরিয়ে এসেছে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :-

প্রথমত : অধিকাংশ জনগন জানেন সিটি কর্পোরেশন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কিন্তু এর ধরণ সম্পর্কে তারা পরিপূর্ণ অবগত নন।

দ্বিতীয়ত : প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অঙ্গ

হিসেবে গণতন্ত্রের অগ্রগতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কেননা, মোটামোটি নিয়মিত নির্বাচন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, জনপ্রতিনিধি ও জনগণের যোগাযোগ ও সুন্দর সম্পর্ক, নরীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ, স্বাধীন মতামত প্রকাশ জনপ্রতিনিধিদের স্বেচ্ছাচারীতার প্রতিবাদসহ বিভিন্ন দিক এতে পরিস্ফুট হয়।

তৃতীয়ত : স্থানীয় জনগণের অধিকাংশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ মনে করেন সিটি কর্পোরেশনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব দূর করা উচিত।

চতুর্থত : জনপ্রতিনিধিগণ সিটি কর্পোরেশনের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পঞ্চমত : অধিকাংশ জনগণ মনে করেন, স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, কেননা এর মাধ্যমে জনগণ নির্বাচনী আচরণ ও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

ষষ্ঠত : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক দুর্নীতিকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতা (সাধারণ নাগরিক) চিহ্নিত করেন।

সম্প্রমত : জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের করণীয় ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের প্রয়োজনীয়তার উপর অধিকাংশ উত্তরদাতা (জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা) গুরুত্ব আরোপ করেন।

অষ্টমত : অধিকাংশ জনগণ অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন কার্যক্রমে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

নবমত : নগর প্রশাসনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবাধ ক্ষমতা চর্চা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা অভাব, সম্পদের অপচয় প্রভৃতি কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় বলে অধিকাংশ উত্তরদাতা (সাধারণ নাগরিক) মনে করেন।

দশমত : সীমিত সম্পদের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক উন্নয়ন। কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অধিকাংশ নাগরিক সন্তুষ্ট।

সুপারিশ ৪:-

- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনে মাধ্যমে সময়মত নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা বাধ্য থাকবে।
- দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক (Delegation) নীতি পরিহার করে স্থায়ী ক্ষমতা অর্পন (Delegation) নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার সুস্পষ্ট আইনী নির্দেশনা থাকতে হবে।
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব অনুসারে জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পৃথক থাকবে।
- মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করতে হবে, এজন্য একটি আনুষ্ঠানিক নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- নিয়োজিত দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- নগর প্রশাসনে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োজিত করতে হবে।
- স্থানীয় বাজেট বৃদ্ধিতে আয়ের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করার পাশাপাশি বিদ্যমান ক্ষেত্র হতে যথাযথভাবে কর সংগ্রহ করতে হবে।
- সংগৃহীত সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার রোধ করতে হবে।
- নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচরণ ও মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের অবাধ ক্ষমতা চর্চা বন্ধ করে জবাবদিহিতা আওতায় আনতে হবে।
- উন্নয়ন কার্যক্রম নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করতে হবে।
- সর্বোপরি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মরহুম মেয়র মোহাম্মদ হানিফের প্রস্তাবিত 'মিউনিসিপ্যাল গভার্নমেন্ট' প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানও এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

উপসংহার : বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নগরকেন্দ্রীক স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক। সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন, পর্যাপ্ত আয় ও নিজেস্ব লোকবল। তাছাড়া, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অসীকারের অভাব, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ক্ষমতা কাঠামোর দৌরাত্ম প্রভৃতি। যে সব কারণে জাতীয়ভাবে ও স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাই সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর জন্য প্রয়োজন নতুন আয়ের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা, বিদ্যমান ক্ষেত্র থেকে যথাযথভাবে কর সংগ্রহ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন এবং একটি আনুষ্ঠানিক নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন। সর্বোপরি একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে সে আলোকে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

বস্তুত : স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও গভীরতা অর্জন করবে এবং এর ভিত আরো মজবুত হবে। কেন্দ্রীয় ভাবে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীর (যেমন-এডিপি) বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন বিকল্প নেই।

এ গবেষণার ফলাফল আগামীতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের নতুন দিক নির্দেশনায় ফলপ্রসূ অবদানে স্থানীয় সরকারের সমস দূরীকরণের মাধ্যমে এদেশে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গড়ে উঠবে।

সংযুক্তি-০১

৫.১২ শেখ হাসিনা আমল (২০০৯-চলমান)

বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা)

কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত (বুধবার, এপ্রিল ৮, ২০০৯)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৮ এপ্রিল ২০০৯/ ২৫ চৈত্র ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ এপ্রিল, ২০০৯ (২৩ চৈত্র ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে এবং এতদ্বারা এ আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে :

২০০৯ সনের ২৭নং আইন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পুনঃপ্রচলন এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধন কল্পে প্রণীত আইন যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সমূহ পূরণকল্পে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন) পুনঃপ্রচলন করা এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো :-

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন :

(১) এ আইন উপজেলা পরিষদ (রহিত আনি পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হবে।

(২) এটি ৩০ জুন, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হয়েছে বলে গন্য হবে।

২. ১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন এর পুনঃপ্রচলন :

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ সনের ৩২নং অধ্যাদেশ) দ্বারা রহিত উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন) একই সনের একই নম্বরে পুনঃপ্রচলন করা হলো।

৩. ১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের দ্বারা ২-এর সংশোধন :

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর :-

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হবে, যথা: ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনমাল থেকে বাংলাদেশে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ ২৩৯

(ক) 'অস্থায়ী চেয়ারম্যান' অর্থ চেয়ারম্যান অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি; (খ) দফা (এ৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (এ৩) প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

(এ৩) 'পৌর প্রতিনিধি' অর্থ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত পৌরসভার মেয়র বা সাময়িকভাবে তার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি; (গ) দফা (ঠ) ও (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ),

(ড) ও (ঢ) প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

(ঠ) 'ভাইস চেয়ারম্যান' অর্থ পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান;

(ড) 'মহিলা সদস্য' অর্থ ধারা ৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ) তে উল্লিখিত পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য :

(ঢ) 'সদস্য' অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানসহ অন্য যে কোন সদস্য ।

৪। ১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন :

উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬টি প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

৬. পরিষদের গঠন :

১) এই আইন বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে উপজেলা গঠিত হবে, যথা :-

ক) চেয়ারম্যান;

খ) দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান, যাহার মধ্যে একজন মহিলা হবেন;

গ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সাময়িকভাবে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

ঘ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভা, যদি থাকে, এর মেয়র বা সাময়িকভাবে মেয়রদের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি, এবং

ঙ) উপধারা (৪) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ ।

২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন ।

৩) কোন উপজেলার এলাকাভুক্ত কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বালি হওয়ার কারণে উপধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) এর অধীন উপজেলা পরিষদের সদস্য থাকবেন না এবং এরূপ সদস্য না থাকলে উক্ত উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হবে না ।

৪) প্রত্যেক উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন, অতঃপর সংরক্ষিত আসন বলে উল্লিখিত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যারা উক্ত উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা, যদি থাকে, এর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলরগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন; তবে শর্ত থাকে, এ ধারায় কোন কিছুই কোন মহিলাকে সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে সরাসরি নির্বাচন করবার অধিকারকে বাতিল করবে না ।

ব্যাখ্যা :

এ উপধারার অধীনে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যদি উক্ত সংখ্যার ভগ্নাংশ থাকে এবং

উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেক বা তদুর্ধ্ব হয়, তবে তাকে পূর্ণসংখ্যা বলে গণ্য করতে হবে এবং যদি উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেকের কম হয়, তবে তাকে উপেক্ষা করতে হবে।

- ৫) উপধারা (১) এর অধীন উপজেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার পর তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে নতুন পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হওয়ার কারণে উপজেলা পরিষদের পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত উপধারা (৪) এ উল্লিখিত আসন সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটবে না এবং এ কারণে বিদ্যমান উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হবে না।
- ৬) উপধারা (১) এরদফা (গ) ও (ঘ) তে উল্লিখিত ব্যক্তি এ আইনের অধীনে পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।
- ৭) কোন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদসহ শতকরা ৭৫ ভাগ সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবং নির্বাচিত সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হলে এবং দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বা তার বেশি হলে তা এক গণ্য করতে হবে।

ব্যাখ্যা : গঠিত পরিষদের মোট সদস্যদের (৭৫%) পঁচাত্তর শতাংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের উদ্ভব হলে এবং তাহা দশমিক পাঁচ শতাংশের কম হলে অগ্রাহ্য করতে হবে এবং দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বা তার বেশি হলে তাহা এবং গণ্য করতে হবে।

৫.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন এর ধারা ৮ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ৮ এর-

- ক) উপরোক্ত টিকায় উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে;
- খ) উপধারা (২) এ উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।

৬.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ৯ এর-

- ক) উপরোক্ত টিকায় উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে;
- খ) উপধারা (১) এর-
- (অ) 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে; এবং (আ) শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র করমের নিম্নরূপে শপথপত্র বা ঘোষণা করম প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র

আমি

পিতা/ স্বামী

..... জেলা উপজেলার চেয়ারম্যান/ ভাই চেয়ারম্যান/ সদস্য
নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা
বিরাগে বশবর্তী না হইয়া সবার প্রতি আইনানুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

স্বাক্ষর,

(গ) উপধারা (২) এ উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো
ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

৭.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ১০ এর-

(ক) 'চেয়ারম্যান' শব্দে পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে;

(খ) ব্যাখ্যায় উল্লিখিত 'চেয়ারম্যানের' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো
প্রতিস্থাপিত হবে।

কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

৮.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১১এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ১১ এর-

ক) উপরোক্ত টীকায় উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান'
শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে;

খ) 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

৯.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনে ধারা ১২ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ১২ এর-

ক) উপরোক্ত টীকায় উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা
সদস্যগণের' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে;

খ) উপধারা (১) এ উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা
সদস্যগণ' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

১০.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।

উক্ত আইনের ধারা ১১ এর-

ক) উপধারা (১) এ উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা
সদস্যগণ' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

খ) উপধারা (২) এর

(অ) 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ডাই চেয়ারম্যান ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

(অ) শতাংশ উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে;

(গ) উপধারা (৩) এ উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ডাইস চেয়ারম্যান শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে;

১২.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন : এর ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।

উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপে ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

১৫. অস্থায়ী চেয়ারম্যান ও প্যানেল :

- ১) পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার এক মাসের মধ্যে ডাইস চেয়ারম্যানগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হতে অগ্রাধিকারক্রমে ২ সদস্যবিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচিত করবেন।
- ২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাজনিত বা অন্য যেকোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ডাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।
- ৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত অথবা অন্য যেকোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে নতুন চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ডাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।
- ৪) এ আইনের বিধানানুযায়ী প্যানেলভুক্ত ডাইস চেয়ারম্যানগণ অযোগ্য হলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যগণের মধ্য হতে নতুন চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরী করা যাবে।
- ৫) উপধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচিত বা হলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারম্যান প্যানেল তৈরী করতে পারবে।

১৩.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন:

উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর দফা (ক) তে উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান বা ডাইস চেয়ারম্যানের' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।

১৪.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন এর ধারা ১৭ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ১৭ তে উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ডাইস চেয়ারম্যানের' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

১৫.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১৯ ধারা সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) ও (খ) প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

(ক) চেয়ারম্যান ও ডাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটারতালিকা হবে; এবং

(খ) কোন ব্যক্তির নাম যে উপজেলার ভোটার তালিকায় আপাতত লিপিবদ্ধ থাকিবে তিনি যে উপজেলা

পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের নিবার্চনে ভোট প্রদান করতে পারবেন এবং চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হতে পারবেন।

১৬.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২০ সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ২০ এর :

(ক) উপধারা উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাই চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে :-

(খ) উপধারা (২) এ উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে :-

১৭.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২১ সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ২১ এর

ক) উপরোক্ত টীকায় উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে :-

খ) 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

১৮.১৯৯৮ ২৪নং আইনের ধারা ২২ সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ২২ এর

ক) উপরোক্ত টীকায় উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে;

খ) 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

১৯.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২৫ সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৫ প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

২৫. পরিষদের উপদেষ্টা :

১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর অধীনে একক আঞ্চলিক এলাকা হতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবে।

২) সরকারের কোন বিষয়ে পরিষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদকে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে অবহিত রাখতে হবে।

২০.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

(২) পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের কাছে হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হবে।

২১.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর-

(ক) উপধারা (১) উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপন হবে;

(খ) উপধারা (৪) এ অবস্থিত 'সরকার' শব্দটির পরে 'ও সংশ্লিষ্ট এলাকার সদস্যের' শব্দগুলো সন্নিবেশিত হবে।

২২.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২৯ এর প্রতিস্থাপন :

উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯ প্রতিস্থাপন হবে, যথা :-

২৯ কমিটি :

(১) পরিষদ তার কাজের সহায়তার জন্য যে কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি নিয়োগ করতে পারবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও তার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করতে পারবে :

তবে শর্ত থাকে, চেয়ারম্যান কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না। (২) পরিষদ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ১ (এক) টি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করবে :

ক) আইনশৃঙ্খলা

জ) সমাজকল্যাণ

খ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;

ঝ) ভূমি;

গ) কৃষি ও সেচ;

ঞ) মৎস্য ও পশুসম্পদ;

ঘ) শিক্ষা;

ট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়;

ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা;

ঠ) তথ্য ও সংস্কৃতি;

চ) যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন;

ড) বন ও পরিবেশ;

ছ) মহিলা ও শিশু উন্নয়ন;

ঢ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা ও ধারার অধীন গঠিত তদসংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিব হবেন।

৪) স্থায়ী কমিটি তার কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত (co-opt) করতে পারবে।

৫) স্থায়ী কমিটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য (co-opt member) এবং সদস্য-সচিবের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

২৩. ১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩৩ এর প্রতিস্থাপন :

উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৩ প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

২৩. পরিষদের সচিব :

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের সচিব হবেন এবং তিনি পরিষদকে সাাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন। 'চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

২৫. ১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর উপধারা (৩) এ অবস্থিত 'উন্নয়ন পরিকল্পনার' শব্দগুলোর পরে 'বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক' শব্দগুলো সন্নিবেশিত হবে।

২৬.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৩ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ৪৩ এ উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

২৭.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৫৩ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ৫৩-এর উপধারা (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

২৮.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬৩ এর সংশোধন:

উক্ত আইনের ধারা ৬৩ এর উপধারা (২) এর-

(ক) দফা (ক) তে উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

(খ) দফা (গ) তে উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

(গ) দফা (গ) তে উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

২৯.১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬৯ এর সংশোধন :

উক্ত আইনের ধারা ৬৯ এর-

(ক) উপরোক্ত টীকায় উল্লিখিত 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

(খ) 'চেয়ারম্যান' শব্দের পরিবর্তে 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপিত হবে।

৩০. রহিতকরণ ও হেফাজত :

(১) স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২নং অধ্যাদেশ), অতঃপর রহিত অধ্যাদেশ বলে, উল্লিখিত এতদ্বারা রহিত করা হলো।

(২) রহিত অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত আদেশকৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও আইন দ্বারা পুনঃপ্রচলন হওয়া উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন বলে গণ্য হবে।

৩১. ১৯৯৮ সনের ২৪নং আইনের প্রথম তাফসিলের প্রতিস্থাপন:

উক্ত আইনের প্রথম তাফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ তাফসিল প্রতিস্থাপিত হবে।^{৬২}

৬২. হেলেনা, খান বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও রাজনীতি: আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, জুলাই-২০১১

সংযুক্তি - ২

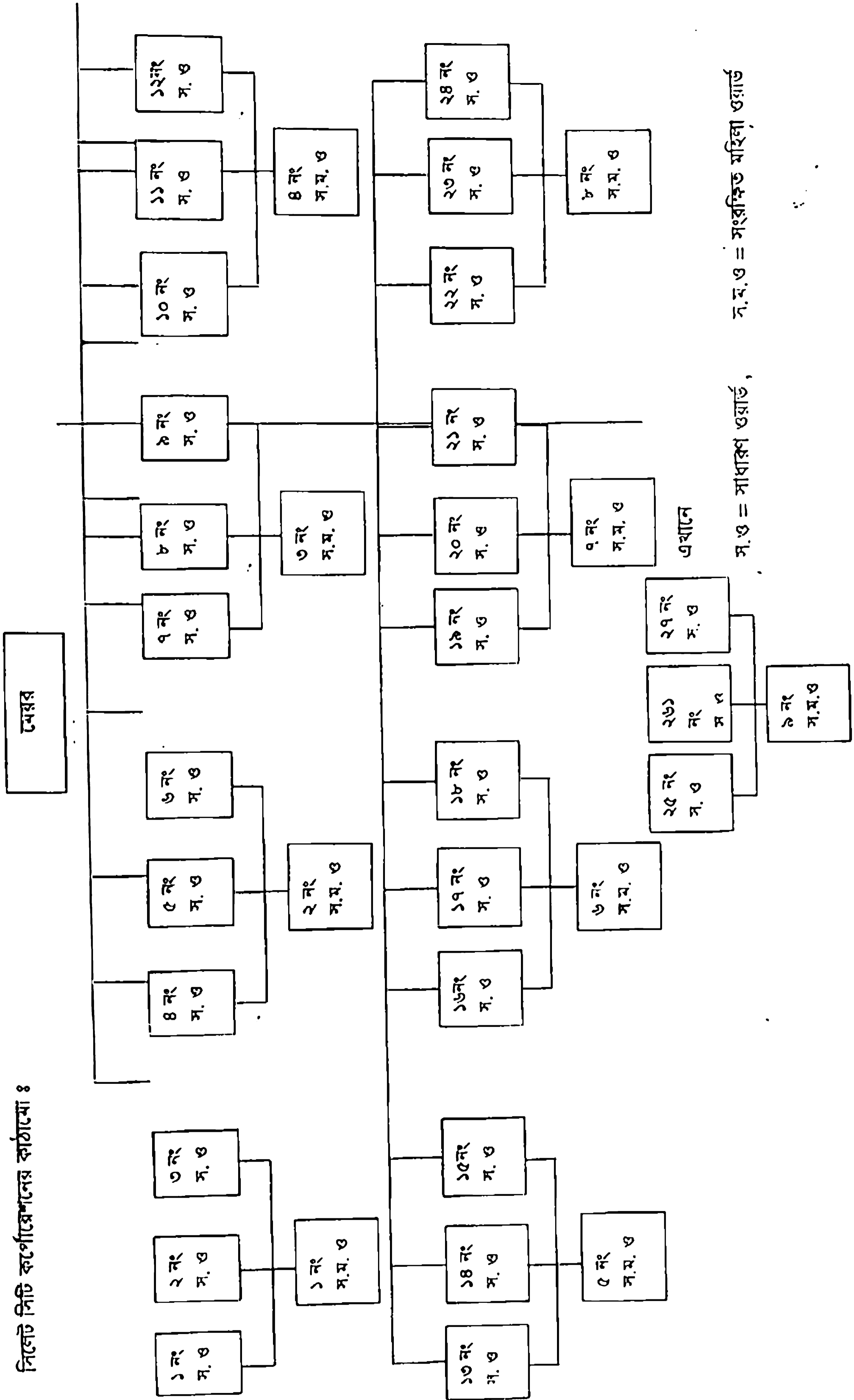
সংযুক্তি-০২

এক নজরে সিলেট সিটি কর্পোরেশন

রাস্তা	২১৯.৯৮
নালা	৩২৯.৩০
পানির পাম্প	১৬
পানিশোধনাগর	১
গভীর নলকূপ	২০
পাইপ লাইন	১৬০ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট	৪০
পুল	৪
হোল্ডিং	২৯,৩৮১
বিশ্ববিদ্যালয়	৫
মেডিক্যাল কলেজ	৪
ক্যাডেট কলেজ	১
সরকারি মাদরাসা	১
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	৩
কলেজ	১০
উচ্চ বিদ্যালয়	১৭
ল' কলেজ	২
মুক ও বধির বিদ্যালয়	১
শিক্ষার হার	৭৩%
স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা	৭
হাসপাতাল	৬
পশু হাসপাতাল	২
পুলিশ হাসপাতাল	১
ক্লিনিক	৩১

বিদ্যুৎ বিতরণ বোর্ড	১
প্রধান ডাকঘর	১
সহযোগী প্রতিষ্ঠান	৮৫
কারগার	২
টি. ভি. সম্প্রচার কেন্দ্র	১
মার্কেট	১২
ব্যাংক	২৬
বাস স্ট্যান্ড	২
কমিউনিটি সেন্টার	৩০
রেস্টুরেন্ট	৯৮
দৈনিক বজ্য	৮০
ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১
প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১
সেবিগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১
ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	১
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১

নিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাঠামো :



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নামের তালিকা

মেয়র : বদর উদ্দীন আহমদ কামরনা

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নামের তালিকা :

নাম	ওয়ার্ড
আজিজুল হক মানিক	১
রাজিক মিয়া	২
আব্দুল খালিক	৩
আব্দুল খালিক	৩
মোহাম্মদ রেজাউল লোদী কয়েস	৪
রেজওয়ান আহমদ	৫
ফরহাদ চৌধুরী	৬
এহিউদ্দীন আহমদ লোকমান	৭
জগদীশ চন্দ্র দাশ	৮
মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান	৯
সালেহ আহমদ চৌধুরী	১০
আব্দুর রাকিব বাবুল	১১
মো: সিকন্দর আলী	১২
শান্তনু দত্ত (শান্ত)	১৩
আব্দুর রহমান মিহাদ	১৪
মো: মুজিবুর রহমান	১৫
জামাল আহমদ	১৬
ফয়জুর আহমদ	১৭
এ.বি.এম জিলুর রহমান	১৮
দিনারা খান (হাসু)	১৯
মো: আজাদুর রহমান	২০
সাজ্জাদুর রহমান	২১
সালেহ আহমদ সেলিম	২২
হাজি ফারুক আহমদ	২৩
মো: শাহজাহান	২৪

আশিক আহমদ	২৫
সেলিম আহমদ রনি	২৬
আব্দুল জলিল নজবুল	২৭

সূত্র : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

মহিলা কাউন্সিলরদের (সংরক্ষিত ওয়ার্ড) নামের তালিকা :

নাম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর	সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর
সালমা সুলতানা	১	১,২,৩
আখতারুন্নেসা	২	৪,৫,৬
জেবুন্নহার	৩	৭,৮,৯
রুহেনা খানম মুক্তা	৪	১০,১১,১২
শাহানা বেগম শানু	৫	১৩,১৪,১৫
শাহনারা বেগম	৬	১৬,১৭,১৮
নাজনিন আক্তার কণা	৭	১৯,২০,২১
সালেহা কবির শেপী	৮	২২,২৩,২৪
আসমা বেগম	৯	২৫,২৬,২৭

সূত্র : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

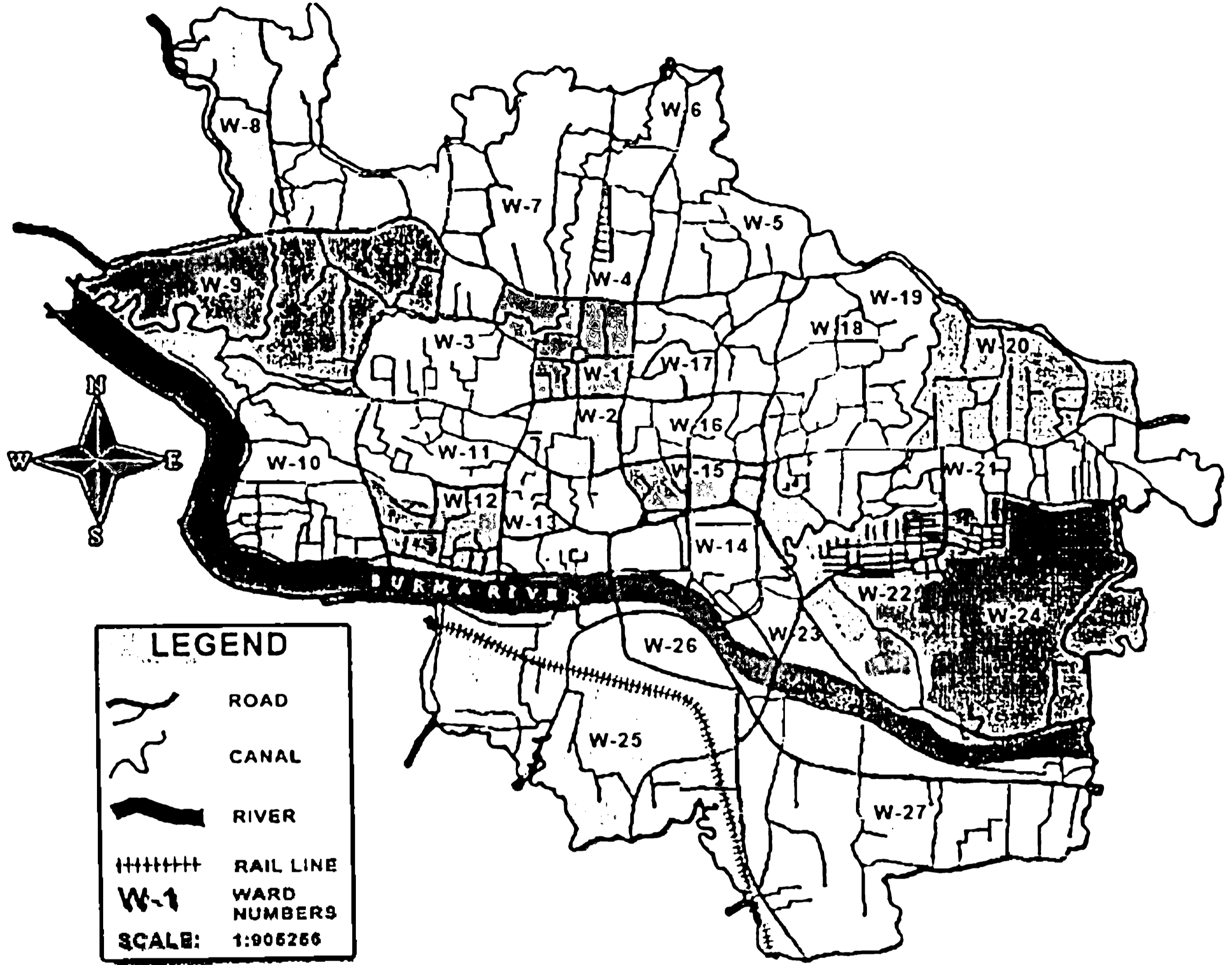
মহিলা কাউন্সিলরদের (সংরক্ষিত ওয়ার্ড) নামের তালিকা :

ওয়ার্ড নং-১	ওয়ার্ড নং-২	ওয়ার্ড নং-৩
আম্বারখানা দরগাহ মহলা দরগা গেইট মীরের ময়দান মিয়া কাজিল চিশত পূর্ব সুবিদবাজার রাজার গলি	দায়িরাপাড়া জলারপাড় কাজি ইলিয়াস লামাবাজার মিজা জাঙ্গাল জিন্দাবাজার	কালশাহ কেওয়াপাড়া মুন্সিপাড়া সুবিদবাজার
ওয়ার্ড নং-৪	ওয়ার্ড নং-৫	ওয়ার্ড নং-৬
আম্বরখান দওপাড়া হাউজিং এস্টেট লিচুবাগান মজুমদারী	বড় বাজার ইলেকট্রিক সাপাই ওয়াইপাড়া খাসদবির	বাদামবাগিচা চৌকীদেবী ইলাশকান্দী সৈয়দমুগ্নী
ওয়ার্ড নং-৭	ওয়ার্ড নং-৮	ওয়ার্ড নং-৯

বন কলাপাড়া ফাজিল চিশত জালালাবাদ কলাপাড়া পীর মহলা সয়েফখান রোড সুবিদ বাজার		ব্রাহ্মণশাসন হাওলাদারপাড়া কলাপাড়া নওয়াপাড়া পানিতলা উত্তর পীলমহলা		আখালিয়া বাঘবাড়ি খুলিয়াপাড়া কানিশাইল মদিনা মার্কেট হেনারি পাড়া পাঠানটুলা
ওয়ার্ড নং-১০		ওয়ার্ড নং-১১		ওয়ার্ড নং-১২
ঘাসিটুলা কলাপাড়া মুজমদার পাড়া মোলাপাড়া নবাব রোড ওয়াপদা		ডাতালিয়া বিলপাড় কাজলশাহ লাল দীঘিরপাড় মধুশহীদ নয়াপাড়া রিকাবীবাজার		ভাঙ্গাটিকর ইটখোলা কুয়ারপাড় সওদাগরতলা শেখঘাট
ওয়ার্ড নং-১৩		ওয়ার্ড নং-১৪		ওয়ার্ড নং-১৫
চাঁনদীঘাট দক্ষিণ তালতলা কাজির বাজার লামা বাজার মির্জাজাসাল মোগলতলা মুছাদীঘিরপাড় রাণীরদীঘিরপাড় শেখঘাট সুরমা মার্কেট তুপখানা তেলিহাওড়		বন্দরবাজার ব্রাহ্মণণ বাজার চালিবন্দর ছড়ারপাড় ঘাসান মার্কেট ডাক বাংলা রোড জলারপাড় জামতলা হকার মার্কেট কগঠঘর কামালঘর কালীঘাট লালদীঘিরপাড় পৌরবিপনী পৌর মির্জাজাসাল উত্তর তালতলা জিন্দাবাজার		বন্দরবাজার বারুদখানা চালিবন্দর হাসান মার্কেট চুরিপট্টা জেলরোড নাইওরপুল নোয়াপাড়া সোবহানিঘাট পুরানলেন উত্তর ধোপাদীঘির পাড় জিন্দাবাজার
ওয়ার্ড নং-১৬		ওয়ার্ড নং-১৭		ওয়ার্ড নং-১৮
চারদীঘিরপাড় ধোপাদীঘিরপাড় হাওয়াপাড়া কুমারপাড়া পূর্ব জিন্দাবাজার সওদাগরটুলা তাঁতীপাড়া		আম্বরখানা মহলে আব্দুল্লাহ চন্দানটোলা চৌহাট্টা কাজি জালাল উদ্দিন কাজিটুলা মীরবন্দরটুলা		এভারথ্রিং ঝেরঝেরিপাড়া মীরাবাজার মৌসুমি সবুজবাগ শাহী ঈদগাহ

ওয়ার্ড নং-১৯		ওয়ার্ড নং-২০		ওয়ার্ড নং-২১
রায়নগর দর্জিপাড়া সোনারপাড়া		উত্তর বালুচর খরাদিপাড়া লামাপাড়া মজুমদারপাড়া রায়নগর সেনপাড়া সোনাপাড়া শিবগঞ্জ		ভাটাটকর ব্রাহ্মণপাড়া গোপলটিলা হাতিমবাগ সাদিপুর শাপলাবাগ টিলাগড়
ওয়ার্ড নং-২২		ওয়ার্ড নং-২৩		ওয়ার্ড নং-২৪
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি বক-এ হতে জে		মেন্দিবাগ মাছিমপুর		হাতিমবাগ খুরশিঘাট লামাপাড়া মিড়াপাড়া সাদাটিকর সরদারপাড়া শাপলাবাগ সাদিপুর-২ তেররতন টুলটিকর
ওয়ার্ড নং-২৫		ওয়ার্ড নং-২৬		ওয়ার্ড নং-২৭
বরইকান্দি ভার্মখোলা খোজারখোলা মোমিনখোলা		ঝালেপাড়া কদমতলী		আলমপুর গোটাটিকর

সূত্র : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।



মানচিত্র : সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০০৮ এর ৫০ ৫০ (১)(২)(৩) ধারা মোতাবেক সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জন্য নিম্নোক্ত স্থায়ী কমিটি সমূহ গঠন করা হয়েছে।

কমিটির মেয়াদ কাল : ২১/০৬/২০১১ খ্রি: থেকে ১৮/০৯/২০১৩ খ্রি: পর্যন্ত (২য় মেয়াদ)

১। কমিটির নাম : অর্থ ও সংস্থাপন

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মো: মুজিবুর রহমান	সাধারণ-১৫	সভাপতি
০২	জনাব মহিউদ্দিন আহমদ লোকমান	সাধারণ-৭	সদস্য
০৩	জনাব রেজওয়ান আহমদ	সাধারণ-৫	সদস্য
০৪	জনাব সাজ্জাদুর রহমান সুজ্জাদ	সাধারণ-২১	সদস্য
০৫	বেগম জেবুনেহার শিরিন	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৩	সদস্য

২। কমিটির নাম : বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব এ কি এম এম জিলুর রহমান	সাধারণ-১৮	সভাপতি
০২	জনাব ফয়জুল আনোয়ার	সাধারণ-১৭	সদস্য
০৩	জনাব জামাল আহমদ	সাধারণ-১৬	সদস্য
০৪	জনাব আব্দুল খালিক	সাধারণ-৩	সদস্য
০৫	জনাব বেগম সালেহা কবীর সেপী	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৮	সদস্য

৩। কমিটির নাম : শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাহ্যরক্ষা ব্যবস্থা

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান	সাধারণ-২৪	সভাপতি
০২	জনাব ফরহাদ চৌধুরী শামীম	সাধারণ-৬	সদস্য
০৩	জনাব আব্দুল জলিল নজরুল	সাধারণ-২৭	সদস্য
০৪	বেগম নাজনীন আক্তার কণা	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৭	সদস্য
০৫	জনাব আশিক আহমদ	সাধারণ-২৫	সদস্য

৪। কমিটির নাম : নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মো: মোখলেছুর রহমান কামরান	সাধারণ-৯	সভাপতি
০২	জনাব ছালেহ আহমদ চৌধুরী	সাধারণ-১০	সদস্য
০৩	জনাব জগদীষ চন্দ্র দাস	সাধারণ-৮	সদস্য
০৪	জনাব মো: মুজিবুর রহমান	সাধারণ-১৫	সদস্য
০৫	বেগম আছমা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৯	সদস্য

৫। কমিটির নাম : হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব ছালেহ আহমদ সেলিম	সাধারণ-২২	সভাপতি
০২	জনাব মো: মোখলেছুর রহমান কামরান	সাধারণ-৯	সদস্য
০৩	জনাব রেজওয়ান আহমদ	সাধারণ-৫	সদস্য
০৪	জনাব শান্তনু দত্ত সনতু	সাধারণ-১৩	সদস্য
০৫	বেগম আখতারুন্নেছা বেবী	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-২	সদস্য

৬। কমিটির নাম : নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব হাজী ফারুক আহমদ	সাধারণ-২৩	সভাপতি
০২	জনাব আজাদুর রহমান আজাদ	সাধারণ-২০	সদস্য
০৩	জনাব আশিক আহমদ	সাধারণ-২৫	সদস্য
০৪	জনাব মো: সিকন্দর আলী	সাধারণ-১২	সদস্য
০৫	বেগম রুহেনা খানম মুজা	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৪	সদস্য

৭। কমিটির নাম : পানি ও বিদ্যুৎ

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মো: আব্দুর রকিব বাবুল	সাধারণ-১১	সভাপতি
০২	জনাব আজিজুল হক মানিক	সাধারণ-১	সদস্য
০৩	জনাব আব্দুল খালিক	সাধারণ-৩	সদস্য
০৪	জনাব সেলিম আহমদ রনি	সাধারণ-২৬	সদস্য
০৫	বেগম শাহানারা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৬	সদস্য

৮। কমিটির নাম :

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	বেগম আখতারুন্নেছা বেবী	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-২	সভাপতি
০২	জনাব আব্দুর রকিব বাবুল	সাধারণ-১১	সদস্য
০৩	জনাব মো: রজিক মিয়া	সাধারণ-২	সদস্য
০৪	জনাব মো: রেজাউল হাসান লোকী কয়েস	সাধারণ-৪	সদস্য
০৫	বেগম সালমা সুলতানা	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-১	সদস্য

৯। কমিটির নাম : পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব সেলিম আহমদ রনি	সাধারণ-২৬	সভাপতি
০২	জনাব আব্দুর রহমান মিহাদ	সাধারণ-১৪	সদস্য
০৩	জনাব হাজী ফারুক আহমদ	সাধারণ-২৪	সদস্য
০৪	বেগম হালেহ আহমদ সেলিম	সাধারণ-২২	সদস্য
০৫	বেগম শাহানা বেগম শাবু	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৫	সদস্য

১০। কমিটির নাম : ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব আজাদুর রহমান আজাদ	সাধারণ-২০	সভাপতি
০২	জনাব আব্দুল খালিক	সাধারণ-৩	সদস্য
০৩	জনাব দিনার খান সাসু	সাধারণ-১৯	সদস্য
০৪	জনাব এ বি এম জিলুর রহমান	সাধারণ-১৯	সদস্য
০৫	বেগম আখতারুন্নেছা বেবী	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৫	সদস্য

১১। কমিটির নাম : জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	বেগম শাহানা বেগম শানু	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৫	সভাপতি
০২	জনাব ফয়জুল আনোয়ার	সাধারণ-১৭	সদস্য
০৩	জনাব আব্দুর রহমান মিয়াদ	সাধারণ-১৪	সদস্য
০৪	জনাব জনাব দিনার খাস হাসু	সাধারণ-১৯	সদস্য
০৫	বেগম আখতারুন্নেছা বেবী	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-২	সদস্য

১২। কমিটির নাম :

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	বেগম শাহানারা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৬	সভাপতি
০২	জনাব আব্দুল জালিল নজরুল	সাধারণ-২৭	সদস্য
০৩	জনাব ফরহাদ চৌধুরী শামীম	সাধারণ-৬	সদস্য
০৪	জনাব হাজী ফারুক	সাধারণ-২৪	সদস্য
০৫	জনাব মো: সিকন্দর আলী	সাধারণ-১২	সদস্য

১৩। কমিটির নাম : ধর্ম বিষয়ক

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব আব্দুল জলিল নজরুল	সাধারণ-২৭	সভাপতি
০২	জনাব আজিজুল হক মানিক	সাধারণ-১	সদস্য
০৩	জনাব মো: রাজিক মিয়া	সাধারণ-২৯	সদস্য
০৪	জনবা সেলিম আহমদ রনি	সাধারণ-২৬	সদস্য
০৫	বেগম আছমা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৯	সদস্য

১৪। কমিটির নাম : স্যানিটেশন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব দিনার খান হাসু	সাধারণ-১৯	সভাপতি
০২	জনাব জগদীশ চন্দ্র দাস	সাধারণ-৮	সদস্য
০৩	জনাব জামাল আহমদ	সাধারণ-১৬	সদস্য
০৪	জনাব মহিউদ্দিন আহমদ লোকমান	সাধারণ-৭	সদস্য
০৫	বেগম সালেহা কবীর হেপী	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৮	সদস্য

১৫। কমিটি নাম : মুক্তিযুদ্ধা ও প্রবাসী কল্যাণ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	বেগম আছমা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৯	সভাপতি
০২	জনাব সাজ্জাদুর রহমান সুজ্জাদ	সাধারণ-২১	সদস্য
০৩	জনাব এ বি এম জিলুর রহমান	সাধারণ-১৮	সদস্য
০৪	জনাব মো: রেজাউল হাসান লোদী কয়েস	সাধারণ-২৪	সদস্য
০৫	বেগম রুহেনা খানম মুক্তা	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৪	সদস্য

১৬। কমিটির নাম : সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন মার্কেট সমূহ উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মো: সিকন্দর আলী	সাধারণ-১২	সভাপতি
০২	জনাব শান্তনু দত্ত সন্ত	সাধারণ-১৩	সদস্য
০৩	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান	সাধারণ-২৪	সদস্য
০৪	জনাব মুজিবুর রহমান	সাধারণ-১৫	সদস্য
০৫	বেগম জেবুনাহার শিরিন	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৩	সদস্য

১৭। কমিটির নাম : আইনি সহায়তা বিষয়ক কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	বেগম জেবুনাহার শিরিন	সাধারণ-৩	সভাপতি
০২	জনাব ছালেহ আহমদ চৌধুরী	সাধারণ-১০	সদস্য
০৩	জনাব জনাব আব্দুর রকিব বাবলু	সাধারণ-১১	সদস্য
০৪	জনাব ছালেহ আহমদ সেলিম	সাধারণ-২২	সদস্য
০৫	বেগম সালমা সুলতানা	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-১	সদস্য

১৮। কমিটি নাম : নারী উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	কমিটিতে পদবী
০১	বেগম রুহেনা খানম মুক্তা	সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৪	সভাপতি
০২	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান	সাধারণ-২৪	সদস্য
০৩	জনাব মো: মোখলেছুর রহমান কামরান	সাধারণ-৯	সদস্য
০৪	বেগম শাহানারা বেগম	সংক্ষিত ওয়ার্ড-৬	সদস্য
০৫	বেগম নাজনীন আক্তার কণা	সংক্ষিত ওয়ার্ড-৭	সদস্য

বি: দ্র: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০০৮ এর ৫০ (৪) ধারা মোতাবেক মাননীয় মেয়র পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

একনজরে বাজেট
২০১১-২০১২ ইং

বিবরণ

প্রকৃত ২০০৯-২০১০ ইং
টাকা

সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ইং	লক্ষ টাকায় বাজেট ২০১১-১২ইং
টাকা	টাকা

৪৯৪.১১
১৩২০.০৭
১৬৩.৯৪
১০৪৪৪.০১
০.০০
৪০৭.৩৩
৬০০.০০
৩৫০০.০০
৪৫০৭.৩৩

৬৪৮৫.৪৫

প্রারম্ভিক স্থিতি
আয় :
রাজস্ব-১
রাজস্ব-২
মোট
উন্নয়ন :
অন্যান্য উন্নয়ন
সরকারী অনুদান (থোক)
সরকারী বিশেষ অনুদান
সরকারী/বেদেশিক
সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প
মোট
সর্বমোট

ব্যয় :

৯৮৯.৭৪
২০৭.১২
১১৯৬.৮৬
৪৪.৬৪
৪৬২১.৬০
৪৬৬৬.২৪
১৬৬৭.০৩
৭৫৩০.১৩
রাজস্ব-১
রাজস্ব-১
মোট
উন্নয়ন
অন্যান্য উন্নয়ন
উন্নয়ন
মোট
সমাপনী স্থিতি
সর্বমোট

১৬৬৭.০৩	২৫০০.০০
২৫৪৮.৩০	৪২৮৪.৮১
৪৪৫.২০	৭৩৫.৯৯
২৯৯৩.৫০	৫০২০.৮০
৬৫.০০	৪৫০.০০
৪৩৫.৯২	৫৬০.০০
১৫৭০.০০	১৯০০.০০
৫২৩৯.৪২	১৭১৬৪.৫৯
৭৩১০.৩৪	২০০৭৪.৫৯
১১৯৭০.৮৭	২৭৫৯৫.৩৯
১৩৫৮.৩০	১৮৪১.০০
২৫৯.৮২	৩২৯.৮০
১৬১৮.১২	২১৭০.৮০
৮৫.০০	৪৫০.০০
৭৭৬৭.৭৫	২১৮৭৪.৫৯
৭৮৫২.৭৫	২২৩২৪.৫৯
২৫০০.০০	৩১০০.০০
১১৯৭০.৮৭	২৭৫৯৫.৩৯

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
	আয়	৪৯৪.১১	১৬৬৭.০৩	২৫০০.০০
	প্রারম্ভিক স্থিতি			
	রাজস্ব আয় :			
১	ক) গৃহ ও ভূমি কর	৭১.৪৪	৩৪০.০০	৯৩৫.০৪
	খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৩৮৪.০২	৪০০.০০	৪৫০.০০
	গ) ইমারত নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ কর	১১৮.৪৪	২২০.০০	২৫০.০০
	ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং এর উপর কর	১২৮.০২	২৪০.০০	৩০০.০০
	ঙ) জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ ও দণ্ডক গ্রহণের উপর কর	১.৬৭	১.৫০	২.৫০
	চ) বিজ্ঞাপন কর	১৯.৪৩	২০.০০	২০.০০
	ছ) পোষাপ্রাণী কর	০.০০	০.০০	০.৫০
	জ) সিনেমা, থিয়েটার, অভিও ভিজ্যুয়েল কর	১.৬৯	২.০০	২.০০
	ঝ) পুকুর ইজারা	০.০০	০.০০	১.০০
	ঞ) যানবাহন (যান্ত্রিক যানবাহন ও নৌকা ব্যতীত কর)	২১.৭৯	১০০.০০	৮০.০০
২	রেইট			
	ক) লাইটিং	৩০.৩৫	১৪৫.০০	৪০০.০৭৩
	খ) কনজারভেন্সি	৬৮.৪৯	৩৪০.০০	৯৩৫.০৪
৩	ফিস			
	ক) লাইসেন্স	১৪.০০	২০.০০	২৫.০০
	খ) পণ্ড জবাই	৪.৭৪	৬.০০	৮.০০
	গ) সিটি মার্কেটের দোকান গ্রহীতার নাম পরিবর্তন ও নবায়ন ফিস	৭.৩০	৩০.০০	৫০.০০
	ঘ) মেলা কৃষি প্রদর্শনী	০.০০	০.৫০	২.০০
	ঙ) ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ফিস	১৮.৫৯	২৫.০০	২৫.০০
	চ) অন্যান্য ফিস	০.০০	১.০০	১.০০

8	অন্যান্য			
	ক) হাট বাজার ইজারা	১৬.৪৭	২৫.০০	৩০.০০
	খ) বাসস্ট্যান্ড/টার্মিনাল ইজারা	৪৬.১৪	৬৫.০০	৮০.০০
	গ) অস্থায়ীভাবে টেক্সি ও লাইটস স্ট্যান্ড ইজারা	০.০০	০.০০	২.০০
	ঘ) ফেরিঘাট ইজারা	১৪.২১	১২.০০	২০.০০
	ঙ) শৌচাগার ইজারা	১.৮৯	৩.০০	৪.০০
	চ) কবরস্থান / শ্মশানঘাট	০.০০	০.০০	০.৫০
	ছ) রোড রোলার / মিকচার মেশিন ভাড়া	১.৮০	৮.০০	১০.০০
	জ) সিটির সম্পত্তি ভাড়া	২৪.১৬	৪০.০০	৫০.০০
	ঝ) সিটির সম্পত্তি লিজ ও নবায়ন	০.০০	২০.০০	২৪.০০
	ঞ) স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা	০.০০	০.৫০	১.০০
	উপ-মোট	৯৯৪.৬৪	২০৬৪.৫০	৩৭০৯.৩১

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
	ট) রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ বাবদ আয়	২৯.০৯	৬০.০০	১০০.০০
	ঠ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট	০.০৮	০.৩০	১.০০
	ড) বিভিন্ন ফরম (ঠিকাদারী রেজিস্ট্রেশন ফরম ইত্যাদি)	০.০৩	০.৩০	১.০০
	ঢ) দরপত্র সিডিউল	২১৩.৪২	৩২০.০০	৩৫০.০০
	ণ) জরিমানা/ ফ্রোকি পরওয়ানা	১.০১	৩.০০	৩.০০
	ত) এ.আর.ডি ফিস	০.১০	০.২০	০.৫০
	থ) ই.পি.আই কর্মসূচী	৫.৯১	১০.০০	১৫.০০
	দ) বিনিয়োগ থেকে আয়	৩৬.৮১	৪০.০০	৪০.০০
	ধ) অন্যান্য বিভিন্ন পুরাতন সামগ্রী ও সরঞ্জামাদী বিক্রয়, পাঠাগারের পুরাতন পত্রিকা বিক্রয় অব্যয়িত টাকা জমা ইত্যাদি)	২৮.৯৮	২৫.০০	৩০.০০
	মোট=	৩১৫.৪৩	৪৫৮.৮০	৫৪০.৫০
	উপ-মোট	১৩১০.০৭	২৫২৩.৩০	৪২৪৯.৮১
৫	উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান			
	ক) নগর শুক্কের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরী	১০.০০	২৫.০০	২৫.০০
	খ) কর্মচারী বেতন বৃদ্ধি জনিত মঞ্জুরী	০.০০	০.০০	৫.০০
	গ) অন্যান্য মঞ্জুরী	০.০০	০.০০	৫.০০
	মোট=	১০.০০	২৫.০০	৩৫.০০

উপাংশ-২				
১) পানি কর	৩০.৩৫	১৪৫.০০	৪০০.০০	
২) পানীয় জলের মাসিক চার্জ	৯৯.৫৭	২৫০.০০	২৮০.০০	
৩) সংযোগ ও পুনঃসংযোগ ফিস	২০.৯২	৩০.০০	৩৫.০০	
৪) নলকূপ স্থাপনের অনুমোদন ফি	৩.৯০	১০.০০	১০.০০	
৫) ফরম বিক্রয়	০.১০	০.২০	০.২৬	
৬) অন্যান্য	৯.১০	১০.০০	১০.০০	
উপ-মোট=	১৬৩.৯৮	৪৪৫.২০	৭৩৫.৯৯	
মোট রাজস্ব আয় : সর্বমোট (উপাংশ ১+২)	১৪৮৪.০১	২৯৯৩.৫০	৫০২০.৮০	

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
১	খ (১) উন্নয়ন হিসাব :			
	ক) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী (এডিপি)	৪০৭.৩৩	৪৩৫.৯২	৫৬০.০০
	খ) সরকারী বিশেষ প্রকল্প মঞ্জুরী	৬০০.০০	১৫৭০.০০	১৩০০.০০
	গ) মসজিদ মন্দির মাজার কবরস্থান/ শ্মশানঘাট উন্নয়ন	০.০০	০.০০	২৫০.০০
	ঘ) বন্য পুনর্বাসন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০.০০
	ঙ) বৈদ্যুতিক ও টেলিফোন পোল ইত্যাদি স্থানান্তর বাবদ ব্যয়	০.০০	০.০০	৫০.০০
২	স্বচ্ছতা অনুদান	০.০০	০.০০	৫০.০০
৩	অন্যান্য প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	৫০.০০
	উপ-মোট=	১০০৭.৩৩	২০০৫.৯২	২৪৬০.০০

১	খ) (২) সরকারী/বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প :	০.০০	০.০০	৩৫০০.০০
২	সিলেট মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	০.০০	৪০০০.০০	১০০০০.০০
৩	সিলেট কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	১০০.০০
৪	বর্জ্যব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১০০০.০০	৮০০.০০	৫৫০.০০
৫	প্রাইমারী ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নগর ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ	২৫০০.০০	০.০০	০.০০
৬	প্রকল্প	০.০০	১.০০	০.০০
৭	গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	০.০০	০.০০	১০০.০০
৮	ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	১০০.০০	৬০০.০০
৯	বিভিন্ন ছড়া অধিগ্রহণ, খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ প্রকল্প	০.০০	১০.০০	২০০.০০
১০	জমি অধিগ্রহণ	০.০০	০.০০	৫০.০০
১১	গভীর নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	৭০৯.৫০
১২	ধোপাদিঘীরপাড়ে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১৩	বিএমডিএফ এর আওতায় রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও পানি সরবরাহ করণ প্রকল্প	০.০০	১৩০.০০	৩০০.০০
১৪	ইউপিইএইচসি উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	১৯৮.৪২	৪৯৫.০৯
১৫	নগর অংশিদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র দূরিকরণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	১০.০০
১৬	আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০.০০
১৭	বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প			
১৮	অন্যান্য প্রকল্প			
	উপ-মোট	৩৫০০.০০	৫২৩৯.৪২	১৭১৬৪.৫৯

খ) (৩) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্প				
১	সিটি মালিকানাধীন হকার্স মার্কেটের দোকান বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট থেকে নির্মাণ ব্যয় গ্রহণ	০.০০	৫০.০০	২০০.০০
২	প্রস্তাবিত হাসান মার্কেটের দোকান বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট থেকে নির্মাণ ব্যয় গ্রহণ	০.০০	১০.০০	১৫০.০০
৩	বাগবাড়ি আবাসিক প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় গ্রহণ	০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৪	অন্যান্য মার্কেটের নির্মাণ ব্যয় গ্রহণ	০.০০	০.০০	৫০.০০
	উপ-মোট	০.০০	৬৫.০০	৪৫০.০০
	মোট উন্নয়ন আয়	৪৫০৭.৩৩	৭৩১০.৩৪	২০০৭৪.৫৯
	সর্বমোট	৬৪৮৫.৪৫	১১৯৭০.৮৭	২৭৫৯৫.৩৯

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
	গ) মূলধন হিসাব			
১	গ্রহীত ঋণ (এসটিআইডিপি থেকে গ্রহীত ঋণ এখানে	০.০০	২০৩.০০	২০৩.০০
২	গ্রহীত ঋণ (৯শহর প্রকল্প থেকে ঋণ এখানে ধরা হয়েছে)	০.০০	৭২৬.০০	৭২৬.০০
৩	প্রদত্ত ঋণ	০.০০	০.০০	২৫.০০
৪	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর (গ্রাচ্যুয়িটি)	১১.০৮	৪০.০০	৫০.০০
৫	ঠিকাদারের জামানতের টাকা	৩১৬.৪২	৩০০.০০	৪০০.০০
	মোট প্রাপ্তি	৩২৭.৫০	১২৬৯.০০	১৪০৪.০০
	প্রারম্ভিক জের	৪৯৪.১১	১৬৬৭.০৩	২৫০০.০০
	সর্বমোট	৮২১.৬১	২৯৩৬.০৩	৩৯০৪.০০

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
১	সাধারণ সংস্থাপন			
	ক) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলরগণের সম্মানী ভাতা	৬৪.৩৩	৮০.০০	৮০.০০
	খ) (১) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা (পানি সরবরাহ ও শিক্ষা শাখা ব্যতিত)	১৫১.২২	২২০.০০	২৬০.০০
	খ) (২) মাস্টার রোল / চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৭৩.৩৯	২০০.০০	২৪০.০০
	খ) (৩) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল	৫.১৭	১০.০০	১২.০০
	খ) (৪) কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ	০.০০	০.০০	১০০.০০
	গ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিক ভাতা ও অন্যান্য	১১.৭১	৪০.০০	৫০.০০
	ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী (সাধারণ প্রকৌশল ও অন্যান্য)	৩৬.৮৩	৪০.০০	৫০.০০
	ঙ) টেলিফোন ও ফ্যাক্স	০.৬৩	১.২০	২.০০
	চ) বিদ্যুৎ বিল	৩৯.১৫	৩৫.০০	৮০.০০
	ছ) ভ্রমণ ভাতা	১৩.০০	১৪.০০	১৬.০০
	জ) বিজ্ঞাপন বিল	১৮.৮৭	২২.০০	২৫.০০
	ঝ) স্টেশনারী আসবাবপত্র ক্রয় ও মুদ্রণ	৫৮.১৩	৫৫.০০	৬০.০০
	ঞ) বস্তি উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষকের বেতন ও অন্যান্য	৩.৮৯	৫.০০	৭.০০
	ট) অন্যান্য ভাতা	০.০০	১.২০	২.৫০
	ঠ) আনুষঙ্গিক ব্যয়	৪৬.২৮	৩০.০০	৩১.৫০
২	শিক্ষা ব্যয়			

	ক) সিটি কর্পোরেশনের চালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৫.৪৯	৬.৫০	১০.০০
	খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগকৃত শিক্ষকের বেতন	০.০০	০.০০	৫.০০
	গ) পাঠাগারের বই-পুস্তক ও পত্রিকা ক্রয়	১.০২	১.৫০	২.০০
	ঘ) বয়স্ক কোরআন শিক্ষা কর্মসূচী	৩.০০	৫.০০	৮.০০
	ঙ) অন্যান্য (কৃতি ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও অন্যান্য)	০.০৪	৫.০০	৫.০০
৩	স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী			
	ক) ঔষধপত্র ও চিকিৎসা	০.১৪	২.০০	২.৫০
	খ) এ. আর. ডি ক্রয়	০.২৬	১.০০	৫.০০
	গ) ই. পি. আই কর্মসূচী	৮.০৮	১০.০০	১২.০০
	ঘ) নর্দমা পরিষ্কার	৮১.১১	১০০.০০	১২০.০০
	ঙ) ময়লা আবর্জনা পষ্কার	১৪.৩৫	২০.০০	৬০.০০
	চ) কনজারভেন্সি যন্ত্রপাতি/ যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী ব্যয়	৬৫.৯০	৭৫.০০	১২০.০০
	ছ) মশা ও কুকুর নিধন	১৯.৩১	৩০.০০	৩০.০০
	জ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান	১৫.৫০	৪০.০০	৪০.০০
	ঝ) স্যানিটেশন কর্মসূচী	০.৮৮	২.০০	৫.০০
	ঞ) বেওয়ারিশ লাশ দাফন	২.০৯	১.৫০	২.০০
	ট) ২য় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্প	৪.০০	৪.০০	৮.০০
	ঠ) সার্বজনীন জন্মনিবন্ধন কর্মসূচী	০.৫১	২.০০	৫.০০
৪	(ক) কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)	১৫.০০	১৫.০০	২০.০০
	(খ) বিভিন্ন ইজারার সরকারী অর্থ জমা ও জামানত ফেরত বাবত ব্যয়	০.০০	২৫.০০	২০.০০

৫	সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান			
	ক) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/ ক্লাবে অনুদান/ খেলার সামগ্রী ও বই বিতরণ	৪৮.৭৪	৭৫.০০	৭০.০০
	খ) সিটি এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান	৫.৪০	৬.০০	১০.০০
	গ) সিটি এলাকার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা	০.০০	৬.০০	২০.০০
	ঘ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে অনুদান ও অন্যান্য অনুদান	৬.৭৫	১০.০০	১০.০০
	ঙ) মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অনুদান	০.৫৫	৩.০০	২০.০০
	মোট	৯২০.৭২	১১৯৮.৯০	১৬২৫.৫০

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
৬	ভূমি উন্নয়ন কর	২.১১	৫.০০	৫.০০
৭	অডিট ব্যয়	০.০০	০.৪০	০.৫০
৮	বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষন	১.৩৬	২.০০	২০.০০
৯	মোকদ্দমা ফি	১০.৩৪	১০.০০	১০.০০
১০	জাতীয় দিবস উদযাপন	৭.৭৪	৬.০০	৬.০০
১১	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	০.০০	৫.০০	৫.০০
১২	মেয়রকাপ ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট	৩২.৪২	৪০.০০	৬০.০০
১৩	জরুরী ভ্রাণ	০.০০	৫.০০	৩.০০
১৪	আকস্মিক দুর্যোগ/বিপর্যয়	০.০০	০.০০	১০.০০
১৫	রাস্তা আলোকিত করন	২.৭৩	৩৫.০০	৪০.০০
১৬	কার্যালয় / ভবন ভাড়া	০.৩২	৩০.০০	৩০.০০
১৭	নিরাপত্তা ব্যয়	০.২৯	২.০০	২.০০
১৮	ব্যাংক চার্জ	৪.১৮	৪.০০	৪.০০
১৯	অন্যান্য ব্যয় (বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাগরিক সংবর্ধনা ও আপ্যায়ন খরচসহ ইত্যাদি খরচ এখানে ধরা হয়েছে)	৯.৬৪	২০.০০	২০.০০
	মোট	৬৯.০২	১৫৯.৪০	২১৫.৫০
	উপ-মোট	৯৮৯.৭৪	১৩৫৮.৩০	১৮৪১.০০
	উপাংশ-২			

১	ক) পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৫৪.৭৪	৬০.০০	৭০.০০
	খ) চুক্তিভিত্তিক/ মাষ্টার রোল কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৩৪.০৮	৩৬.০০	৫০.০০
	গ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল	২.৪৫	৪.০০	৫.০০
২	বিদ্যুৎ বিল	৮৩.৫৭	৮০.০০	১০০.০০
৩	পানির লাইনের সংযোগ ব্যয়	৮.৫৫	৩০.০০	৩০.০০
৪	পাম্প হাউজ, মেশিন, পাইপ লাইন মেরামত ও সংস্কার	১৫.৬১	১০.০০	২০.০০
৫	উৎপাদক নলকূপ মেরামত ও সংস্কার	৫.৩২	১৫.০০	৩০.০০
৬	রিচিং পাউডার, ফিটকিরি ক্রয় ও অন্যান্য	০.৩৮	২০.০০	২০.০০
৭	পানি সরবরাহ শাখার বিল ফরম, স্টেশনারী, রেজিস্টার ইত্যাদি	১.৪০	৩.০০	৩.০০
৮	ডাক ও তার	০.৮১	০.৩০	০.৩০
৯	অন্যান্য ব্যয়	০.২১	১.৫২	১.৫০
	মোট	২০৭.১২	২৫৯.৮২	৩২৯.৮
	মোট রাজস্ব ব্যয় (সর্বমোট উপাংশ-১+২)	১১৯৬.৮৬	১৬১৮.১২	২১৭০.৮০

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
১	অবকাঠামো			
	ক) রাস্তা নির্মাণ	৬৪.১১	৮০.০০	১০০.০০
	খ) রাস্তা মেরামত/ সংস্কার	৪২.৭৪	১০০.০০	২০০.০০
	গ) ব্রিজ /কালভার্ট নির্মাণ	০.০০	৪৫.০০	২০০.০০
	ঘ) ব্রিজ/কালভার্ট মেরামত/সংস্কার	১.৬৭	৩০.০০	১৫০.০০
	ঙ) ড্রেন নির্মাণ/ মেরামত	৬.৮৪	৮০.০০	২০০.০০
	চ) সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়	১২.৫১	৩০.০০	১০০.০০
	ছ) অফিস ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ ও সংস্কার	১.১৬	২০.০০	১৫০.০০
	জ) কসাইখানা নির্মাণ / ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা উন্নয়ন	০.০০	০.০০	২০০.০০
	ঝ) উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	৩০.০০
	ঞ) নগরীর বিভিন্ন স্থানে পাঠাগার ও ক্লাব নির্মাণ	০.০০	০.০০	৩০.০০
	ট) খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	৫০.০০	৮০.০০
	ঠ) উদ্বারকৃত ভূমিতে সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২৫.০০
	ড) উদ্বারকৃত ভূমিতে সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	৩.২৪	৮০.০০	১০০.০০
	ড) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মাজার কবরস্থান/ শ্মশানঘাট উন্নয়ন	০.০০	১০.০০	৩৫.০০
	শ্মশানঘাট উন্নয়ন	০.০০	৩.০০	১০.০০
২	হাট-বাজার উন্নয়ন	০.০০	৫.০০	৩০.০০
	ক) বাস টার্মিনাল নির্মাণ	০.০০	০.০০	১০.০০
	খ) বাস টার্মিনাল সংস্কার	০.০০	০.০০	২০.০০
	গ) বাস ইয়ার্ড নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০.০০
৩	ক) মার্কেট নির্মাণ	০.০০	০.০০	২০০.০০
	খ) নগরীর বিভিন্ন স্থানে হলিডে মার্কেট স্থাপন	০.০০	৫০.০০	১০০.০০
৪	ক) পার্ক নির্মাণ	০.০০	০.০০	১০০.০০
	খ) জাদুঘর নির্মাণ	০.০০	০.০০	১০.০০
৫	ক) ভোলানন্দ নৈশবিদ্যালয় শিক্ষা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	৩২৪.৫৭	২৯৭.০৭	৪০০.০০
	খ) সিটি পাঠাগারের উন্নয়ন, কমিউনিটি হল, রেস্টহাউস নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	২৫০.০০
	গ) বাগবাড়ি সিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে	১৪.৭৬	৩৫.২৬	১১০.০০
		০.০০	১৫.০০	৩০.০০
		০.০০	১০.০০	২০.০০

	কলেজে উন্নীতকরণ প্রকল্প	৬৫০.০	১৫৭০.০০	১৩০০.০০
৬	সিটি কর্পোরেশন মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	০.০০	০.০০	৫০.০০
৭	ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)	০.০০	০.০০	২০০.০০
	খ) মসজিদ, মন্দির, মাজার, কবরস্থান/ শ্মশানঘাট উন্নয়ন (এডিপি)	০.০০	১০.০০	৫০.০০
৮	গ) বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ (এডিপি)			
৯	ঘ) মশা নিধনের ঔষধ ক্রয় (এডিপি)			
১০	ঙ) স্লিচিং পাউডার ও ফিটকিরি ক্রয় (এডিপি)			
১১	সরকারী বিশেষ মঞ্জুরী ব্যয়			
১২	বৈদ্যুতিক ও টেলিফোন পোল ইত্যাদি স্থানান্তর বাবদ ব্যয় বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প অন্যান্য প্রকল্প			
	মোট	১১২১.৬০	২৫২৮.৩৩	৪৭১০.০০
	উপ-মোট	১১২১.৬০	২৫২৮.৩৩	৪৭১০.০০

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
	খ(১) সরকারী / বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প			
১	সিলেট মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	০.০০	০.০০	৩৫০০.০০
২	সিলেট সিটিপ কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	০.০০	৪০০০.০০	১০০০০.০০
৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২৫০০.০০	০.০০	১০০.০০
৪	গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	১০০০.০০	০.০০	০.০০
৫	প্রাইমারী ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নগর ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	০.০০	৮০০.০০	৫৫০.০০
৬	ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	১.০০	০.০০
৭	বিভিন্ন ছড়া অধিগ্রহণ, খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	১০০.০০
৮	জমি অধিগ্রহণ	০.০০	১০০.০০	৬০০.০০
৯	গভীর নলকূপ স্থাপন	০.০০	১০.০০	২০০.০০
১০	ধোপাদীঘির পার নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০.০০
১১	বিএমডিএফ এর আওতায় রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও পানি সরবরাহ করণ	০.০০	০.০০	৭০৯.৫০
১২	ইউপিএইচসি উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১৩	নগর অংশিদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প	০.০০	১৩০.০০	৩০০.০০
১৪	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্প	০.০০	১৯৮.৪২	৪৯৫.০৯
১৫	বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	০.০০	১০.০০
১৬	অন্যান্য প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০.০০
	উপ-মোট	৩৫০০.০০	৫২৩৯.৪২	১৭১৬৪.৫৯

	খ(৩) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্প			
১	সিটি মালিকানাধীন হকার্স মার্কেটের নির্মাণ ব্যয়	৪০.০০	৭০.০০	২০০.০০
২	প্রস্তাবিত হাসান মার্কেটের দোকান নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	০.০০	১৫০.০০
৩	বাগবাড়িতে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমির উপর নির্মানাধীন আবাসিক প্রকল্প	৪.৬৪	১৫.০০	৫০.০০
৪	অন্যান্য মার্কেট নির্মাণ প্রকল্প			
	উপ-মোট	৪৪.৬৪	৮৫.০০	৪৫০.০০
	মোট উন্নয়ন ব্যয়	৪৬৬৬.২৪	৭৮৫২.৭৫	২২৩২৪.৫৯
	সমাপ্তি জের	১৬৬৭.০৩	২৫০০.০০	৩১০০.০০
	সর্বমোট	৭৫০৩.১৩	১১৯৭০.৮৭	২৭৫৯৫.৩৯

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
	মূলধন হিসাব			
১	ঋণ পরিশোধ (এসটিআইডিপি থেকে গৃহীত ঋণ এখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে)	০.০০	০.০০	৮১.১৯
২	ঋণ পরিশোধ (৯ শহর প্রকল্প থেকে গৃহীত ঋণ এখানে ধরা হয়েছে)	০.০০	০.০০	২০.০০
৩	ঋণ প্রদান	০.০০	০.০০	৫.০০
৪	বিবিধ বিনিয়োগ (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলে বিনিয়োগকৃত টাকা এখানে ধরা হয়েছে)	১০.০০	১৫.০০	৩০.০০
৫	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর (গ্র্যাচুয়িটি)	০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৬	ঠিকাদারের জামানতের টাকা ফেরত	৩৪৭.০৩	৩০০.০০	৪০০.০০
	মোট ব্যয়	৩৫৭.০৩	৩৬৫.০০	৫৮৬.১৯
	সমাপ্তিক জের	১৬৬৭.০৩	২৫০০.০০	৩১০০.০০
	সর্বমোট	২০২৪.০৬	২৮৬৫.০০	৩৬৮৬.১৯

অবকাঠামো ১(চ) ক্রমিকের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ।

ক্রমিক নং	বাত	প্রকৃত ২০০৯-১০ ইং টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০১০-১১ ইং টাকা	বাজেট ২০১১-১২ ইং টাকা
১	২	৩	৪	৫
১	রোড রোলার ক্রয়	০.০০	৮৪.৯৮	৪০.০০
২	গারভেজ ট্রাক ক্রয়	০.০০	১৪৬.৫৫	৬০.০০
৩	জীপ গাড়ি ক্রয়	০.০০	০.০০	১৫০.০০
৪	মিস্ত্রার মেশিন ক্রয়	০.০০	০.০০	১০.০০
৫	ব্রাইডেটার ক্রয়	০.০০	১৮.৪০	০.০০
৬	টেলিফোন যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.০০	০.০০	১০.০০
৭	আসবাবগত্র ক্রয়	১৪.০৯	২০.০০	২০.০০
৮	মোটর সাইকেল ক্রয়	২.০৭	১৫.০০	৫.০০
৯	হাতাগাড়ি ও কটেইনার ক্রয়	২.৭২	৫.০০	৫.০০
১০	মশক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.১৯	৪.০০	১০.০০
১১	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	০.০০	২১.০০	৫.০০
১২	চেইনডোজার ক্রয়	০.০০	০.০০	১২০.০০
১৩	বুলডোজার ক্রয়	০.০০	২০৪.৫৮	০.০০
১৪	পানির ট্যাংক ক্রয় (২টি)	০.০০	৫৭.১৪	১০.০০
১৫	কংক্রিট কাটার	০.০০	১.৮৫	০.০০
১৬	বৈদ্যুতিক গাড়ী ক্রয়	০.০০	৫৪.০০	২৫.০০
১৭	পিক আপ গাড়ী ক্রয়	০.০০	২৭.৫৬	৩০.০০
১৮	পানির পাল্প	০.০০	৪.০০	৫.০০
১৯	ট্রাক্টর ক্রয়	০.০০	০.০০	১২.০০
২০	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.০০	০.০০	১.০০
২১	লাইব্রেরী পুস্তক ও পত্রিকা ক্রয়	০.৬১	১.৫০	২.০০
২২	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়	২.৮০	৩.৫০	৩০.০০
২৩	কসাইখানার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	০.০০	০.০০	১০০.০০
২৪	অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	২.২৬	৩.০০	১০.০০
২৫	অন্যান্য সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.০০	২.০০	৫.০০
২৬	এম্বুলেন্স ক্রয় (২টি)	০.০০	০.০০	৩০.০০
২৭	মাইক্রোবাস ক্রয়	০.০০	০.০০	১৫.০০
২৮	ট্রলি ক্রয় (৩টি)	০.০০	০.০০	৫.০০
২৯	বাই সাইকেল ক্রয়	০.০৮	০.৫০	২.০০
৩০	বিবিধ সম্পদ ক্রয়	৩.৪৬	৩.০০	৭.০০
	সর্বমোট =	২৮.২৮	৬৭৭.৫৬	৬৯৭.০০

পরিশিষ্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লোক প্রশাসন বিভাগ

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের সমস্যা সমূহ : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উপর একটি পর্যালোচনা⁷,³
(কেবলমাত্র গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত এবং তথ্যের গোপনীয়তা করা হবে)

‘ক’ গ্রুপ প্রশ্নমালা

তারিখ:

ক্রমিক নং

১। নাম :

২। লিঙ্গ :

ক. পুরুষ

খ. মহিলা

৩। পেশা :

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. নিরক্ষর। খ. মাধ্যমিক। গ. উচ্চ মাধ্যমিক। ঙ. স্নাতক। চ. স্নাতকোত্তর।

ছ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

‘খ’ গ্রুপ প্রশ্নমালা

(নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নগর প্রশাসনের কর্মকর্তার জন্য)

১। নগর উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে বলে আপনি মনে করেন কি?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে?

ক. অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

খ. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন

গ. শিক্ষার প্রসার।

গ. পানীয় জলের ব্যবস্থা।

ঙ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

যদি না হয় তাহলে কেন কার্যক্রম ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে?

ক. দক্ষ জনশক্তি অভাব।

খ. সম্পদের অভাব।

গ. সমন্বয়হীনতা।

ঘ. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।

২। নগর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম কি পরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা হয়?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

যদি ‘না’ হয় তাহলে কেন পরিকল্পিত উপায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় না?

- ক. মাস্টার প্ল্যান নেই। খ. মাস্টার প্ল্যান যথাযথভাবে বাস্তবায়নে অনীহা।
 গ. সমস্যা নির্ধারনে অপরাগতা। ঘ. কর্তব্যে অবহেলা।
 ঙ. অন্যান্য।

৩। নগর উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা কি উপায়ে গ্রহণ করা হয়?

- ক. পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। খ. পরিষদের প্রভাবশালী সদস্যদের সিদ্ধান্ত।
 গ. মেয়রের একক সিদ্ধান্ত। ঘ. পরিষদের প্রভাবশালী সদস্যদের সিদ্ধান্ত।
 ঙ. মন্ত্রণালয় কর্তৃক। জ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)।

৪। নগর উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা কিরূপ?

- ক. সমস্যা নির্বাচন। খ. জনগণের মতামত তুলে ধরা।
 গ. জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়। ঘ. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তদারকি।
 ঙ. অন্যান্য।

৫। নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীরা কি দক্ষ?

- ক. হ্যাঁ। খ. না।

৬। নগর প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীরা কি দক্ষ?

- ক. হ্যাঁ। খ. না।

৭। যদি 'না' হয় তাহলে কিরূপে সংগৃহীত হয়?

- ক. কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত। খ. স্থানীয় পর্যায় হতে সংগৃহীত।
 গ. দাতা গোষ্ঠী কর্তৃক প্রদেয়। ঘ. কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায় হতে সংগৃহীত।
 ঙ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৮। স্থানীয় পর্যায় হতে সংগৃহীত বাজেট কি পর্যাপ্ত?

- ক. হ্যাঁ। খ. না।

যদি 'না' হয়, তাহলে স্থানীয় বাজেট বৃদ্ধিতে কি করা উচিত?

- ক. আয়ের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা। খ. বিদ্যমান ক্ষেত্র হতে যথাযথভাবে করা সংগ্রহ।
 গ. রেজিস্ট্রেশন/ অনুমোদন ফি যথাযথভাবে সংগ্রহ। ঘ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৯। সংগৃহীত সম্পদ পরিকল্পনভাবে ব্যয় করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় কি না?

- ক. হ্যাঁ। খ. না।

যদি 'না' হয় তাহলে এক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়?

- ক. গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নির্বাচনে অপরাগতা। খ. সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার।
 গ. টেন্ডারের ক্ষেত্রে দলীয় করণ। ঘ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)।

১০। উন্নয়ন কার্যক্রম টেন্ডার প্রক্রিয়ার দলীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কি না?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

যদি 'না' হয়, তাহলে কিরূপে তা প্রতিকার করা যায়?

ক. টেভার প্রক্রিয়া ডিজিটালকরণ।

খ. সর্বনিম্ন ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দরদাতাকে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান।

গ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১১। নগর প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আছে কি?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

যদি 'না' হয়, তাহলে তা নিশ্চিত করা হয়?

ক. মন্ত্রণালয় এর কাছে জবাবদিহিতা।

খ. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মাধ্যমে।

গ. দলীয় প্রভাব।

ঘ. জনগনের সবেচনতার অভাব।

১২। নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণ কি নিশ্চিত করা হয়?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

যদি 'না' হয় তাহলে কি উপায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়?

ক. স্থানীয় পর্যায়ে কি উপায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়?

খ. স্থানীয় জনগনের মতামত গ্রহণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে।

গ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

যদি 'না' হয় তাহলে কে নয়?

ক. জনগণের মতৈক্যের অভাব।

খ. সচেতনতার অভাব।

গ. জনগণ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে দূরত্ব।

ঘ. সরাসরি নির্বাচিত ও সংরক্ষিত প্রতিনিধিদের মধ্যে।

ঙ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয় কি?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

যদি 'না' হয়, তাহলে এর প্রতিকার কি?

ক. জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরী।

খ. প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ:

গ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

'গ' গ্রুপ প্রশ্নমালা

(সাধারণ নাগরিকের জন্য)

১। নগর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পিত বলে মনে করেন কি?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

২। নগর প্রশাসন হতে কি কি নাগরিক সুবিধা ভোগ করেন?

ক. স্বাস্থ্যসেবা।

খ. পয়গনিফিকেশন সুবিধা।

গ. যোগাযোগ সুবিধা।

ঘ. পানীয়জল।

ঙ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৩। নাগরিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাঁধা এর সম্মুখীন হয়েছেন কি?

৪। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ কেমন?

ক. খুব ভাল।

খ. ভাল।

গ. মোটামুটি।

ঘ. খারাপ।

ঙ. খুবই খারাপ।

৫। নগর প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জনগণের সেবক মনে করেন কি?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

যদি 'না' হয় কারণ কি?

ক. জনগণের প্রতি উদাসীনতা।

খ. জনগণকে নিজেদের অধীনস্ত মনে করেন।

গ. দায়িত্ববোধের ঘাটতি।

৬। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণ সম্ভ্রষ্ট কি?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

৮। নগর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা কর্মচারী কি দক্ষ?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

গ. মোটামুটি।

৯। নগর প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়?

ক. মন্ত্রণালয়-এর কাছে জবাবদিহিতা।

খ. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মাধ্যমে।

গ. নির্বাচনের মাধ্যমে।

ঘ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১০। নগর উন্নয়ন ও নাগরিকদের অংশগ্রহণ কি নিশ্চিত করা হয়?

ক. হ্যাঁ।

খ. না।

যদি 'না' হয় তাহলে কিভাবে নিশ্চিত করা হয়?

ক. বিশ্লিষ্ট নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে।

খ. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে।

গ. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে।

ঘ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. Kamal Siddiqui : Local government in Bangladesh, Dkhaka UPL 2003
২. Kamal, Siddiqui: প্রাণ্ড
৩. বদিউল আলম মজুমদার : স্থানীয় সরকারের অতীত, বর্তমান ভবিষ্যত; আগামী প্রকাশী : ঢাকা- ২০০৯
৪. বদিউলা আলম মুজমদার : প্রাণ্ড
৫. Brian Chapman : Introduction to france local goverment (London; George Allen & Unwin Ltd. 1995)
৬. Kamal, Siddiqui: প্রাণ্ড
৭. মো. মকসুদুর রহিম ও ভা. নাসিমা জামান : Politics and Local self govenment in Bangladesh : The Historical Perspective.
৮. মো. তরিকুল ইসলাম : Importance fo Local self government for the promotion of democracy, Bangladesh Perspective.
৯. হোসেন জিল্লুর রহমান ও খন্দকার সাখাওয়াত আলী :
১০. নীলুফার বেগম, আব্দুলবাহ এম. খান, সাইফুদ্দিন আহমদ : লোকপ্রশাসন ও বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক ভাবনা।
১১. বিপুল রঞ্জন নাথ : রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সংগঠন।
১২. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ জুলাই, ২০০৮।
১৩. মোসলেহ উদ্দীন আহমদ : Urban Local government Administration in Bangladesh : Municipalities and Mumicipal Corporation- a Ph.D Dissertation, Dhaka University 1993.
১৪. ভোকায়েল আহমদ : বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার, একুশ শতকের জনপ্রশাসন সংস্কার ভাবনা ১৯৯৯।
১৫. এমাজ উদ্দীন আহমদ : বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন, ১৯৯৪।
১৬. মকসুদুর রহমান : বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন, ২০০৯।
১৭. আবুল মাল আব্দুল মহিত : জেলায় জেলায় সরকার, ২০০২।

১৮. গোলাম মোস্তফা : Urban Local governance in Bangladesh, Some Arising Issues.
১৯. বদিউল আলম মজুমদার : প্রথম আলো, ১১ আগস্ট ২০০৮।
২০. এম. শামসুর রহমান : আধুনিক লোকপ্রশাসন
২১. কে. এক টিপু সুলতান সম্পাদিত : বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরণ।
২২. Samual Humes: Martir the structure of Local Government through out the world, (The Hague Nijhaf), 1961
২৩. K.M. Jackson : English Local governament, London : Longmar, 1959
২৪. Henry Maddick : Democracy, Decentralization and Development Bombay : Asia Publishing House, 1963
২৫. Ivor Jannings : Principal Of Local government Law, (London : University of London Press Ltd; 1965)
২৬. G.M. Harris: Comparative of Local Government, London, 1948
২৭. John Clark: Outlines of Local Government of United kingdom, London, 1960
২৮. W.A. Robson: Politic & Government: At Home and Abroad, London, 1967
২৯. S. Humes and Martin: The Structure of Local Government, a Comprative Study of 81 Countries.
৩০. Kamal Siddiqui. প্রাণ্ডু
৩১. D. Tocqueville: Democracy in America, New york: Harper & Raw Publishers, 1966. Vol.1
৩২. H. Laski: A Grammar of Ploitics, London: George Allen & Unwil Ltd., 1963
৩৩. L. J. Sharp: Theories of Local Government, In L.D Feldman (ed.) Politics and Government of Urban Canada, Methuen, London, 1981
৩৪. J. W. Fesler: Approaches to the Understanding of decentralizaiton: In Journal of Politics, Vol. 27
৩৫. Lord Brice: Modern democracy (London: 1915), Vil. 7
৩৬. M Anisuzzaman (1982) Public Administration in Bangladesh (In Bengali Centre for social studies, Dhaka.

৩৭. P.N Chopper, Puri, B,N and Das M.N (1975) A social cultural and Economic History of India, New Delhi Macmillan Company Ltd. Vol-1
৩৮. B.M. Morrison. (1970): Political centres and cultural regions in Early Bengal, Tucson, University of Arizona Press.
৩৯. হেলেনা খান : বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও রাজনীতি, আনন্দ প্রকাশন-২০১১
৪০. Maniruzzaman “Local government at the Thana Level” Dhaka-1981.
৪০. Maniruzzaman “Local government at the Thana Level” Dhaka-1981.
৪১. C.E Bucklan; Bengal under the lieutenant governors (calcutta: Kedar Nath Bose Latd. 1902), Vol, II Page-805
৪২. Najmul Abedin ; Local Administration and Politics Modrnizing societies Bangladesh and Pakistan (Dacca : NIPA, 1973), Page-42
৪৩. Administration of Bengal under the Earl of Ronald shay (1917-1922) (Calcutta : Bengal secretariat Press, 1922), Page-69
৪৪. The Bengal village self government act (The Act V of 1919) Alipore : Bengal Government Press, 1937), section 6(1)
৪৫. MA Chowhury; Rural government in East Pakistan (Dacca: Juthi Ghar Ltd. 1969), Page-9
৪৬. Village self Govt, Act 1919 Ibid, Sec. 6(3)
৪৭. Basic Democracies Order, 1959, Act 155
৪৮. Kamal, Siddiqui; Local government in South Asia; UPL, Dhaka. 1994
৪৯. এমাজউদ্দীন আহমদ: বাংলাদেশে লোকপ্রশাসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪
৫০. Kamal Siddiqui. : Local government in Bangladesh; UPL 2008
৫১. বদিউল আলম মজুমদার : প্রাগুক্ত
৫২. Kamal Siddiqui : প্রাগুক্ত
৫৩. Kamal Siddiqui : প্রাগুক্ত
৫৪. বদিউল আলম মজুমদার : প্রাগুক্ত
৫৫. ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সংগৃহিত।
৫৬. সৈয়দা মোস্তফা কামাল : সিলেট বিভাগের পরিচিতি রেনেসা পাবলিকেশন, সিলেট, ২০০৪
৫৭. মো: হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া : সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা, ১৯৯৮।
৫৮. S.D Khan. Place of municipality in the socio economic structure of pakistan NA Hussain (ed) problems of municipal administrition, Dhaka,

NIPA 1964.

৫৯. Thinker, Foundation of local self Gov't, In India Pakistan & Burma. London : The Athlone Press. 1954

৬০. Rokeya Rahman Kabeer : Administrative Policy of Govt of Bangla (1870-1890) Dhaka 1966

৬১. সূত্র : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

৬২. Abedin, Najmul : Local Administration and Politics Modernizing societies Bangladesh and Pakistan, (Dacca : NIPA, 1973)

৬৩. Administration of Bengal under the Earl of Ronald shay (1917-1922) Calcutta : Bengal secretariat press, 1922.

৬৪. Ahmed, Dr. Musleh Uddin "Local Self Govt system in Bangladesh" in Prof. Abul Kalam (ed). Bangladesh Internal Dynamics and External Linkages, Dhaka : University Press Ltd. 1996.

৬৫. Ahmed, Dr. Musleh Uddin Urban Local Govt. Administration in Bangladesh Study of Municipalities and Municipal Corporation. Ph.D Dissertation, Dhaka University 1993.

৬৬. Ali, S. A.M.M Shawkat Field Administration and Rural Development in Bangladesh, Dhaka C.S.S 1982

৬৭. Ali S. Maqsood, Decentralization and Peoples Participation in Bangladesh. Dhaka. NIPA 1981.

৬৮. Anisuzzaman, M Public Administration in Bangladesh (In Bangali Centre for social studies, Dhaka, 1982

৬৯. আনোয়ার, মোহাম্মদ লোক প্রশাসন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ দশদিক ৫০ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ২০০৫।

৭০. আইয়ুব মিয়া মোহাম্মদ-প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা প্রশাসন, ঢাকা, দীপিকা ১৯৮৩।

৭১. আহমেদ, এমাজউদ্দীন : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা (ঢাকা : গোল্ডেন বুক হাউজ ১৯৭১), প্রথম খণ্ড।

৭২. Ball, R W and Ja F Linn, Urban Public Finance in Developing Countries. New York : Oxford University Press, 1981.

৭৩. ইসলাম, রায়হানুল শাসকের স্বপ্ন। তৃতীয়া সংস্করণ, ঢাকা, লেখক প্রকাশনী ১৯৯৮৪।

৭৪. ইসলাম, কাজী ইজহারুল-লোকপ্রশাসন, ঢাকা, আরী পাবলিকেশন্স- ১৯৭৩।

৭৫. Brice, Lord : Modern Democracy, London : 1915, Vol. 7.

৭৬. Buckland, C.E; Bengal under the lieutenant Governors (calutta : kedar

Nath Bose Ltd. 1902), Vol, II.

৭৭. নাথ বিপুল রঞ্জন ও অজল দাস; লোক প্রশাসন পরিচিত ঢাকা : বুক সোসাইটি ১৯৮৫।

৭৮. নাথ, বিপুল রঞ্জন, রাজনৈতিক সংগঠন (ঢাকা : বুক সোসাইটি, ১৯৮৭)।

৭৯. Chopre, P.N.Puri, B,N and Das M.N (A Cultural and Economic History of India, New Delhi Macmillan Company Ltd. Vol-1

৮০. Chowdhury, MA. Rural Government in East Pakistan Dacca : Juthi Ghar Ltd. 1969.

৮১. পল্লী উন্নয়ন : ডিসেম্বর, কুমিল্লা : বার্ড- ২০০৭।

৮২. Clark. John : Outlines of Local government of United Kingdom, London, 1969.

৮৩. ভূঁইয়া. মো: হাবিবুর রহমান : সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা. ১৯৯৮।

৮৪. Fesler. JW : Approaches to the understanding of Decentralization : in Journal of politics, Vol. 27.

৮৫. ভূঁইয়া, মো: আব্দুল ওয়াদুদ, লোক প্রশাসনের রূপরেখা। ঢাকা বু হাউজ ১৯৬৯।

৮৬. মজুমদার, বদিউল আলম : বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, আগামী প্রকাশনী ২০০৯।

৮৭. মান্নান, মো: আব্দুল মেরী সামসুন্নাহার খানম, সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান পরিচিতি, অবসর, ঢাকা- ২০০২।

৮৮. লোক প্রশাসন সাময়িকী সংখ্যা ৪৬-৪৮, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

৮৯. Haque, A.S. Politics and Administration in Bangladesh : Problems of Participation. Dhaka : UPL, 1998.

৯০. Harris G.M. Comparative of Local government, London, 1984

৯১. Tinker, Hugh Foundation of Local self Gov't, In India Pakistan & Burma. London : The Athlone Press, 1954.

৯২. Humes, Samuel and E. Martin. The Structure of Local Govt. throuoth the world. The Hague : Nijhoff 1961.

৯৩. Humes. S & E. Martin : The Structure of Local government, a comparative study of 81 countries. The Hague : IULA 1969.

৯৪. রহমান মাকসুদুর : বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন; আলীগড় লাইব্রেরি; রাজশাহী- ২০০৯।

৯৫. রহমান, মো. শামসুর : আধুনিক লোক প্রশাসন ঢাকা : বাংলা অ্যাকাডেমি- ১৯৯৩।

৯৬. রহমান শামসুর : লোকপ্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রশাসন; খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী- ২০০৬।

৯৭. Jackson. R.M : English Local government, London : Longmans, 1959

৯৮. Jennings, Ivor : Principal of Local government, (London : University of

London Press Ltd.) 1995/

৯৯. Jones, G W. “Central Local Government Relations” in D. Butler and A.H. Halsey (eds) Policy and Politics. London : Mcmillan, 1978.
১০০. Khan. Mohammad Mohabbat : Local Government in Bangladesh ; A h Development publishing House, 2011
১০১. Khan. S.D Place of municipality in the socio economic structure of Pakistan NA Hussain (ed) Problems of municipality administration, Dhaka : NIPA 1968.
১০২. কামাল, সৈয়দ মোস্তফা : সিলেট বিভাগের পরিচিতি রেনেসা পাবলিকেশন্স ২০০৪ ।
১০৩. Laski, H, J : A grammar of politics, London : George Allen & Unwill Ltd., 1963
১০৪. খান. হেলেনা : বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও রাজনীতি, আনন্দ প্রকাশন ২০১১
১০৫. Maddick. Henry : Democracy, Decentralization & Development, Bombay : Asia Publishing House, 1963.
১০৬. Maniruzzaman, “Local government at the Thana Level” Dhaka- 1981.
১০৭. Morrison. B.M (1970) : Political centres and cultural regions in Early Bengal, Tuscon, University of Arizona Press.
১০৮. Mowhood, P. Local government in the third world : The experience of Tropical Africa” Chickester, New York : J Wiley and sons, 1983.
১০৯. Muhit, A.M.A : Issues of government in Bangladesh : Mowla Brothers 2001
১১০. সুলতান কে.এম টিপু সম্পাদিত : বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরণ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ।
১১১. সুলতান কে.এম টিপু (সম্পাদক) বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরণ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ১৯৮৫ ।
১১২. হ্যাভবুক; স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ।
১১৩. হক, আবুল ফজল, লোকপ্রশাসন নীতি, ঢাকা ইউনিয়নভার্সিটি বুক ডিপো ১৯৭৬ ।
১১৪. Rahman, A.H.M Politics of Rural Local self government in Bangladesh : University of Dhaka-1990.
১১৫. Robson. W.A Politics & Government : At hone and abroad, London, 1968.

১১৬. Rokeya Rahman Kabeer : Administrative Policy of the government of Bengal (1870-1890) (Dacca : NIIA 1965 Part- ii
১১৭. জাহাঙ্গীর কেএম (২০০৬) মাঠ প্রশাসন, নিউজ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারিদাশ রোড, ঢাকা
১১৮. Sharpe. L J. : Theories of Local government, in L.D. Feldman (ed), Politics and government of Urban Canada, Methuen, London. 1981.
১১৯. Siddiqui, Hafiz G.A (ed.) Managing Rural Development in Bangladesh : Experiences and Case Studies, Dhaka, IBA, 1983.
১২০. Siddiqui, Kamal : Local government in Bangladesh. Dhaka : UPL 2008
১২১. Siddiqui. Kamal : Local government in South Asia : A Comparative study. UPL 1995.
১২২. Smith, B.C. decentralization : The territorial Dimension of the state London : George Allen and Unwin; 1985.
১২৩. Society & Change Jan-March. Dhaka : OSDER Publication, 2009
১২৪. Society & Change Oct-Dec Dhaka : OSDER Publication, 2008
১২৫. Society & Change Oct-Dec Dhaka : OSDER Publication, 2007
১২৬. Talukdar, Mohammad, Rafiqul. Islam : Rural Local government in Bangladesh; OSDER Publication.
১২৭. Tarek, Muslehuddin Ahmed. Development administration Concepts and issues Dhaka : OSDER, 1998.
১২৮. The Bengal village self government Act (The Act V of 1919) Alipore : Bengal government Press, 1937), section 6 (1)
১২৯. Tocqueville. D Democracy in Amnerica, New York : Harper & Raw Publishers, 1966, vol.1.
১৩০. টাঙ্কাফোর্স প্রতিবেদন : বাংলাদেশের উন্নয়ন এজেন্ডা; UPL ২০০৩
১৩১. মিয়া ছিদ্দিকুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়াল ও গ্রাম আদালত আইন; বাংলাদেশ ল-বুক কোম্পানী- ২০১০
১৩২. মিয়া, সেলিম, মুহাম্মদ (২০০৬) সমষ্টি সংঘটন ও সমষ্টি উন্নয়ন ; নভেল পাবলিশিং হাউস, প্যারিদাশ হাউজ রোড; ঢাকা- ১১০০।
১৩৩. সিদ্দিকী. এন.এ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থা কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স ১৯৮০।